اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

দ্বীন ও দুনিয়া (১)

ভলিউম-৫

লেখক

কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত

হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক

মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল আজীজ

প্রাক্তন মোদার্‌রেস, আশ্‌রাফুল উলুম মাদ্রাসা, বড় কাটরা, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা

www.BANGLAKITAB.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
খাঁটি ধর্ম	১
সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের ভ্রান্তি	১
মুসলমানের পদমর্যাদা	৪
পরিচিত ও অপরিচিতের সহিত ব্যবহার	৬
কাফেরদের সহিত সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত	৮
এখলাছের গুরুত্ব	৯
এখলাছের আবশ্যকতা	১০
বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়া	১১
মুজাহাদার নিয়ম	১৩
ছূফীবাদের স্বরূপ	১৬
এল্‌মের ব্যাপারে এখলাছের আবশ্যকতা	১৮
দাসত্বের চাহিদা	২১
সুনিয়তের আবশ্যকতা	২৩
এখলাছ না থাকার অপকারিতা	২৪
আধ্যাত্মবিদদের এখলাছ	২৮
এখলাছ লাভ করার উপায়	২৯
ধর্মের ব্যাখ্যা	৩২
ভূমিকা	৩২
“তাফরী” (বিকেন্দ্রীকরণ) ও “তাজদীদ” (সংস্কার)-এর স্তর	৩৩
ব্যাখ্যার স্তর	৩৪
ধর্মের অমর্যাদা	৩৪
দো'আ ও ওযীফার পার্থক্য	৩৬
দো'আর নিয়ম	৩৮
শয়তানী ধোঁকা	৪১
দৃঢ়তার আবশ্যকতা	৪২
দো'আর স্থান	৪৩
তাবার্‌রুক সংক্রান্ত আলোচনা	৪৫
বংশগত সম্পর্কের ফল	৪৭

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
তাবার্রুক উপকারী হওয়ার তাৎপর্য	৪৮
বংশমর্যাদার মূল্য	৪৯
আকায়েদের ভুল-ভ্রান্তি	৫২
অনিষ্টের কারণ	৫৩
আত্ম-প্রীতি দোষ	৫৫
অভ্যাস বিরুদ্ধ ও বিবেক বিরুদ্ধের পার্থক্য	৫৬
বাস্তবতার স্বরূপ	৫৭
পুলসিরাতের স্বরূপ	৫৮
শরীঅতের পথ	৬০
বিবেকের সীমা	৬০
তক্লীদের আবশ্যকতা	৬২
বাহুল্য ও স্বল্পতার পরিণাম	৬৩
শরীঅতের প্রাণ	৬৪
তত্ত্ব ও রহস্যের মুখোস উন্মোচন	৬৫
বিবেক বিরোধ	৬৭
রেসালতে বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা	৬৮
ধর্মের অন্যান্য অঙ্গসমূহের গুরুত্ব	৬৯
ধর্মের অঙ্গসমূহের বিবরণ	৭০
কুসংসর্গের প্রতিক্রিয়া	৭২
আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি	৭৩
জায়েয ও না-জায়েযের আলোচনা	৭৪
ইসলামী সভ্যতা	৭৫
আধুনিক সামাজিকতা	৭৭
অনুমতি চাওয়া	৭৮
ছুফীবাদের স্বরূপ	৮০
ইসলামের স্বরূপ	৮১
আমলের প্রকারভেদ	৮২
পূর্ণ ধার্মিকতা	৮৫
ভূমিকা	৮৫
অকৃতকার্যতার রহস্য	৮৬
আকাঙ্ক্ষা ও উপায়ের পার্থক্য	৮৬
ধর্মে সঙ্কীর্ণতা নাই	৮৭
আধুনিক যুগের আপত্তিসমূহ	৮৮
কতিপয় উদাহরণ	৮৮
সঙ্কীর্ণতার স্বরূপ	৯১

www.BANGLAKITAB.com

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রতিফলের ওয়াদা ৯৩
খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের উপায় ৯৫
বন্দেগী ও অভিমানের স্তর ৯৭
প্রত্যেক কাজের উপায় ৯৮
দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্য ১০০
জীবিকার জন্য উপায় অবলম্বন করা ১০১
নফ্‌সের বাহানা ১০৪
আল্লাহ্‌র সহিত বাক্যালাপ ১০৫
এবাদত কবূল হওয়ার লক্ষণ ১০৬
ধর্ম-কার্যে অকৃতকার্যতার কারণ ১০৭
আয়াতের তফসীর ১০৮
পূর্ণতা লাভের চেষ্টা ১০৯
দ্বীনদারী ও অল্পে তুষ্টি ১১০
জনৈক খোদা-প্রেমিকের কাহিনী ১১১
মূর্খ তাওয়াক্কুল (ভরসা) কারীর কাহিনী ১১২
জনৈক খোদা-প্রেমিকের কাহিনী ১১৩
খোদার সাহায্য ১১৪
চিন্তাহীনতা ১১৫
একটি চমৎকার বিষয়বস্তু ১১৬
ছাহাবীদের অবস্থা ১১৬
তাকওয়ার ব্যাখ্যা ১১৭
ছাদেকীন (সত্যবাদীগণ)-এর ব্যাখ্যা ১১৯
উক্ত নেকীর আয়াতের তফ্‌সীর ১২১
আকায়েদের বর্ণনা ১২২
আমলের প্রকারভেদ ১২৩
আশেকের মর্যাদা ১২৫
বান্দার হকের প্রকারভেদ ১২৬
দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ ১২৮
মৃতদিগকে মন্দ বলিতে নাই ১২৯
খোদার ওলীদের প্রতি সম্মান ১৩০
ছবরের স্বরূপ ও প্রকার ১৩১
পুংমৈথুন ১৩২
পুংমৈথুনের সূচনা ১৩৩
লেওয়াতাত (পুংমৈথুন) শব্দের অপপ্রয়োগ ১৩৪
দৃষ্টি-রোগ ১৩৫

www.BANGLAKITAB.com

বিষয় | পৃষ্ঠা

খোদা পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা ১৩৬
খোদা পর্যন্ত পৌঁছার উপায় ১৩৮
খোদার দড়ি ১৩৯
কাম-প্রবৃত্তির প্রকারভেদ ১৪০
একটি ব্যাপক চরিত্রগুণ ১৪০
কামেল হওয়ার উপায় ১৪২
নফসের আকাঙ্ক্ষা দমন করা ১৪২
সাধারণ ওলী ও বিশেষ ওলীর পার্থক্য ১৪৩
কামেলদের সংসর্গের শর্ত ১৪৪
কামেলদের সংসর্গের প্রতিক্রিয়া ১৪৫
'ছিদক'-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ১৪৫
শরীঅতের পরিভাষা ১৪৬
তাকওয়ার ফযীলত ১৪৭
তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর ১৪৮
একটি রসাত্মক গল্প ১৫০
নস্‌খ (শরীঅতের আদেশ নিষেধ রহিতকরণ)-এর অর্থ ১৫০
ধর্মের প্রতি মনোযোগ দানের আবশ্যকতা ১৫২
ধর্মীয় লাভই প্রকৃত লাভ ১৫২
সন্তানসন্ততির ধর্মীয় প্রতিপালন ১৫৪
দুনিয়া ও আখেরাতের সংশোধন ১৫৪
ধর্মের প্রতি অমনোযোগিতা ১৫৬
রাসূলকে অস্বীকার করার পরিণাম ১৫৭
আমল সংক্ষেপ করার প্রতিক্রিয়া ১৫৮
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর ব্যাখ্যা ১৫৯
উত্তম শিক্ষা ১৬০
শিক্ষা দীক্ষার আদব ১৬১
উত্তম আদর্শের অনুসরণ ১৬২
বিবাহের দৃষ্টান্ত ১৬৪
শোক প্রকাশে হযরত (দঃ)-এর দৃষ্টান্ত ১৬৫
হুযূর (দঃ)-এর দারিদ্র্য ১৬৬
একটি কাহিনী ১৬৭
গরীবের আন্তরিকতা ১৬৯
শ্রদ্ধার প্রতিক্রিয়া ১৭০
ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ১৭২
কোরআনের মর্যাদা ১৭২

www.BANGLAKITAB.com

বিষয় পৃষ্ঠা

কোরআন ও বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র ১৭৪
কোরআন কিরূপে বুঝিতে হইবে ১৭৪
আজকালের রোগ ১৭৫
কোরআনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রকারভেদ ১৭৮
কোরআনের শান্তি শিক্ষা ১৮০
আধ্যাত্মিক রোগ নিরূপণ ১৮২
ধর্ম খুবই সহজ ১৮৩
কোরআনে পরিবর্তন সাধনের অপচেষ্টা ১৮৬
এল্‌ম ও আমলের অভাব ১৮৭
কোরআন হেফ্‌য করার আবশ্যকতা ১৮৯
দুনিয়ার স্বরূপ ১৯১
খেদমতে দ্বীনের গুরুত্ব ১৯৩
ধর্মের খাদেমের খেদমত ১৯৪
খোদা-প্রেমিকগণ অপমাণিত নহেন ১৯৭
কোরআন হেফাযতের দায়িত্ব ১৯৮
এল্‌মে দ্বীনের সহজ লভ্যতা ১৯৯
আরবী শিক্ষার গুরুত্ব ২০০
কোরআনের শব্দের গুরুত্ব ২০১
আখেরাতের ব্যাপার ২০১
কোরআন শিক্ষা দেওয়ার সঠিক সময় ২০৩
অনুমতি লাভের রহস্য ২০৪
মস্তিষ্কের দুর্বলতাজনিত অজুহাত ২০৫

■

www.BANGLAKITAB.com

أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

■

খাঁটি ধর্ম

■

এই ওয়াযের আলোচ্য বিষয় "এখলাছ"। ১৩২৯ হিজরীর ৯ই যিলকদ কানপুর চাটাই মহলে ১২০০ শ্রোতার সম্মুখে তিন ঘন্টাকাল এই ওয়ায করেন।

এখলাছ হইল নিজের কোন স্বার্থ লক্ষ্য না হওয়া এবং শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করা। ইহা লাভ করার উপায় এই যে, কোন কাজ করিবার পূর্বে কাজটি কেন করা হইতেছে, তাহা যাচাই করুন। যদি কোন খারাপ নিয়ত দেখেন, তাহা মন হইতে মুছিয়া ফেলুন এবং খালেছভাবে খোদার জন্য নিয়ত করুন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ۔

اَمَّابَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ

সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের ভ্রান্তি

ইহা সূরায়ে যুমারের একখানি আয়াত। এই সূরার প্রারম্ভেও অপর একখানি আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে এই বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত ছিল। আয়াতখানি এইঃ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ "স্মরণ রাখ, যে এবাদত শির্‌ক হইতে মুক্ত, তাহা আল্লাহ্‌র জন্যই উপযুক্ত।" ইহাতে একটি জরুরী বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে, যাহা কোন অবস্থাতেই উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, প্রথমতঃ, ইহা পালন করিতে আল্লাহ্ কর্তৃক আদেশ দান ইহা জরুরী হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম দুই প্রকার। এক প্রকার কর্ম যাহা অধিকাংশ লোকই উহার গুরুত্ব দান করে। দ্বিতীয় প্রকার ঐসব

www.BANGLAKITAB.com

কর্ম যাহার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহা গুরুত্ব দানের উপযোগী। উদ্ধৃত আয়াতে এই প্রকার কর্মই বর্ণিত হইয়াছে, যাহা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি সাধারণতঃ ইহাকে লোকে খুব কম গুরুত্ব দেয়, কিংবা একেবারেই দেয় না। তাছাড়া বিষয়টি ধর্মের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত, কোন একটির সঙ্গে নির্দিষ্ট নহে। এই দিক দিয়া দেখিলেও বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আয়াতের অনুবাদ হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

"হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনি বলিয়া দিন, ধর্মকে আল্লাহ্‌র জন্য খাঁটি রাখিয়া এবাদত করিতেই আমি আদিষ্ট হইয়াছি।"

এই অনুবাদ হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, আয়াতের আলোচ্য বিষয় "এখলাছ"। এখলাছ অর্থ খালেছ (খাঁটি) করা। এই শব্দটি নূতন নহে। বহুবার শুনাশুনি হইয়াছে। তবে সাধারণ লোক ভুলবশতঃ ইহার অর্থ প্রেম বা মহব্বত মনে করিয়া লইয়াছে।

এই কারণেই কোন কোন এলাকায় বিবাহের সময় কন্যার কপালে "কুলহুয়াল্লাহ্" লিখিয়া দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। "কুলহুয়াল্লাহ্" সূরার আলোচ্য বিষয় এখলাছ। সুতরাং কন্যার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া ইহা কন্যার কপালে লিখা হয় যে, ইহাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহব্বত ও এখলাছ বহাল থাকিবে। সুতরাং তাহারা এখলাছের অর্থ মহব্বত মনে করিয়াছে। নতুবা তাহারা কোন মহব্বতের আয়াতই লিখিত। অথচ প্রথমতঃ, এই অর্থটি নিরেট ভুল। দ্বিতীয়তঃ, তাবীয লিখা আসলে পাঠ করার স্থলাভিষিক্ত। (কেহ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলেই তাহাকে তাবীয লিখিয়া দেওয়া হয়।) সুতরাং ইহা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়; কিন্তু সাধারণতঃ তাবীযকেই বেশী কার্যকরী মনে করা হয়। আয়াত পাঠ করাকে তেমন উপকারী মনে করা হয় না।

হাদীস শরীফে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের একটি অভ্যাস হইতে তাবীযের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। "হিছনে হাছীন" কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) আপন সন্তানদিগকে أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ "আমি আল্লাহ্‌র উক্তিসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করি" বাক্যটি পড়াইতেন। যাহারা অবুঝ ও পড়িতে অক্ষম ছিল, তাহাদিগকে বরকত পৌঁছাইবার জন্য তিনি এই দো'আ লিখিয়া গলায় পরাইয়া দিতেন। এই হাদীসই তাবীয প্রথার মূল, ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পাঠ করানোই ছিল আসল উদ্দেশ্য। তবে যাহারা পাঠ করিতে পারিত না, তাহাদেরকে বরকত পৌঁছাইবার জন্য তাবীয ব্যবহার করানো হইত। সুতরাং তাবীয ধারণ করা দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। কিন্তু আজকাল প্রকৃত তত্ত্ব না জানার কারণে ব্যাপার উল্টা হইয়া গিয়াছে। পাঠ করা অপেক্ষা তাবীয ধারণ করাকেই এখন বেশী ক্রিয়াশীল মনে করা হয়। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, যেহেতু এযুগে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ, এই জন্য আমাদের বুযুর্গগণ তাবীযের তরীকা অবলম্বন করিয়াছেন। তাছাড়া, পাঠ করা নিঃসন্দেহে কষ্টকর। অথচ মানবীয় প্রবৃত্তি সকল কাজেই সহজ পথ আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পায়। তাবীযের বেলায়ও ইহাই হইয়াছে। যাহা হউক, আল্লাহ্‌র নামসমূহের বরকত নিশ্চয়ই আছে, তবে সম্পর্ক থাকা চাই। বিবাহের সহিত "সূরা-কুলহুয়াল্লাহ্"-এর কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং সম্পর্কযুক্ত অন্য কোন আয়াত পাঠ করা উচিত। আর লিখিতে হইলেও সম্পর্কযুক্ত আয়াত লিখা উচিত। কন্যার কপালে "মাহ্‌রাম" (যাহার সহিত চিরতরে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষেধ) ব্যক্তি দ্বারা লিখানোও একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। অথচ মাহ্‌রাম নহে, সাধারণতঃ এমন ব্যক্তিই লিখিয়া থাকে। ইহা কিছুতেই জায়েয নহে। এই ত্রুটি

www.BANGLAKITAB.com

সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখলাছ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া তাবীযের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করা হইল।

মোটকথা, সাধারণ লোকদের মধ্যে কোন কোন শব্দের ভুল অর্থ প্রচলিত আছে। বলিতে কি, বিশিষ্ট লোকগণও কোন কোন শব্দের ভুল অর্থ করিয়া থাকেন। যেমন, উত্তম চরিত্রের অর্থ তাহাদের মধ্যে ভুল প্রচলিত আছে। মিযাজে নম্রতা থাকা ও রাগ না থাকাই তাহাদের মতে উত্তম চরিত্র। অথচ প্রকৃতপক্ষে ইহা উত্তম চরিত্র নহে; বরং ইহা উত্তম চরিত্রের একটি বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। চরিত্র বলিতে একটি আধ্যাত্মিক শক্তি বুঝায়। অর্থাৎ, সদগুণাবলী অভ্যাসগত চরিত্রে পরিণত হইলে চরিত্রবান বলা যায়।

দৃষ্টান্ত ঃ, নিজকে অন্য সকল অপেক্ষা মনে প্রাণে ছোট মনে করাকে বিনয় বলা হয়। বাহ্যতঃ কাহারও সহিত নম্র ব্যবহার করিলেই তাহাকে বিনয় বলা যাইবে না; বরং ইহা বিনয়ের একটি লক্ষণ মাত্র। ইহা স্থানবিশেষে প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। কোরআন মজীদেও নম্র ব্যবহারের প্রশংসা করা হইয়াছে ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

"আল্লাহ্ তা'আলার বিশিষ্ট বান্দাদের খাছ গুণ হইল জমিনে নম্রতার সহিত চলা।"

এই আয়াতে বিনয়ের একটি লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। কেননা, আসল স্বরূপ দ্বারা কোন জিনিসের পরিচয় বা সংজ্ঞা ব্যক্ত করা হয়, আর কখনও উহার লক্ষণ দ্বারা। সুতরাং নম্রতা-সহকারে চলাফেরা করা বিনয়ের একটি লক্ষণ মাত্র।

হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় দাড়িতে অঙ্গুলি বুলাইতেছিল। অনেকেরই এই রকম অভ্যাস দেখা যায়। তাহারা নামাযের মধ্যেই কাপড় কিংবা চুল লইয়া খেলা করে। এই ব্যক্তিকে দেখিয়া হুযূর (দঃ) বলিলেন ঃ "তাহার অন্তরে খুশু (একাগ্রতা) থাকিলে সে দাড়ি লইয়া খেলা করিত না।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, খুশু একটি আধ্যাত্মিক শক্তি এবং নামাযে খেলা-ধুলা না করা ইহার একটি লক্ষণ মাত্র।

নম্রতাকে তাওয়াযু' বা বিনয় মনে করিয়া লওয়ার ফলে দুইটি ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহার ফলে প্রকৃত চরিত্রের শিক্ষাগ্রহণকে অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া থাকে। কেননা, চরিত্রের অর্থ পরিবর্তন করিয়া মানুষ নিজকে চরিত্রবান মনে করে এবং ইহার উপরই ইতি দেয়। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, অন্তরে নিজকে অনেক বড় মনে করে আর মুখে প্রকাশ করে যে, সে কিছুই নহে। বাস্তবপক্ষেও তাহার অন্তরে নম্রতার কিছুই নাই।

ইহার পরীক্ষা এই যে, যখন কেহ বিনয়ের ভান করিয়া বলিতে থাকে যে, সে কিছুই নহে, তখন আপনি সাহস করিয়া এই কথা বলিয়া দিন ঃ ঠিকই বলিয়াছেন, আমি এত দিন মারাত্মক ভুলে পতিত ছিলাম। আজ জানিতে পারিলাম যে, আপনি একটা অপদার্থ বৈ কিছুই নহেন। এরপর লক্ষ্য করুন, লোকটি তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিবে। ভাইসব, জিজ্ঞাসা করি, লোকটি যদি প্রকৃতই নিজকে ছোট জ্ঞান করিত, তবে সে রাগান্বিত হয় কেন? বুঝা গেল, সে কখনই নিজকে ছোট মনে করে না। তবে এই ধরনের কথা বলার কারণ এই যে, সাধারণ লোক এই ধরনের উক্তিকে প্রশংসার চোখে দেখিয়া থাকে। এইভাবে অধিক পরিমাণে শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়ানো যায়। সুতরাং অধিক প্রশংসার লোভে নফ্স এই তরীকা আবিষ্কার করিয়াছে। সত্য বলিতে কি,

www.BANGLAKITAB.com

এই ধরনের বিনয় অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত। উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বারাই প্রকৃত বিনয়ী ও মেকী-বিনয়ীর পার্থক্য ধরা পড়িয়া যায়।

দ্বিতীয় ভ্রান্তি এই যে, নম্রতাকে বিনয় মনে করার পর কঠোরতাকে চরিত্রহীনতা মনে করা স্বাভাবিক। খোদাপ্রেমিকগণ মাঝে মাঝে আপন ভক্তদের প্রতি কঠোরতা করিয়া থাকেন। ইহাতে অন্যেরা তাঁহাদেরকে চরিত্রহীন বলিয়া দোষারোপ করে। ভাইগণ, চরিত্রের অর্থ পরিবর্তন করার ফলেই ইছ্‌লাহ্ বা দোষ সংশোধনের নাম হইয়া গিয়াছে চরিত্রহীনতা। প্রকৃতপক্ষে কঠোরতার স্থলে নম্রতা প্রদর্শন করাই অভদ্রতা বা অসৎ ব্যবহার।

বন্ধুগণ! যদি কোন অবুঝ ছেলে বিষ কিংবা আফিম মুখে দেয় এবং দেখা যায় যে, এখনই গিলিয়া ফেলিবে, এমতাবস্থায় কোন্‌টি উত্তম চরিত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে? তাহার মনঃকষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিশ্চুপ থাকা, না তাহার মুখে হাত ঢুকাইয়া উহা বাহির করিয়া লওয়া? প্রকৃতপক্ষে ছেলেটিকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা না করাই হইবে চরিত্রহীনতা এবং রক্ষা করা একটি মহৎ চরিত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। অথবা মনে করুন, কোন অন্ধ পথ চলিতেছে। তাহার সম্মুখে কূয়া। মুখে বলিলে সে থামিতে পারিবে না। এমতাবস্থায় পূর্ণ গাম্ভীর্যের সহিত তাহাকে বলা, হাফেয সাহেব! আপনার সম্মুখে কূয়া সাবধানে চলুন; কিংবা হাত ধরিয়া হেঁচকা টান দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম চরিত্র?

اگر بینم که نابینا و چاه است — اگر خاموش بنشینم گناه است

(আগার বীনাম কে নাবীনা ও চাহ্ আস্ত + আগার খামুশ বনাশীনাম গোনাহ্ আস্ত)

"যদি কোথাও অন্ধকে যাইতে দেখা যায় এবং তাহার সম্মুখে কূয়া থাকে, তবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা গুরুতর অন্যায়।"

একটি প্রসিদ্ধ গল্প শুনুন। জনৈক ক্বারী সাহেব কণ্ঠস্বরকে খুব ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কেরাআত পড়িতেন। তিনি কেরাআত সহকারে কথাবার্তা বলার জন্য আপন শিষ্যদিগকে আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন। এক দিন ক্বারী সাহেব হুক্কা পানে রত আছেন, এমন সময় একটি স্ফুলিঙ্গ উড়িয়া তাঁহার পাগড়ীতে পড়ে। ইহা দেখিয়া জনৈক শিষ্য অনেকক্ষণ কেরাআত করিয়া ক্বারী সাহেবকে বুঝাইল যে, তাঁহার পাগড়ীতে একটি স্ফুলিঙ্গ পড়িয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্বারী সাহেবের পাগড়ী যথেষ্ট পরিমাণে পুড়িয়া যায়। জিজ্ঞাসা করি, ইহাও কি কেরাআত করার উপযুক্ত স্থান ছিল? শিষ্যটি অস্থানে কেরাআত করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছে।

তেমনি অস্থানে নম্রতা দেখাইলেও তাহা নিন্দনীয় হইবে, চরিত্র বলিয়া গণ্য হইবে না। বুঝা গেল যে, বুযুর্গগণ যে কঠোরতা দেখান, উহাকে কঠোরতা বলা অন্যায়। তাঁহারা শুধু শিষ্যবর্গের প্রতিই কঠোরতা করেন এবং ইহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা বৈ কিছুই থাকে না।

মুসলমানের পদমর্যাদা ঃ এক্ষণে রাসূলে খোদা (দঃ)-এর দুইটি ঘটনা বর্ণনা করিব। তন্মধ্যে একটি নম্রতা সম্বন্ধে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যে স্থানে নম্রতা প্রদর্শন করা দরকার, সে স্থানে হুযূর (দঃ)-এর ন্যায় নম্রতা কেহ প্রদর্শন করিতে পারিবে না। অপরটি কঠোরতা সম্বন্ধে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি কঠোরতার স্থানে কি পরিমাণ কঠোরতা করিয়াছেন?

একবার জনৈক গেঁয়ে ব্যক্তি হুযূর (দঃ)-এর উপস্থিতিতেই মসজিদে নববীতে প্রস্রাব করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ছাহাবাগণ লোকটির প্রতি চটিয়া তাহাকে ধমকাইতে চাহিলেন। হুযূর (দঃ)

www.BANGLAKITAB.com

বলিলেনঃ "তাহার প্রস্রাব বন্ধ করিও না, সে নির্বিঘ্নে প্রস্রাব সমাপ্ত করুক।" সোবহানাল্লাহ্! কি বিজ্ঞজনোচিত উক্তি। লোকটিকে ধমকাইলে সে হয় প্রস্রাব বন্ধ করিয়া দিত, না হয় প্রস্রাব করিতে করিতে দৌড়াইয়া পালাইত। প্রথমাবস্থায় তাহার ভীষণ কষ্ট হইত। দ্বিতীয়াবস্থায় মসজিদ আরও বেশী অপবিত্র হইত। লোকটি নির্বিঘ্নে প্রস্রাব শেষ করিলে তিনি তথায় এক বাল্‌তি পানি ঢালিয়া দিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর গেঁয়ে লোকটিকে নিকটে ডাকিয়া অত্যন্ত নম্রস্বরে বলিলেনঃ "ভাই মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। ইহা এবাদত করার স্থান ইহাকে অপবিত্র করা সমীচীন নহে।"

এই হাদীস হইতে ইহাও বুঝা উচিত যে, খোদা ও রাসূলের নিকট মুসলমানের মর্যাদা মসজিদ হইতে অনেক বেশী। রাসূলে খোদা (দঃ) মসজিদ অপেক্ষা গেঁয়ে মুসলমানটির প্রতিই বেশী লক্ষ্য দিয়াছেন। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, একবার তিনি পবিত্র কা'বা ঘরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেনঃ "হে ঘর! তুমি অসাধারণ সম্মানের পাত্র; কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট মু'মিন ব্যক্তি তোমা অপেক্ষাও বেশী সম্মানিত।" তাই কবি বলিয়াছেনঃ

دل بدست آور که حج اکبر است ــ از هزاراں کعبه یك دل بهتر است

(দিল বদস্ত আওয়ার কেহ্ হজ্জে আক্‌বর আস্ত + আয হাযারাঁ কা'বা এক দিল বেহ্‌তর আস্ত)

"কাহারও অন্তর তুষ্ট করা অতি বড় হজ্জ। হাজার হাজার কা'বা অপেক্ষা একটি অন্তর বহু গুণে শ্রেষ্ঠ।"

অনেকেই এই কবিতাংশের ভুল অর্থ বুঝিয়া লইয়াছে। তাহারা বন্ধু-বান্ধবের পীড়াপীড়িতে নাচ-গানেও চলিয়া যায়, আর বলে যেঃ

دل بدست آور که حج اکبر است "একজন মুসলমানকে সন্তুষ্ট করা হজ্জ হইতেও উত্তম।"

সুতরাং নাচে গেলে যদি বন্ধুর মন সন্তুষ্ট হয়, তবে ইহাও পুণ্য কাজ হইবে। অন্য এক ব্যক্তি ইহার চমৎকার উত্তর দিয়াছে যে, কবিতায় অন্যের অন্তর বুঝান হয় নাই; বরং নিজ অন্তর সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, আপন অন্তরকে নিয়ন্ত্রিত কর এবং ইহাকে খোদার আদেশ-নিষেধের অনুগত বানাও। ইহাকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম উত্তর বলা চলে, যদিও ইহা কবির আসল উদ্দেশ্যের অনুকূলে নহে। কবি অন্যের অন্তরই বুঝাইয়াছেন। তবে শরীঅতবিরুদ্ধ কাজে অন্যের মনস্তুষ্টি করা কিছুতেই জায়েয নহে। কবি এই কবিতায় উপরোক্ত হাদীসেরই অনুবাদ করিয়াছেন। মু'মিন ব্যক্তি কা'বা হইতে উত্তম হওয়ার অন্যতম কারণ এই যেঃ

دل گزر گاه جلیل اکبر است

"অন্তর মহিমান্বিত খোদার বিচরণ ক্ষেত্র।"

ঈমানদার ব্যক্তি যখন কা'বা হইতে উত্তম, তখন অন্যান্য মসজিদ হইতে সে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। প্রস্রাব আটকাইয়া দিলে ঐ ব্যক্তি দারুণ পীড়া ও কষ্ট অনুভব করিত। এই কারণে হুযূর (দঃ) মসজিদের অপবিত্রতার মোটেই পরওয়া করেন নাই।

আজকাল মু'মিন ব্যক্তিকে সর্বত্র লাঞ্ছিত করা হয়। দুঃখের বিষয়, একদল নব্যশিক্ষিত লোক গরীব মুসলমানদিগকে যেরূপ ঘৃণার চোখে দেখে, বিধর্মীরাও সেরূপ দেখে না। আমাদের সমাজে যাহারা অবস্থাপন্ন, তাহারা অন্যকে অসভ্য, অভদ্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

অন্যকে চতুষ্পদ জন্তু হইতেও অধম মনে করিয়া তাহারা মুসলমান বলিয়া দাবী করে এবং নিজদিগকে জাতির হিতাকাঙক্ষী ভাবিয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে এই কথাই বলিতে হয়ঃ

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"আপনি বলিয়া দিন, তোমাদের ঈমান যাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে, তাহা অত্যন্ত মন্দ।"

هرکس از دست غیـر ناله کند ـ سعدی ز دست خویشتن فریاد

(হরকস আয দস্তে গায়র নালা কুনাদ + সা'দী যে দস্তে খেশতান ফরিয়াদ)

"প্রত্যেকেই অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে; কিন্তু সা'দীর অভিযোগ আপন লোকের বিরুদ্ধেই।"

মুসলমানদের পরস্পর একতাবদ্ধ হইয়া থাকা উচিত। কেহ কাহারও গীবত করিলে তাহাকে বাধা দেওয়া কর্তব্য। সে ইহাতে বিরত না হইলে নিজেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয়। তদ্রূপ প্রত্যেকেরই উচিত নিজকে অপর সকল হইতে ছোট মনে করা। ইহাতে মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ হ্রাস পাইবে। কেননা, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। ইহা হইতেই গীবতের উৎপত্তি হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য নেক দো'আ করা। মোটকথা, কোন মুসলমান গোনাহে লিপ্ত থাকিলেও তাহার সহিত অসুস্থ ভাইয়ের ন্যায় ব্যবহার করুন। মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا

"হে খোদার বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হইয়া যাও।"

মোটকথা, একটি তো হইল উক্ত গ্রাম্য লোকটির প্রতি হুযূর (দঃ)-এর ব্যবহার, যাহা আপনারা শ্রবণ করিলেন।

পরিচিত ও অপরিচিতের সহিত ব্যবহারঃ দ্বিতীয় ঘটনাটি এইরূপঃ একবার হুযূর (দঃ) মসজিদে আগমন করিয়া মসজিদের প্রাচীরে থুথু দেখিতে পাইলেন। ইহাতে ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি কাঠির সাহায্যে প্রাচীরগাত্র হইতে থুথু ঘষিয়া ফেলিলেন। জনৈক ছাহাবী সুগন্ধি আনিয়া ঐ স্থানে লাগাইয়া দিলেন। এখন লক্ষ্য করুন, যিনি মসজিদে প্রস্রাবকারীকে কিছুই বলিলেন না, এখানে শুধু মসজিদের প্রাচীরে থুথু ফেলার কারণে তাঁহারই চেহারা ক্রোধে লাল হইয়া গেল। পার্থক্য এই যে, প্রস্রাবকারী ব্যক্তি ছিল গেঁয়ে, আর এই থুথু নিক্ষেপকারী ছিল তাঁহার একান্ত পরিচিত ও তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত। সুতরাং বুঝা গেল যে, পরিচিত ও অপরিচিতের সহিত ভিন্নরূপ ব্যবহার করিতে হয়। প্রত্যেক কঠোরতাই অভদ্রতার মধ্যে গণ্য হইলে হুযূর (দঃ) কখনও কঠোরতা করিতেন না। কেননা, তাঁহার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ "নিঃসন্দেহ, আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"

আরও শুনুনঃ একবার জনৈক ছাহাবী হারানোপ্রাপ্তি সম্পর্কে হুযূর (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেন, "যদি জঙ্গলে কোন ছাগল পাওয়া যায়, তবে হেফাযতের জন্য উহা আপন বাড়ীতে লইয়া আসা উচিত কিনা?" তিনি বলিলেনঃ "হাঁ, লইয়া আসা উচিত। নতুবা হিংস্র জন্তু উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে।" অতঃপর অপর একজন ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "উট পাওয়া গেলেও কি এইরূপ

www.BANGLAKITAB.com

করিতে হইবে?” এই প্রশ্ন শুনা মাত্রই ক্রোধে হুযূরের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেনঃ “উটের হেফাযতের প্রয়োজন কি? সে নিজেই হিংস্র জন্তুদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। গাছের পাতা খাইতে খাইতে সে নির্বিঘ্নে মালিকের নিকট পৌঁছিয়া যাইবে।”

যেহেতু ছাহাবীর এই প্রশ্নের মধ্যে লোভের মনোবৃত্তি পরিস্ফুট ছিল, তাই, হুযূর (দঃ) রাগান্বিত হইলেন। এর পরও কি যে কোন কঠোরতা ও যে কোন রাগকেই অসদাচরণ বলা হইবে? আজকাল আলেমদের প্রতি দোষারোপ করা হয় যে, তাহারা সামান্য ব্যাপারেই রাগান্বিত হইয়া যায়। তাহাদের আচরণ ভাল নহে। উপরোক্ত ঘটনাবলী দ্বারা খোদার ফযলে এই দোষারোপের অসারতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় জানা গেল। কোন কোন ছাত্র উস্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি বড়ই কঠোর প্রকৃতির লোক। হাদীসের উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, অসমীচীন ব্যাপারে কঠোর হওয়াও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। সত্য বলিতে কি, অনেক ছাত্র নানা আবল-তাবল প্রসঙ্গ তুলিয়া উস্তাদকে বিরক্ত করিতে প্রয়াস পায়। ইহা খুবই ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ ও বেআদবী। উস্তাদ ভুল করিলেও তখন চুপ থাকা উচিত। সময়ান্তরে বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাহা উস্তাদকে বলিয়া দেওয়া যায়। নিজে ভুল করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ মানিয়া লইয়া সংশোধিত হওয়া চাই। আজকাল ছাত্ররা এমনসব কাজ করিয়া বসে, যাহাতে রাগ না আসিয়া পারে না। বলাবাহুল্য, সত্যিকার ছাত্রের সংখ্যাই কমিয়া গিয়াছে। কোন কোন ছাত্র উস্তাদের তক্‌রীর (পাঠদান) মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে না। অথবা উদ্দেশ্য না বুঝিয়া উস্তাদের সহিত তর্কে অবতীর্ণ হইয়া যায়। এমতাবস্থায় উস্তাদ রাগান্বিত না হইয়া কি করিবেন?

লক্ষ্ণৌয়ের একটি ঘটনা বলিতেছি, সেখানকার এক মাদ্রাসায় জনৈক উস্তাদ ‘ছদরা’ কিতাব পড়াইতেন। কিতাবের এক জায়গায় ছাপার ভুল সন্দেহে সকল ছাত্রের কিতাব দেখা হইল। জনৈক ছাত্রকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তাহার কিতাবে কি লিখিত আছে? তখন সে কিতাবে খোঁজাখুজি করিতে লাগিল। উস্তাদ রাগান্বিত হইলে সে কাচুমাচু করিয়া বলিলঃ “স্থানটি এইমাত্র হারাইয়া ফেলিয়াছি এখনই বলিতেছি।” দেরী হওয়ায় অতঃপর উস্তাদ কিতাবটি তাহার নিকট হইতে লইয়া নিজেই দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু হায়! কিতাবটি ছদরা ছিল না; বরং উহা ছিল “শাম্‌ছে বাযেগা”। উস্তাদ জিজ্ঞাসা করিলেনঃ “তুমি কি রোজই এই কিতাব পড়?” ছাত্র বলিলঃ “জী হাঁ।” দেখুন, ছাত্রপ্রবর জানিতেনই না যে, তিনি প্রত্যহ কি কিতাবের স্থলে কি কিতাব লইয়া পড়িতে আসেন? জিজ্ঞাসা করি, এই উদাসীনতার নযীর আছে কি?

তদ্রূপ জনৈক ছাত্র বলিতঃ “যাহারা লেখাপড়া শেষ করিয়া ফেলে, তাহারা নিতান্তই বোকা। কেননা, এর পর মাদ্রাসার তরফ হইতে তাহাদের খোরাক বন্ধ হইয়া যায়। আমাকে দেখ, আমি কয়েক বৎসর যাবৎ কেবল ‘নূরুল আনোয়ারই’ পড়িতেছি, ভবিষ্যতেও ইহাই পড়িবার ইচ্ছা রাখি।”

দেওবন্দ মাদ্রাসায় জনৈক বৃদ্ধ ছাত্র ছিল। লেখাপড়ার মধ্যেই তাহার সারাটি জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়। দেওবন্দে আসার পর সে সব ক্লাসেই শরীক হইত। একবার এই ছাত্রটিই উস্তাদের তকরীরে প্রশ্ন করিয়া বসিলঃ “ইহাতে একটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।” উস্তাদ বলিলেনঃ “প্রমাণ”? ইহা শুনিয়া ছাত্রপ্রবর বলিলঃ “সোবহানাল্লাহ্! দাবীও আমি করিব, প্রমাণও আমি দিব?

www.BANGLAKITAB.com

আমি দাবী উত্থাপন করিলাম। এখন প্রমাণ আপনি দিন।” জিজ্ঞাসা করি, এমন উদ্ভট প্রশ্নেরও কোন জওয়াব আছে কি ? এমতাবস্থায় উস্তাদ যদি কঠোরতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে দোষ কি ?

দেখুন, রাসূলে খোদা (দঃ)-এর ন্যায় সদাচারী আর কে ? তিনিই যখন কোন কোন ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন বুযুর্গদিগকে তজ্জন্য অসদাচারী মনে করা খুবই অন্যায়। কোন কোন বুযুর্গ সামান্য বিষয় হইতেই বিরাট তত্ত্বপূর্ণ কথা বাহির করিয়া লইতেন ও তদনুযায়ী আমল করিতেন।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা শুনুনঃ তাঁহার নিকট কেহ মুরীদ হইতে আসিলে তিনি তাহার খাওয়ার জন্য পরিমাণের চেয়ে বেশী খাবার পাঠাইতেন। আহারের পর অতিরিক্ত খাবার ফেরত আসিলে তিনি রুটি এবং তরকারির মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিতেন। যদি দেখা যাইত যে, লোকটি যে পরিমাণ তরকারি দ্বারা যে পরিমাণ রুটি খাওয়া স্বাভাবিক, সেই পরিমাণই খাইয়াছে, তবে তাহাকে মুরীদ করিয়া লইতেন। অন্যথায় অস্বীকৃতি জানাইয়া দিতেন। বাহ্যতঃ মনে হয় যে, তিনি সামান্য ব্যাপারের জন্য এতটুকু কঠোরতা প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ইহা দ্বারা লোকটির শৃঙ্খলাবোধ জানিতে প্রয়াস পাইতেন। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকে তিনি কখনও মুরীদ করিতেন না। কারণ, শৃঙ্খলা ব্যতীত কোন কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। বাস্তবিকই যাহার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব তাহার দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন হয় না, শুরু করিয়া কিছু দিন পরে আবার ছাড়িয়া দেয়।

কাফেরদের সহিত সাদৃশ্যের দৃষ্টান্তঃ কোন কোন ব্যাপার বাহ্যতঃ সামান্য মনে হইলেও উহার অন্তর্নিহিত রহস্য খুবই বৃহৎ হইয়া থাকে। সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে সক্ষম হয় না। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে তাহারা মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়া পড়ে। তাহারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামান্য মনে করিয়া নির্ভয়ে উহা লঙ্ঘন করিতে থাকে আর মুখে বলে, খোদার শান বহু ঊর্ধ্বে। তিনি সামান্য সামান্য বিষয়ে শাস্তি প্রদান করেন না। জানা দরকার যে, ইহা মারাত্মক ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে বিষয়কে আপনি সামান্য মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা খুবই বিরাট হইতে পারে।

বন্ধুগণ! প্রথমতঃ, বান্দার উপর খোদার হক অপরিসীম। এই হিসাবে তাহার যে কোন বিরুদ্ধাচরণ নগণ্য নহে। ইহাতে যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, তবে কি ছগীরা গোনাহের জন্যও শাস্তি হইবে ? তাহা হইলে ছগীরা ও কবীরা গোনাহে পার্থক্য কোথায় ? উত্তর এই যে, আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জমাআত এই বিষয়টি যথার্থ বুঝিয়াছেন। তাহাদের মতে ছগীরা গোনাহের জন্যও শাস্তি হইতে পারে। অপরাপর বড় গোনাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছগীরাকে ছগীরা গোনাহ্ বলা হয়। নতুবা বাস্তবপক্ষে কোন গোনাহ্ই ক্ষুদ্র নহে। সুতরাং ছগীরা ও কবীরা গোনাহের পারস্পরিক পার্থক্য একটি লক্ষণীয় বিষয়। প্রকৃতপক্ষে খোদার মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রত্যেক গোনাহ্ই কবীরা। দ্বিতীয়তঃ, ইহা উপেক্ষা করিলেও কোন কোন গোনাহ্ বাহ্যতঃ হাল্‌কা মনে হয়, কিন্তু উহার স্বরূপ অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া থাকে।

জনৈক বুযুর্গের একটি ঘটনা শুনুনঃ একদা তিনি হিন্দুদের হোলী উৎসবের দিন পথ দিয়া যাইতেছিলেন। হিন্দুরা পরস্পরের রং মাখামাখিতে লিপ্ত ছিল। বাজারের সমস্ত জিনিসপত্র রঙ্গীন দেখা যাইতেছিল। তিনি একটি গাধার শরীরে মোটেই রং না দেখিয়া সহাস্যে বলিলেনঃ “তোকে কেউ রং দিল না ? আয়, আমিই তোকে রং দিয়া দেই।” এই বলিয়া তিনি গাধার গায়ে পানের পিক নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার এন্তেকালের পর জনৈক ব্যক্তি কাশ্‌ফ (অন্তর্দৃষ্টি) দ্বারা

www.BANGLAKITAB.com

জানিলেন যে, উক্ত বুযুর্গ ব্যক্তিকে হোলী উৎসব পালনকারী হিন্দুদের সহিত অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কেননা, তিনি গাধার গায়ে পানের পিক নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের কাজে শরীক হইয়া গিয়াছিলেন।

ভাইগণ, পানের পিক নিক্ষেপ করা সামান্য ব্যাপার নহে। কেননা, ইহাতে কাফেরদের সহিত সাদৃশ্য প্রকাশ পায়। ইহা অত্যন্ত মারাত্মক গোনাহ্। সুতরাং গোনাহ্কে ছোট মনে করার পর উহার শাস্তির কথা শুনিলে অনেকে খোদার প্রতি কুধারণা পোষণ করিতে থাকে। তাহারা বলে, খোদার বড় ক্রোধ। তিনি সামান্য ব্যাপারেই ক্রোধান্বিত হইয়া যান। (খোদা মাফ করুন) সদাচরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও মানুষ এই ধরনের ভ্রমে লিপ্ত আছে। ইহাতে বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকগণও জড়িত আছেন।

এখলাছের গুরুত্ব ঃ অতএব, বুঝা উচিত এখলাছের অর্থ মহব্বত বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, ইহা শুদ্ধ নহে। এই কারণে আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে, "এখলাছ" শব্দটি সকলেই বহু বার শুনিয়াছে; কিন্তু নিজের মধ্যে ইহা সৃষ্টি করার প্রতি অনেকেই চিন্তা করে না। কেহ কেহ ইহার অর্থই ভুল বুঝিয়াছে। যাহারা সঠিক অর্থ বুঝিয়াছে, তাহারাও ইহা অর্জন করা জরুরী মনে করে নাই। আমরা কখনও নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখি না যে, আমাদের মধ্যে কি বিষয়ের ত্রুটি আছে। ইহাই আমার অভিযোগ। এই কারণেই অদ্য আমি এই আয়াতটি অবলম্বন করিয়াই কিছু বলিতে চাই, যাহাতে সকলেই শুনিতে ও বুঝিতে পারে যে, এখলাছের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং ইহা না হইলে ধর্মকর্মে কি কি ত্রুটি হইতে পারে। প্রথমে কোরআন ও তৎপর বিভিন্ন উদাহরণ দ্বারা আমি আমার বক্তব্য সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব।

এখলাছের গুরুত্ব কোরআন দ্বারা এইভাবে বুঝা যায় যে, এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম قُلْ বলিয়াছেন। ইহাতে হুযূরকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, 'আপনি এ কথা বলিয়া দিন'। যদি قُلْ না-ও বলিতেন, তবুও নিশ্চিতভাবে হুযূর (দঃ) তাহা উম্মতকে বলিতেন। কেননা, তিনি যে ক্ষেত্রে অন্যান্য আদেশ-নিষেধ উম্মতকে জানাইয়াছেন, সে ক্ষেত্রে ইহাও জানাইতেন। সুতরাং قُلْ শব্দ ব্যবহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, اِنِّىْ اُمِرْتُ "নিশ্চয়ই আমি আদিষ্ট হইয়াছি" বলা হইয়াছে। اِنِّىْ শব্দে দ্বিতীয় দফা তাকীদ করা হইয়াছে। এর পর اُمِرْتُ দ্বারা তৃতীয় দফা তাকীদ করা হইয়াছে। কারণ, আল্লাহ্র নিকট হযরত (দঃ) হইতে অধিক প্রিয় আর কেহ নাই। সুতরাং তাঁহার আদেশ-নিষেধ শিথিলযোগ্য হইলে তিনিই ইহার বেশী হকদার হইতেন। ফলে কতক আহ্কাম অন্যের প্রতি ওয়াজিব হইলেও হুযূর (দঃ)-এর প্রতি তাহা ওয়াজিব হইত না। অপর একটি আয়াতে তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশও করা হইয়াছে।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَاَخَّرَ "যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অতীত ও অনাগত গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দেন।" কিন্তু এ ক্ষেত্রে انى امرت "নিশ্চয়ই আমি আদিষ্ট হইয়াছি" বলায় এইরূপ বুঝার কোন কারণ নাই যে, এই বিষয়ে একমাত্র তাঁহাকেই আদেশ করা হইয়াছে, অন্যের উপর ইহা ওয়াজিব নহে। যদি নির্দিষ্টভাবে হুযূর (দঃ)-কে আদেশ দেওয়ার কোন প্রমাণ থাকে, তবে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এখানে এরূপ বৈশিষ্ট্যের কোন দলীল নাই। অতএব, হুযূর (দঃ)-এর ন্যায় সর্বগুণে গুণান্বিত মহাপুরুষকে যখন সম্বোধন করা হইয়াছে যে, "বলিয়া দিন, আমাকে ইহার আদেশ দেওয়া হইয়াছে" তখন ইহা অন্যের উপরও যে ফরয, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না।

www.BANGLAKITAB.com

উপরোক্ত আয়াতে আরও একটি তাকীদ আছে। তাহা এই যেঃ

اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ

"আমাকে এখলাছবিশিষ্ট এবাদত করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে" বলা হইয়াছে। অতএব, এবাদত নিজেই একটি অভীষ্ট কার্য। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, এখলাছ না হওয়া পর্যন্ত এবাদত গ্রহণযোগ্য হইবে না। কারণ, اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ বলার পর مُخْلِصًا বলায় বুঝা যায় যে, যেকোন এবাদতের আদেশ দেওয়া হয় নাই; বরং এখলাছসহ এবাদতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই কারণেই اُمِرْتُ اَنْ اَخْلُصَ "আমাকে এখলাছের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে" বলা হয় নাই। এরূপ বলিলে এখলাছের গুরুত্ব বুঝা যাইত না। কিন্তু এবাদতের সহিত এখলাছের উল্লেখ করায় বুঝা যায় যে, এখলাছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমন কি ইহা না হইলে এবাদতের ন্যায় অভীষ্ট কার্যও পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়।

এই আয়াত হইতে যেরূপ এখলাছের গুরুত্ব বুঝা যায় যে, ইহা ব্যতীত এবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না, তদ্রূপ ইহাও বুঝা যায় যে, এখলাছের জন্য এবাদতও অত্যন্ত জরুরী। কেননা, আয়াতে اُمِرْتُ اَنْ اَخْلُصَ "আমাকে এখলাছের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে" বলিয়া শুধু এখলাছের আদেশ দেওয়া হয় নাই; বরং এবাদত ও এখলাছ উভয়টি সম্বন্ধেই আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এবাদতকে জরুরী মনে করে না, এই আয়াত দ্বারা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইয়া যায়। তবুও বলিতে হইবে যে, এখানে এখলাছের প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এমন কি "এবাদত" ইহা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না।

আয়াতে আরও একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব এই আছে যে, اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ বলার পর مُخْلِصًا لَّهُ الْعِبَادَةَ বলাই বাহ্যতঃ অধিক সমীচীন ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহাই বুঝান হইয়াছে। কিন্তু مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ বলিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এবাদত তখনই দ্বীন বা ধর্মের কাজ হইবে, যখন উহাতে এখলাছ থাকিবে। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, এখলাছ ব্যতীত বাহ্যিক এবাদত ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে। প্রাণ অর্থাৎ, এখলাছ থাকিলেই এবাদত ধর্মের কাজ এবং আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় হইবে। আফসোস, এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আমাদের গাফলতির অন্ত নাই। এ পর্যন্ত আয়াতের আলোকে এখলাছের আবশ্যকতা প্রমাণিত হইল।

এখলাছের আবশ্যকতা ঃ এখন যুক্তির ভিত্তিতে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করুন। শাব্দিক অর্থ হইতেই এখলাছের আবশ্যকতা বুঝা যায়। এখলাছ শব্দের অর্থ খালেছ করা। যাহাতে কোন কিছুর মিশ্রণ নাই; উহাকেই খালেছ বলে। যেমন, খালেছ ঘি বলিতে ঐ ঘি বুঝায়, যাহাতে তৈলের ভেজাল নাই। আপনার সহিত কেহ মহব্বত প্রকাশ করিলে আপনি কি তাহার নিয়ত পরখ করেন না ? কেহ আপনাকে উপঢৌকন দিয়া যদি বলে, "আমার জন্য সুফারিশ করুন," তখন আপনি ইহাই বুঝিবেন যে, উপঢৌকনটি উদ্দেশ্যমূলক। তদ্রূপ কেহ আপনাকে নিমন্ত্রণ করার পর যদি বলে, "আমি ভারাক্রান্ত" তখন কি এই নিমন্ত্রণ আপনার বিরক্তির উদ্রেক করিবে না ?

মোটকথা, সকাল হইতে বৈকাল পর্যন্ত পারস্পরিক ব্যাপারাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, একমাত্র খালেছ মহব্বতকেই মর্যাদার চোখে দেখা হয়। আপনিও খালেছ ও অকৃত্রিম বন্ধুত্বকেই পছন্দ করেন। এমতাবস্থায় পবিত্র খোদা ভেজালপূর্ণ এবাদতকে কিরূপে মর্যাদা দিবেন ? পরিতাপের বিষয়, দুনিয়ার প্রিয়জনকে উপঢৌকন দেওয়ার বেলায় খাঁটি ও নির্ভেজাল বস্তু

www.BANGLAKITAB.com

দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়; কিন্তু খোদার দরবারে যে এবাদত পেশ করা হয়, উহাকে খালেছ করার জন্য চেষ্টা করা হয় না। এ পর্যন্ত আয়াত ও যুক্তি উভয় প্রকার এখলাছের আবশ্যকতা সপ্রমাণ হইয়া গেল।

এখন দেখিতে হইবে যে, আমাদের আমলসমূহে এখলাছ আছে কি না। কারণ, এখলাছ একটি জরুরী বিষয় হওয়ার ফলে আমাদের কর্মজীবনে উহার 'বাস্তব' রূপায়ণ আছে কিনা তাহা যাচাই করাও একটি জরুরী বিষয় হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে তাকীদসহ নির্দেশ আসার পর ইহাকে ফরয মনে না করার কোন যৌক্তিকতা নাই।

فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة ـ وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

"জানা না থাকা একটি বিপদ; কিন্তু জানা থাকার পর আমল না করা দ্বিগুণ ও মারাত্মক বিপদ।" দৃঢ় সংকল্প ব্যতীত ইহা পূরণ হইতে পারে না। কারণ, বান্দার ইচ্ছাধীন সমস্ত আমলই তাহার সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা ও সংকল্প না করিলে উহার বাস্তব রূপায়ণ অসম্ভব। এখলাছও এই ধরনের একটি আমল। সুতরাং আপনি যদি ইচ্ছাই না করেন, তবে এখলাছ কিরূপে হাছিল হইবে?

কিছু সংখ্যক লোক যাহারা অন্তরের সংশোধন কামনা করে, তাঁহারা এই জাতীয় ভ্রান্তিতে পতিত আছে। তাঁহারা শায়খের খেদমতে আবেদন করে, হুযূর, এমন দো'আ করুন, যাহাতে আমার দোষত্রুটি সংশোধিত হইয়া যায়, কিংবা এমন কোন তাবীয দিন, যাহার ফলে অন্তরের কুমন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া যায়। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, শুধু আবেদনই কর? নিজকে সংশোধিত করার জন্য কখনও চিন্তা বা ইচ্ছাও করিয়াছ? আশ্চর্যের বিষয়, তাহাদের কাজকর্ম দেখিলে মনেই হয় না যে, তাহারা সংশোধন কামনা করে। যদি বাস্তবিকই সংশোধনেরই ইচ্ছা হয়, তবে প্রথমতঃ তজ্জন্য কঠোর সংকল্প গ্রহণ কর, তবেই আত্মশুদ্ধি সম্ভব হইবে।

صوفى نه شود صافى تا در نه كشد جامى ـ بسيار سفر بايد تا پخته شود خامى

(ছুফী না-শাওয়াদ ছাফী তা দর না-কাশাদ জামী
বেসিয়ার সফর বা-য়াদ তা পোখ্‌তা শাওয়াদ খামী)

"এশ্‌কের পিয়ালা পান করিয়া বিস্তর মুজাহাদা বা সাধনা না করা পর্যন্ত আত্মশুদ্ধি অর্জিত হইবে না।"

আমার উদ্দেশ্য এই নহে যে, কম আহার কর ও কম নিদ্রা যাও। আপনি হয়তো শুনিয়া থাকিবেন যে, এই পথে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়; কিন্তু আমি আপনাকে অধিক পরিশ্রম করিতে বলি না। আপনি স্বচ্ছন্দে পানাহার করুন। কখনও তাস্‌বীহ পাঠকালে নিদ্রা আসিয়া গেলে নির্বিঘ্নে ঘুমাইয়া পড়ুন। কখনও তজ্জন্য পেরেশানও হইবেন না। তবে কথা হইল এই যে, আত্মশুদ্ধির চিন্তায় সদাসর্বদা লাগিয়া থাকুন। মাওলানা রূমী বলেনঃ

اندريں ره مى تراش ومى خراش ـ تا دمے آخر دمے فارغ مباش

(আন্দরী রাহ্ মী তারাশ ও মী খারাশ + তা দমে আখের দমে ফারেগ মবাশ)

"সংশোধনের চিন্তায়ই লাগিয়া থাকুন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একদণ্ডও ইহা হইতে নিশ্চিন্ত হইবেন না।"

বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়াঃ আপনাকে পরিশ্রম করাইতে চাই না। আমার এই কথা বলার কারণ এই যে, আজকালকার মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশী পরিশ্রমের উপযুক্ত নহে। নানাবিধ চিন্তার

www.BANGLAKITAB.com

চাপ মানুষকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং যাহার মস্তিষ্ক যত অধিক চিন্তায় মগ্ন হইবে, সে তত দুর্বল হইয়া পড়িবে। পূর্বেকার লোকদের মস্তিষ্ক বাজে চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিত। ফলে তাহাদের মস্তিষ্ক শক্তিশালী ছিল। আজকাল শৈশবের সিঁড়ি পার হইতেই মানুষ চিন্তার বেড়াজালে আটকাইয়া যায়। ইহার এক কারণ এই যে, প্রাচীনকাল অপেক্ষা আজকাল চিন্তাই বেশী। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মানুষ নিজেই স্বেচ্ছায় চিন্তার বোঝা মাথায় চাপিয়া লয়। বিশেষতঃ কিছু সংখ্যক লোক চালচলনে ফ্যাশনের চিন্তায়ই মশগুল থাকে। এমন কি তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অবস্থা এরূপ দেখা যায় যে, প্রত্যেক কাজের জন্য পৃথক পোশাক-পরিচ্ছদ রাখে। খাওয়ার পৃথক, আরোহণের পৃথক, নিদ্রার পৃথক, দরবারে যাওয়ার পৃথক, পায়খানায় যাওয়ার জন্য পৃথক। পোশাক তো নয়—যেন সাক্ষাৎ বিপদ আর কি?

জনৈক ব্যক্তিকে কেহ ডাকিলে সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া খুব সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইত। এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প স্মরণ হইয়া গেল। কোন এক ব্যক্তি কাচারীতে চাকুরী করিত। সে প্রাচীনপন্থী সাদাসিধা মুসলমান ছিল। ব্যস্ততার কারণে তাড়াতাড়ি পাগড়ী বাঁধিয়া অফিসে যাওয়াই ছিল তাহার নিত্যকার অভ্যাস। ফলে পাগড়ী বিশেষ সুন্দররূপে বাঁধা হইত না। কাচারীর অন্যান্য কর্মচারীরা সম্মুখে আয়না রাখিয়া দীর্ঘ সময় লাগাইয়া পাগড়ী বাঁধিত। ফলে তাহাদের পাগড়ী চমৎকাররূপে বাঁধা হইত। একদিন কাচারীর বড় সাহেব ঐ ব্যক্তিকে বলিলেনঃ "কেরানী সাহেব, আপনি কি পাগড়ী বাঁধিতে জানেন না? দেখুন তো, অন্যান্যরা কেমন চমৎকার পাগড়ী বাঁধে।" কেরানী সাহেব বলিলেনঃ "জনাব, তাহাদের পাগড়ী তাহাদের বিবিগণ বাঁধিয়া দেয়, আর আমার পাগড়ী আমি নিজেই বাঁধিয়া লই। বিশ্বাস না হয়, এখনই সকলকে পাগড়ী খুলিয়া পুনর্বার বাঁধিতে বলুন। পূর্বের ন্যায় সুন্দররূপে বাঁধিতে না পারিলে মনে করিবেন যে, তাহারা স্বহস্তে পাগড়ী বাঁধে না।" বড় সাহেব সকলকে পাগড়ী খুলিয়া পুনরায় বাঁধিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে কেরানী সাহেব পূর্বের ন্যায়ই বাঁধিলেন কিন্তু অন্যান্যরা কেহই পূর্বের ন্যায় সুন্দর করিয়া বাঁধিতে পারিল না। কারণ, তখন সম্মুখে আয়না ছিল না। বড় সাহেব বলিলেনঃ "কেরানী সাহেব, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। বাস্তবিকই তাহারা প্রত্যহ বিবিদের দ্বারা পাগড়ী বাঁধাইয়া অফিসে আসে।" ইহাতে অন্যান্য কর্মচারীরা যারপরনাই লজ্জিত হইল।

মোটকথা, কিছু সংখ্যক লোক সাজসজ্জার মধ্যেই ডুবিয়া থাকে। ফলে অসংখ্য চিন্তা তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে। একে তো সাজসজ্জার ব্যয় বহনের মত টাকা-পয়সার চিন্তা, তাছাড়া সাজসজ্জাও কম ঝামেলার বিষয় নহে। ফলে তাহাদের শুধু চিন্তাই চিন্তা। একদা আমি এক স্থানে সফরে মেহ্‌মান ছিলাম। তথায় জনৈক পদস্থ অফিসারও মেহ্‌মান হিসাবে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন পোশাক নির্দিষ্ট ছিল। ফলে তিনি ভীষণ অসুবিধার মধ্যে ছিলেন। "এখন কি পরি"—সর্বদাই এই চিন্তা তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা স্বাধীনতার দাবী করেন; কিন্তু তাঁহারা ইহা নামে মাত্রই ভোগ করিতে পারেন। প্রকৃত স্বাধীনতা তাঁহাদের ভাগ্যে জুটে না। চিন্তার বেড়াজালে তাঁহারা সর্বদাই আবদ্ধ থাকেন। সত্য বলিতে কি, খোদা-প্রেমিকগণই সত্যিকার স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন।

لنگکے زیر و لنگکے بالا ـ نے غم دزد نے غم کالا

(লঙ্গকে যীর ও লঙ্গকে বালা + নায় গমে দোয্‌দ নায় গমে কালা)

www.BANGLAKITAB.com

"একটি সাধারণ লুঙ্গি ও একটি সাধারণ চাদর। ফলে না চোরের ভয় আছে, না ধনসম্পদের চিন্তা।"

সারকথা, বাড়াবাড়ি সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কাজেই মস্তিষ্ক পেরেশান ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে; বরং এই শ্রেণীর লোকদের কারণে খোদাপ্রেমিকগণকেও কিছুটা চিন্তা স্পর্শ করিয়াছে। অনেক সময় তাহাদের আদর-আপ্যায়নের জন্য তাঁহাদিগকেও অল্পবিস্তর চিন্তা করিতে হয়। উদাহরণতঃ তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কোন বুযুর্গের বাড়ীতে মেহ্মান হইলে তাহার জন্য ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইতে হয়। কেননা, এই শ্রেণীর লোক পায়ে হাঁটায় অভ্যস্ত নহে। গাড়ী না পাঠাইলে কয়েক দিন পর্যন্তই তাহাদের ক্লান্তি দূর হয় না। তাহাদের এই কষ্ট দেখিয়া বুযুর্গগণও ব্যথা অনুভব করেন।

আল্লাহ্ওয়ালাগণ নিজের ব্যাপারে কিরূপ ব্যবহার করেন, উহার একটি নযীর শুনুনঃ নানূতা শহরে জনৈক চিকিৎসক ছিলেন। একদিন তাঁহার বাড়ীতে জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি মেহমান হইলেন। হাকীম সাহেব মেহমানকে বলিলেনঃ "অদ্য আমার বাড়ীতে পানাহারের কিছুই নাই। সকলেই উপবাসে আছে। অনুমতি হইলে আপনার খেদমতের জন্য অন্য কাহাকেও বলিয়া দেই।" বুযুর্গগণ পরস্পরে সম্পূর্ণ অকপট। তাই মেহমান বুযুর্গ বলিলেনঃ "ভালকথা, যখন আপনার বাড়ীতে উপবাস, তখন আমিও আপনার মতই উপবাস করিব। মাঝে মাঝে উপবাস করিতে হয়।" সে মতে তাঁহারা উভয়েই অনাহারে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময় জনৈক ব্যক্তি হাকীম সাহেবের খেদমতে কিছু টাকা নযর পেশ করিলেন। অতঃপর উহা দ্বারা খাদ্য আনিয়া উভয়েই আহার করিলেন।

সত্য বলিতে কি, আল্লাহ্ওয়ালাগণ বেজায় আরামে আছেন। তাঁহারা দুর্বলতার এই কারণ (—চিন্তা) হইতে একেবারে মুক্ত। তবে আবহাওয়া ও অন্যান্য কারণে তাঁহারাও দুর্বল। ফলে তাঁহারাও অধিক কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না।

মুজাহাদার নিয়মঃ বেশী পরিশ্রমের উপদেশ না দেওয়ার এক কারণ উপরে বর্ণিত হইল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বেশী পরিশ্রম করিলে মনও বেরস হইয়া যায়। ফলে মানুষ পেরেশান হইয়া কাজ ত্যাগ করে। পক্ষান্তরে আরামে থাকিলে মনে স্ফূর্তি থাকে। ইহাতে প্রত্যেক কাজ সহজে সম্পন্ন হয়। এই কারণে আমাদের শায়খ বলিতেনঃ "নফ্সকে খুব প্রফুল্ল রাখ। তৎসঙ্গে তাহা হইতে কাজও খুব লও। যাঁতা পিষাও। কাজ না করিলে কম খাদ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে শাস্তি দিও না; বরং তখন বেশী পরিমাণ নফল দ্বারা উহার ত্রুটি পূর্ণ কর। নামায সম্বন্ধে বলা হইয়াছেঃ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ "ইহা একটি বড় বোঝা।" ইহাতে নফ্স ঘাবড়াইয়া যায়। কাজেই এইরূপ করিলে নফ্স দৈনন্দিন কাজে অলসতা করিবে না।

বহু সংখ্যক লোক আমাকে বলেঃ "এমন উপায় বলিয়া দিন, যাহাতে কম খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হইতে পারি।" আমি উত্তরে বলিঃ "যদি কম খাদ্য গ্রহণ করার ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়েন, তবে বর্তমানের ন্যায়ও কাজ করিতে পারিবেন না। সুতরাং ইহাতে লাভ কি? মুজাহাদা করার আরও বহু নিয়ম-পদ্ধতি আছে।" হযরত শিব্লী (রহঃ)-এর অভ্যাস ছিল কোন দিন তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য নিদ্রা ভঙ্গ না হইলে তিনি সজোরে আপন শরীরে চাবুক মারিতে মারিতে বলিতেনঃ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا "যদি আবার এরূপ কর, তবে আমিও এরূপ করিব।" সুতরাং কম খাদ্য গ্রহণ করার প্রয়োজন কি? অন্য উপায়েও তো মুজাহাদা করা যায়।

সারকথা এই যে, এই শ্রেণীর পরিশ্রম আমার লক্ষ্য নহে। আমার উদ্দেশ্য হইল, আত্মশুদ্ধির চিন্তায় মশ্গুল হইয়া যান। খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করার মোটেই প্রয়োজন নাই। ধর্মকর্ম তেমন

www.BANGLAKITAB.com

কঠিন নহে। তবে আপনি যতটুকু কঠিন অনুভব করিতেছেন ইহার একমাত্র কারণ হইল, আপনি কখনও ইচ্ছাই করেন নাই। ইচ্ছা না করিলে অতি সহজ কাজও কঠিন হইয়া যায়।

একটি গল্প মনে পড়িল। শাহী আমলে দুই অলস ব্যক্তি ছিল। একদা তাহাদের একজন শায়িত ছিল ও অপরজন নিকটেই উপবিষ্ট ছিল। রাস্তায় জনৈক অশ্বারোহী ব্যক্তিকে যাইতে দেখিয়া শায়িত ব্যক্তি তাহাকে ডাকিয়া বলিলঃ "অশ্বারোহী সাহেব, আমার একটি কথা শুনিয়া যান।" অশ্বারোহী তাহার কথা শুনিবার জন্য কাছে আসিলে অলস বলিলঃ "আমার বুকের উপর যে কুলটি পড়িয়া রহিয়াছে, দয়া করিয়া তাহা আমার মুখে তুলিয়া দিন।" এই কথা শুনিয়া অশ্বারোহী ব্যক্তি তাহাকে এক ঘা চাবুক মারিয়া বলিলঃ "গাধা কোথাকার! অনর্থকই আমাকে রাস্তা হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিস্‌। নিজে মুখে তুলিয়া খাইতে পারিলে না, অথবা কাছে উপবিষ্ট লোকটিকে বলিতে পারিলে না?" ইহা শুনিয়া নিকটে উপবিষ্ট অলস ব্যক্তি বলিতে লাগিলঃ "সাহেব, আমি কখনও তাহার কোন কাজ করিয়া দিব না। অদ্য সকালে একটি কুকুর আমার মুখে পেশাব করিতেছিল। সে নিকটেই বসা ছিল। তা সত্ত্বেও কুকুরটিকে তাড়াইল না।" অশ্বারোহী ব্যক্তি তাহার পিঠেও এক ঘা মারিয়া র্ভৎসনা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ইচ্ছা এমন একটি জিনিস, যাহা না হইলে সহজতর কাজও কঠিনতর মনে হইতে থাকে। এখনও আমরা কিছুই হারাই নাই। তবে শুধু একটি জিনিস হারাইয়াছি। তাহা এই যে, আমরা আপন ইচ্ছা সম্পদকে কোন কাজে লাগাইতেছি না। ফলে সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অবস্থা এইরূপঃ

یك سبد پر نان ترا بر فوق سر — تو همی جوئی لب نان در بدر

(এক সুবুদ পুর নান তুরা বর ফওকে সর + তু হামী জূয়ী লবে নান দর বদর)

"তোমার মাথায় ঝুড়ি ভর্তি রুটি আছে, তবুও তুমি দ্বারে দ্বারে রুটি ভিক্ষা করিয়া বেড়াও।" বন্ধুগণ! আপনাদের নিকট মহা মূল্যবান সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আপনারা ভিখারীর ন্যায় যাচ্ঞা করেনঃ "কিছু বলিয়া দিন।" প্রকৃতপক্ষে আপনারা চান না। চাওয়া ও কাজ করা ব্যতিরেকে কিছুই পাওয়া যাইবে না। কোন কোন ওলীআল্লাহ্‌ এক দিনেই সবকিছুই পাইয়াছেন বলিয়া যে সব গল্প প্রচলিত আছে, উহাদের স্বরূপ শুনিয়া লউনঃ

হযরত শাহ্‌ আবুল মা'আলী সম্বন্ধে এই ধরনের গল্প প্রচলিত আছে। তিনি শাহ্‌ ভীককে এক দিনেই সবকিছু দান করিয়াছিলেন। ইহা একটি ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে। আসলে এইরূপ দেওয়ার যে পূর্ণ কারণ ছিল, উহার শেষ অংশ এক দিনে সংঘটিত হইয়াছিল। সমস্ত কারণই এক দিনে ঘটে নাই। এক দিনে কামেল করিয়া দেওয়াটাই মানুষ দেখিয়াছে; কিন্তু এই এক দিনের পূর্বে তিনি যে অজস্র কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, উহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। শাহ্‌ ভীক (রঃ) সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত শায়খের খেদমতে থাকিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার একটি ঘটনা বলিতেছিঃ একবার শায়খ তাঁহার প্রতি ভীষণ চটিয়া যান এবং তাঁহাকে কখনও সম্মুখে না আসিতে আদেশ দেন। শাহ্‌ ভীক শায়খের আদেশ শিরোধার্য করিয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় আশ্বেঠা বস্তির চতুর্দিকে ঘুরাফিরা করিতেন; কিন্তু শায়খের সম্মুখে আসিতেন না। তখন তাঁহার অবস্থা ছিলঃ

أُرِيْدُ وِصَالَهٗ وَيُرِيْدُ هَجْرِىْ — فَاَتْرُكُ مَااُرِيْدُ لِمَا يُرِيْدُ

www.BANGLAKITAB.com

"আমি তাঁহার মিলন চাই, কিন্তু তিনি আমার সহিত বিচ্ছেদ কামনা করেন। সুতরাং আমি আপন ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছায় উৎসর্গ করিতেছি।" সত্যিকার এশ্‌ক ইহাকেই বলে।

শাহ্ ভীক দীর্ঘকাল পর্যন্ত শায়খের সম্মুখে আসিলেন না। বর্ষাকাল আসিল। প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের দরুন শায়খের বাসগৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। এখন ঘর নির্মাণের জন্য মজুর কোথা হইতে আসিবে? দারিদ্র্যের কারণে শায়খ প্রায়ই উপবাসে দিন কাটাইতেন। অথচ শাহ্ ভীক্ তাঁহার একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন। সাহারানপুরের কেহ শায়খকে দাওয়াত করিলে তিনি পায়ে হাঁটিয়া শায়খের পরিবারবর্গের জন্য আম্বেঠা বস্তিতে খানা লইয়া যাইতেন। তাহাজ্জুদের সময় আবার ফিরিয়া আসিয়া শায়খকে ওযূ করাইতেন। ঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর এক দিন বিবি সাহেবা অভিযোগের স্বরে বলিলেনঃ "এখানে যত খাদেম আছে, সকলেই স্বার্থপর। এক বেচারা গোঁয়ারের মত ছিল, সে সমস্ত কাজকর্ম করিয়া দিত। আপনি তাহাকেই বহিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।" শায়খ বলিলেনঃ "তাহাকে আমি বহিষ্কার করিয়াছি, তুমি কর নাই। কাজেই তুমি তাহাকে ডাকিয়া লও। আমি নিষেধ করি না।" আসল কথা এই যে, শায়খ শাহ্ ভীককে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন না। বিবি সাহেবা তৎক্ষণাৎ শাহ্ ভীককে বলিয়া পাঠাইলেনঃ "ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। উহা পুনর্নির্মাণের জন্য তোমাকে ডাকিতে শায়খ আমাকে অনুমতি দিয়াছেন। সুতরাং সত্বর চলিয়া আস। শাহ্ ভীক সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন। কিন্তু ভয়ে শায়খের সম্মুখে পড়িলেন না।

এক দিন ঘরের ছাদের মাটি কাটিতেছিলেন, এমন সময় শাহ্ আবুল মা'আলী (রঃ) বাড়ীতে খানা খাইতে আসিলেন। আহারে রত অবস্থায় হাতে একটি লোকমা লইয়া শাহ্ ভীককে দেখাইয়া বলিলেনঃ "আস ভীক, লও।" শাহ্ ভীক্ পাগলপারা হইয়া ছাদের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং তড়িত গতিতে শায়খের সম্মুখে হাযির হইলেন। শায়খ তাঁহার মুখে লোকমা দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং খেলাফত দান করিলেন।

এই গল্পটি শুনিয়া এখন সকলেই মনে করে যে, এক দৃষ্টিতেই কার্য সিদ্ধ হইয়াছে। এক দিনেই শাহ্ ভীককে কামেল বানাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু দেখা উচিত যে, এই একটি দৃষ্টি লাভ হইতে কত দিন সময় লাগিয়াছে? দিয়াশলাই-এর একটি কাঠি দ্বারাই কাঠ জ্বলিয়া যায়; কিন্তু কখন? পূর্ব হইতেই শুষ্ক হইলে। কাঠ শুকাইতেও যথেষ্ট দিন লাগে। যদি কোন মোটা ও তাজা বৃক্ষ এইরূপ মনে করে যে, তাহাকে আগুন স্পর্শ করে না কেন? দিয়াশলাই তাহাকে জ্বালায় না কেন? তবে বৃক্ষের এই ধারণাকে কেহ ঠিক বলিবে কি? কখনই নহে। এরূপ ক্ষেত্রে বলা হইবে যে, কাঠ শুকনা ছিল, উহাতে আর্দ্রতা ছিল না। কাজেই দিয়াশলাই লাগাইতেই জ্বলিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে মোটা ও তাজা বৃক্ষে প্রচুর আর্দ্রতা থাকে। কাজেই উহা জ্বালাইবার জন্য একটি দিয়াশলাই যথেষ্ট নহে।

যাহাদের বেলায় এক দৃষ্টিই যথেষ্ট হইয়া যায়, জানা উচিত যে, তাহাদের নফ্‌স পূর্ব হইতেই কতটুকু পরিষ্কার হইয়া রহিয়াছিল। আপনাদের নফ্‌স এখন মোটা এবং ফাসেদ উপকরণে পূর্ণ। সুতরাং এরূপ নফ্‌সের পক্ষে এক নযর যথেষ্ট নহে। কিন্তু মানুষ ধোঁকায় পড়িয়া আছে। আরও একটি ভ্রান্তি লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মুজাহাদাকে অত্যন্ত কঠিন কাজ মনে করিয়া আপন আত্মশুদ্ধির চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছে। আবার কেহ কেহ ইহাকে এত সহজ মনে করে যে, বস্, শায়খ একটি দৃষ্টি করিলেই কেল্লা ফতেহ। অথচ

www.BANGLAKITAB.com

صوفی نه شود صافی تا در نه کشد جامی ـ بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

(ছূফী না-শাওয়াদ ছাফী তা দর না-কাশাদ জামী
বেসিয়ার সফর বা-য়াদ তা পোখ্‌তা শাওয়াদ খামী)

"এশ্‌কের পিয়ালা পান করত বিস্তর মুজাহাদা না করা পর্যন্ত এছ্‌লাহ্ বা আত্মশুদ্ধি লাভ হইবে না।" আরও বলেনঃ

شنیدم رهروے در سر زمینے ـ همیں گفت ایں معمه با قرینے
که اے صوفی شراب آنگه شود صاف ـ که در شیشه بماند اربعینے

(শানীদাম রাহ্‌রুয়ে দর সর যমীনে + হামীঁ গুফত ইঁ মোয়াম্মা বা করীনে
কেহ্ আয় ছূফী শরাব আঁ গাহ্ শাওয়াদ ছাফ + কেহ্ দর শীশা বমানাদ আরবায়ীনে)

"জনৈক আধ্যাত্মিক পথের পথিককে আপন সঙ্গীর সহিত সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণনা করিতে শুনিয়াছিলাম। হে ছূফী! শরাব তখনই স্বচ্ছ ও উৎকৃষ্ট হয়, যখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত কাঁচের পাত্রে আবদ্ধ থাকে।"

عاشقی چیست بگو بندۂ جاناں بودن ـ دل بدست دیگرے دادن و حیراں بودن
سوئے زلفش نظرے کردن و روئیش دیدن ـ گاه کافر شدن و گاه مسلماں بودن

(আশেকী চীস্ত বগু বন্দায়ে জানাঁ বুদন + দিল বদস্তে দীগারে দাদন ও হায়রাঁ বুদন
সুয়ে যুলফাশ নযরে করদন ও রুয়াশ দীদন + গাহ্ কাফের শুদন ও গাহ্ মুসলমাঁ বুদন)

"আশেক হওয়ার অর্থ কি? প্রেমাস্পদের দাস হইয়া যাওয়া, আপন অন্তর অন্যের হাতে সঁপিয়া দিয়া অস্থিরচিত্ত হওয়া, তাহার কেশরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তাহার মুখমণ্ডল অবলোকন করা। অতঃপর কখনও আপন সত্তাকে বিলীন করা এবং কখনও আপন অস্তিত্বে ফিরিয়া আসা।"

"কাফের" ও "মুসলমান" দুইটি পারিভাষিক শব্দ। "কুফর" শব্দ দ্বারা পরিভাষায় "ফানা" (অস্তিত্ব বিলোপ করা) এবং "ইসলাম" শব্দ দ্বারা "বাকা" (অস্তিত্বে ফিরিয়া আসা) বুঝান হইয়া থাকে। ফানার জ্যোতিকে যুলফ (কেশদাম) এবং বাকার জ্যোতিকে "রুখ" (মুখমণ্ডল) বলা হইয়া থাকে।

মোটকথা, প্রমাণিত হইল যে, মুজাহাদা অতটুকু সহজ নয়, যতটুকু মনে করা হয়। আবার এত কঠিনও নয় যে, ভীত হইয়া উহা ত্যাগ করিতে হইবে।

ছূফীবাদের স্বরূপঃ বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ভ্রান্তির মূলে ছূফীবাদ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা। তাই ছূফীবাদের স্বরূপ জানা আবশ্যক। ছূফীবাদের স্বরূপ হইল تعمير الظاهر والباطن "মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ রূপকে সুষ্ঠুরূপে গঠন করা।" ইহা ইচ্ছাধীন কাজ। সুতরাং তত কঠিন নহে। আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে ইহা এত সহজও নয় যে, কোনরূপ ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়া যাইবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহেই অর্জিত হয়, তবুও একটি জিনিস পূর্ণত্ব আমাদের হাতে। তাহা হইল ইচ্ছা ও চেষ্টা। চেষ্টা ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন হয়। দুঃখের বিষয়, আজকালকার মানুষ ইচ্ছা ব্যতিরেকেই কার্যসিদ্ধি কামনা করে। ভাইসব! জানিয়া রাখুন, ইচ্ছা ব্যতীত দুনিয়াতে কোন কাজই সম্পন্ন হয় না।

www.BANGLAKITAB.com

মনে করুন, খাওয়া কত সহজ কাজ! কিন্তু ইহাও ইচ্ছা না করিলে সম্ভব হয় না। শস্য ক্রয় করা, পিষানো, পাকানো, পাত্রে পরিবেশন করা ইত্যাদি কত কিছু করার পর ভাগ্যে খাওয়া জুটে। কেহ পাকানো খাদ্য দিয়া গেলেও উহা খাওয়ার বেলায় হাত মুখ চালনা করিতে হয়। অনেকে মনে করে যে, খোদার পথে চলিতে গেলে না জানি কি কি করিতে হইবে। পরিবার পরিজন ত্যাগ করিতে হইবে, অল্প পরিমাণে পানাহার করিতে হইবে ইত্যাদি আরও কত সুকঠিন কাজ করিতে হইবে। বলাবাহুল্য, এই শ্রেণীর লোকেরাই বুযুর্গদের নিকট পৌঁছিয়া রাতারাতি কামেল হইয়া যাওয়ার কৌশল চিন্তা করিয়া থাকে।

জনৈক পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এই রকম ধারণা লইয়াই একজন বুযুর্গের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ "জনাব, খোদা পর্যন্ত পৌঁছিবার কোন সহজ পদ্ধতি বলিয়া দিন—যাহাতে শীঘ্র কৃতকার্য হইতে পারি।" বুযুর্গ ব্যক্তি কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিলেনঃ "আপনার বয়স কত?" তিনি বয়স বলিলেন। আবার প্রশ্ন হইল, কখন লেখাপড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন? উত্তরে জানা গেল যে, তিনি চতুর্থ বৎসরে বিস্‌মিল্লাহ্ করিয়াছিলেন। আজকাল চারি বৎসর বয়সে বিস্‌মিল্লাহ্ করার প্রথাটি মুসলমানদের মধ্যে বেশ চালু হইয়া পড়িয়াছে। অথচ কোরআন ও হাদীসে ইহার কোন প্রমাণ নাই।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বর্ণনা করিলেন যে, তিনি অমুক বয়সে উর্দু, অমুক বয়সে ফারসী ও অমুক বয়সে ইংরেজী পড়া আরম্ভ করেন। ইংরেজীতে ডিগ্রী লাভ করার পর এত বৎসর বয়সে চাকুরী লাভ করেন। এরপর প্রমোশন পাইতে পাইতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছেন। বর্তমানে তিনি পেন্সন পাইতেছেন। বুযুর্গ ব্যক্তি বলিলেনঃ "তবে দীর্ঘ দিন পরেই তো আপনি উন্নতি লাভ করিয়াছেন?" উত্তর হইল, "হাঁ"। তিনি আবার বলিলেনঃ "মানুষ যখন একটি কাম্যবস্তু লাভ করার পর অপর একটি কাম্যবস্তু লাভ করিতে চায়, তখন স্বভাবতঃই দ্বিতীয়টিকে প্রথমটি হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে। আপনি সাংসারিক উন্নতি লাভের জন্য এত দীর্ঘ সময় ব্যয় করিয়াছেন, অথচ ইহা আপনার দৃষ্টিতে হেয়। এক্ষণে খোদাকে লাভ করিবার বেলায় শীঘ্র পাওয়ার পন্থা বলিয়া দিতে আদেশ করিতেছেন। ছিঃ, আপনার লজ্জা করা উচিত।" পরে এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিতেন, বাস্তবিকই বুযুর্গ ব্যক্তি এমন যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন যে, ইহাতে আমার কথা বলার কোন যো ছিল না।

বুযুর্গদিগকে খোদাপ্রাপ্তির পদ্ধতি বলিয়া দিবার ফরমায়েশ করা খুবই ভাল কথা। কিন্তু সহজ পদ্ধতির ফরমায়েশ করা নিতান্তই অশোভনীয়। যে খোদাকে পাইতে চায়, তাহার অবস্থা তো এইরূপ হওয়া উচিত।

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن برآید

(দস্ত আয তলব না দারাম তা কামে মান বর আয়াদ
ইয়া তন রসদ বজানাঁ ইয়া জাঁ যেতন বর আয়াদ)

"যে পর্যন্ত উদ্দেশ্য হাছিল না হয়, অন্বেষণে বিরত হইব না। আমার দেহ প্রেমাস্পদের নিকট পৌঁছিয়া যাইবে, না হয় আমার প্রাণ দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিবে।"

ভাইগণ, নিজের পক্ষ হইতে ইচ্ছা ও অন্বেষণ করিতে থাকুন। খোদার পক্ষ হইতে অবশ্যই অনুগ্রহ হইবে। হাদীসে কুদসীতে বলা হইয়াছেঃ

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا الخ

"যে আমার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত আগাইয়া আসে, আমি তাহার দিকে বা' (উভয় হাত প্রসারিত করা) পরিমাণ আগাইয়া যাই। যে আমার দিকে ধীর গতিতে আসে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।" মোটকথা, আপনারা সামান্য মনোযোগ দিলে খোদার তরফ হইতে অপরিসীম রহমত হইবে। তাই কবি বলেন ঃ

آب کم جو تشـنـگـی آور بدسـت ـ تا بجـوشـد آبـت از بالا و پسـت

تشنگاں گر آب جوینـد از جهاں ـ آب هم جویـد بعـالم تشـنـگـاں

(আব কম জো তেশ্‌নেগী আওয়ার বদস্ত + তা বজুশাদ আবাত আয বালা ও পস্ত
তেশ্‌নেগাঁ গর আব জুইয়ান্দ আয জাহাঁ + আব হাম জুইয়াদ ব আলম তেশ্‌নেগাঁ)

"পানি খুঁজিয়া ফিরিও না, পিপাসা সৃষ্টি কর। উচ্চ ও নিম্নভূমি হইতে তোমার নিকট পানি উথলিয়া আসিবে। অর্থাৎ, নিজের মধ্যে খোদার অন্বেষণ সৃষ্টি কর, তবে খোদার রহমত স্বয়ং তোমার দিকে ধাবিত হইবে। পিপাসিত ব্যক্তি যেমন পানি তালাশ করে, পানিও তেমনি পিপাসিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া ফিরে।" আপনি যেমন খোদার রহমত অন্বেষণ করেন, খোদার রহমতও তেমনি আপনাকে তালাশ করে। এই কারণেই দেখা যায়, বন্দার তরফ হইতে সামান্য মনোযোগ হইলে খোদার তরফ হইতে অসীম রহমত বর্ষিত হইতে থাকে। কবি বলেন ঃ

عاشق که شد یار بحـالش نظر نه کرد ـ اے خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

(আশেক কেহ্ শোদ ইয়ার বহালশ নযর না করদ + আয় খাজা দরদ নীস্ত ওগর না তবীব হস্ত)

"যে আশেক হইয়াছে, মাশুক নিশ্চয়ই তাহার প্রতি করুণা করিয়াছে। সত্য বলিতে কি, ব্যথা অর্থাৎ অন্বেষণই নাই। নতুবা চিকিৎসক অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রহমত সর্বদাই বিরাজমান আছে।"

বন্ধুগণ! কোন কিছু না করিয়া কেবল একদৃষ্টিতে কামেল হওয়ার আশায় থাকিবেন না। অন্বেষণ করিলেই দৃষ্টি হইবে। মাঝে মাঝে উস্তাদ অঙ্কের সহজ পদ্ধতি বলিয়া দেন, কিন্তু সকলকে নহে, যে ছাত্রের মধ্যে আগ্রহ ও অধ্যবসায় দেখেন শুধু তাহাকেই বলেন। সারকথা এই যে, এখলাছ মোটেই কঠিন কাজ নহে। তবে চেষ্টা ব্যতীত ইহা লাভ হইবে না।

এখন নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। আমরা নামায পড়ি সত্য, কিন্তু নিয়ত খালেছ আছে কিনা, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করি না। কাহারও কথায় এদিকে লক্ষ্য করিলেও চাই যে, কোনকিছু না করিয়াই আপনাআপনি এখলাছ হউক। আমরা যখন এতই অমনোযোগী, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কি জোর করিয়া আমাদের প্রতি রহমত করিবেন? اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ "তোমরা মুখ ফিরাইয়া রাখিলেও কি আমি তোমাদের মাথায় রহমত চাপাইয়া দিব?"

এল্‌মের ব্যাপারে এখলাছের আবশ্যকতা ঃ দ্বীন বা ধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত। একটি এল্‌ম ও অপরটি আমল। আমলের ব্যাপারে যেমন এখলাছ অপরিহার্য এলমের ব্যাপারেও তেমনি ইহা জরুরী। বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে আপনাদের নিয়ত কি, তাহা যাচাই করা দরকার। অশোভনীয় কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকে ও খোদাকে সন্তুষ্ট রাখার নিয়তে এল্‌ম শিক্ষা করে আজকাল

www.BANGLAKITAB.com

এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এল্‌মের ব্যাপারেই যখন এখলাছ নাই, আমলের ব্যাপারে ইহা কোথা হইতে আসিবে? প্রথমে এল্‌ম শিক্ষার ব্যাপারে এখলাছ পয়দা করা উচিত। আমি এ কথা বলি না যে, এখলাছ না হইলে এল্‌ম শিক্ষাই ত্যাগ করুন। এল্‌ম সর্বাবস্থায়ই শিক্ষা করা উচিত। কারণ, শিক্ষার সময় এখলাছ না থাকিলে পরে এখলাছ পয়দা হওয়ার আশা আছে। এল্‌ম শিক্ষা না করিলে এই আশাও থাকিবে না। তদ্রূপ আমলে এখলাছ না থাকিলেও আমল ত্যাগ করিবেন না। আমল করিতে করিতে এক সময় ইহার বরকতে এখলাছ পয়দা হইয়া যাইবে। ইহাদের একটি অপরটিকে আকর্ষণ করে। এল্‌ম দ্বারা যেমন নিয়ত দুরুস্ত হইয়া যায়, তেমনি আমল দ্বারাও এরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং নিয়ত খালেছ না হইলেও আমল ত্যাগ করিবেন না। কারণ, ভবিষ্যতে হাছেল হওয়ার আশা ত রহিয়াছে। বুযুর্গগণ বলিয়াছেন ঃ

تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ فَاَبَى الْعِلْمُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِلّٰهِ

"আমরা অন্য নিয়তে এল্‌ম শিখিয়াছিলাম, কিন্তু এল্‌ম তাহা মানিল না। শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র জন্যই হইয়া গেল।" ফতওয়া লিখিয়া মুফ্‌তী বলিয়া কথিত হওয়ার নিয়তে ফেকাহ্‌ পড়িয়াছিলাম কিংবা ওয়ায করিবার ও অন্যের নিকট হইতে নযরানা লইবার নিয়তে হাদীস পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এল্‌ম শেষাবধি খোদার জন্যই হইয়া রহিল। সে অন্যের জন্য হইতে স্বীকৃত হইল না। কারণ, অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোরআনের একখানি আয়াত তেলাওয়াত করিল। উহাতে এল্‌ম দ্বারা দুনিয়া উপার্জনের নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে সে নিজেই এই রোগে আক্রান্ত মনে করিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে বাধ্য হইবে। ফলে পরবর্তী-কালে সে একজন প্রকৃতই আমলকারী আলেম হইয়া যাইবে। اَبَى الْعِلْمُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِلّٰهِ বাক্যাংশের ইহাই তাৎপর্য।

এক শ্রেণীর লোক বলিয়া থাকে যে, ইংরেজী শিক্ষা করা যদি নিন্দনীয় হয়, তবে আজকাল আরবী শিক্ষা করাও দোষমুক্ত নহে। কেননা, আরবী শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষা উভয়টিই দুনিয়া উপার্জনের নিয়তে করা হয়। অতএব, উভয়টিই মন্দ। যদি বলেন যে, ইংরেজী শিক্ষায় ধর্মীয় বিশ্বাস বিগড়াইয়া যায়, তবে আরবী শিক্ষার মধ্যেও তো ফলসফা (দর্শন) শাস্ত্র আছে; ইহা দ্বারাও বিশ্বাস নষ্ট হইতে পারে। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের এই বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হইয়া যায়। এইসব উক্তির উদ্দেশ্য ভ্রান্তি সৃষ্টি ছাড়া কিছুই নহে। উভয় প্রকার শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। আরবী শিক্ষিত ব্যক্তি যখন কোরআন ও হাদীস পাঠ করিবে কিংবা কানে শুনিবে এবং উহার অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করিবে, তখন ইহার সহিত এক হেদায়তকারী তো মওজুদ রহিয়াছে। ফলে কোন না কোন সময় ইহার প্রতিক্রিয়া হইবে এবং সংশোধিত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। উভয়ের মধ্যে কত স্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। মোটকথা, اَبَى الْعِلْمُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِلّٰهِ -এর উদ্দেশ্য—এল্‌ম খোদার পথের পথিক বানাইয়া ছাড়ে।

অতএব, এল্‌ম শিক্ষার প্রথম হইতেই নিয়ত খালেছ করার চেষ্টা করা উচিত। তখন হইতেই কাহারও নিয়ত খালেছ না হইলে তজ্জন্য এল্‌ম ত্যাগ করা উচিত নহে। আশা করা যায় যে, কোন সময় তাহার নিয়ত খালেছ হইয়া যাইবে। এই কারণেই বুযুর্গগণ বলিয়া থাকেন যে, এক ব্যক্তি আমল করে—যদিও সে রিয়াকার, তথাপি সে ঐ ব্যক্তি হইতে উত্তম—যে আমল করে না।

www.BANGLAKITAB.com

কারণ, তাহার বেলায় আশা করা যায় যে, এক সময় রিয়া থাকিবে না; কিন্তু আমল থাকিয়া যাইবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি যিকর করে অপর এক ব্যক্তি তাহাকে রিয়াকার বলিয়া ভর্ৎসনা করে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলা হইবে যে, তুমি তো লোক দেখানোর জন্যও যিকর কর না। সুতরাং কোন্ মুখে তুমি ভর্ৎসনা করিতেছ? কবি 'সাওদা' চমৎকার বলিয়াছেন ঃ

سودا قمار عشق میں شیریں سے کوهکن ـ بازی اگرچه پا نه سکا سر تو کهو سکا

کس منه سے اپنے آپ کو کهتا هے عشقباز ـ اے روسیاه تجه سے تو یه بهی نه هو سکا

(সাওদা কেমারে এশ্‌ক মেঁ শীরী সে কোহ্‌কন
বাযী আগরচে পা না সকা সর তো খো সকা
কিস মুঁহ ছে আপনে আপ কো কাহ্‌তা হায় এশ্‌কবায
আয় রো-সিয়াহ্ তুঝছে তো এহ্ ভী না হো সকা)

"শিরীণের সহিত এশ্‌কের জুয়া খেলায় পাহাড় খননকারী (ফরহাদ) যদিও বাযী জিতিতে পারিল না—তথাপি সে নিজকে বিলোপ করিতে পারিয়াছে। ওহে পোড়া কপাল! তুই তো ইহাও করিতে পারিলে না। অতএব, কোন্ মুখে আশেক হওয়ার দাবী করিস্?"

মোটকথা, কর্মী অকর্মী হইতে উত্তম। তবে কর্মীদিগকে এ কথা বলা হইবে যে, নিয়ত খালেছ করাও তাহাদের উপর ফরয। তাহারা ইহা করিতেছে না কেন? উদাহরণতঃ কেহ চর্বন না করিয়াই খাদ্য খাইলে তাহাকে খাইতে নিষেধ করা হইবে না; বরং উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইতে বলা হইবে। নামায যেরূপ পড়া উচিত সেইরূপ পড়িতে পারে না বলিয়া কেহ কেহ নামাযই পড়ে না। তাহারা ভীষণ ভ্রান্তিতে পতিত আছে। কোন কাজ উত্তমরূপে করিতে না পারিলেই কি তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে? ভাল লিখিতে পারে না বলিয়া কোন ছেলে শ্লেটে লিখা ত্যাগ করিলে তাহার এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য হইবে না। তাহাকে বলা হইবে, একাগ্রচিত্তে লিখিতে থাক। এক সময় হাতের লেখা সুন্দর হইয়া যাইবে।

যদি কেহ মনে করে যে, যেরূপ হওয়া উচিত—তাহার দ্বারা সেরূপ করা অসম্ভব, তবে ইহা ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে। শরীঅতে অসম্ভব কোন কাজ নাই। তবে ইচ্ছা ও চেষ্টা প্রথম শর্ত। যাহারা এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া কাজ করে না, এক্ষণে আমি তাহাদিগকে একটি বিষয় বলিতেছি। যে স্তরকে আপনি কামেল মনে করেন, লাভ করার পরও উহাকে অপূর্ণ মনে করিবেন। সর্বাবস্থায় কাজ করিয়া যান। পূর্ণ হউক বা অপূর্ণ হউক জানিয়া রাখুন, অপূর্ণ অবস্থা হইতেই মানুষ পূর্ণ অবস্থায় পৌঁছিয়া থাকে।

মনে করুন, এক ব্যক্তি সবেমাত্র লেখা আরম্ভ করিয়াছে। সে একটি আঁকা বাঁকা জীম অক্ষর লিখিয়া পুস্তকে লিখিত জীমের সহিত তুলনা করত একেবারে নিরাশ হইয়া গেল। এমতাবস্থায় তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইবে যে, কার্যের শুরুতে থাকিয়াই শেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে নাই। এখন যেমনই হউক—লিখতে থাক। ক্রমান্বয়েই লিখা সুন্দর হইবে, একবারেই সুন্দর হইয়া থাকে না।

اندریں ره می تراش و می خراش ـ تا دم آخر دم فارغ مباش

(আন্দরী রাহ্ মী তারাশ ও মী খারাশ + তা দমে আখের দমে ফারেগ মবাশ)
'এই কার্যেই লাগিয়া থাক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইহা হইতে পৃথক হইও না।'

www.BANGLAKITAB.com

تا دم آخـر دم آخـر بود ــ که عنایت با تو صاحب سر بود

(তা দমে আখের দমে আখের বুয়াদ + কেহ্ এনায়েত বা তু ছাহেব সর বুয়াদ)

'শেষ পর্যন্ত এমন কোন মুহূর্ত উপস্থিত হইবে যাহাতে খোদার অনুকম্পার দৃষ্টি তোমার সঙ্গী হইয়া যাইবে।' কাজ করিতে থাক, কোন না কোন দিন ইন্‌শাআল্লাহ্ রহমতপ্রাপ্ত হইবে। হাফেয (রঃ) বলেনঃ

یوسف گم گشته باز آید بکنعاں غم مخور ــ کلبۂ احزاں شود روزے گلستاں غم مخور

(ইউসুফে গোমগাশতা বায আয়াদ ব-কেনআঁ গম মখোর
কালবায়ে আহ্যাঁ শাওয়াদ রোযে গুলিস্তাঁ গম মখোর)

'হারানো ইউসুফ কেনআনে ফিরিয়া আসিবে। তুমি চিন্তা করিও না, দুঃখ কষ্টের আবাসমূল কোন না কোন দিন বাগানে পরিণত হইবে।' অর্থাৎ, কাজে লাগিয়া থাক। চিন্তান্বিত হইও না। ইন্‌শাআল্লাহ্ এক দিন খোদা মেহেরবানী করিবেন।

দাসত্বের চাহিদাঃ আল্লাহ্র মেহেরবানী লাভে তাড়াতাড়ি করা দূষণীয়! আজকাল মানুষ প্রথমেই কোন একটি বিষয়কে লক্ষ্যবস্তু সাব্যস্ত করিয়া লয়। পরে উহা লাভ না হইলে কিছুই লাভ হইল না মনে করিয়া বসে। বলিতে কি, ইহাই তাহাদের নৈরাশ্যের মূল কারণ। তাহাদের জানা উচিতঃ لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ্ কাহাকেও সামর্থ্যের বাহিরে কোনকিছু করিতে আদেশ করেন না।' মানুষ যখন যতটুকু করিতে সক্ষম হয়, বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহ্র আদেশ ততটুকু করার জন্যই। এক শত বৎসর যাবৎ যে মুজাহাদা করিতেছে, সে যেমন খোদার নিকট প্রিয়—সবেমাত্র মুজাহাদা শুরু করিয়াছে, যদিও পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই, সে-ও তেমনি খোদার প্রিয় বান্দা। তবে উভয়ের মধ্যে মর্তবার পার্থক্য আছে। মনে করুন, ছাত্রদের মধ্যে মিষ্টান্ন বন্টন করা হইলে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ও সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্র উভয়কেই সমান অংশ দেওয়া হয়। সুতরাং মুজাহাদায় লিপ্ত থাকুন। হিম্মত হারাইবেন না। তবে প্রথম দিনেই জুনাইদ বাগদাদী (রঃ)-এর সমকক্ষ হইয়া যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করাই বিপদ। ইহাতে নিজের মধ্যে ত্রুটি দেখিলেই মনের আকাশ নিরাশার কাল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। অনেকে মনে করে, জুনাইদের মত হওয়াই কামেল হওয়ার মাপকাঠি। অথচ এরূপ হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা নিরাশ হইয়া যায়। তাহাদের জানা উচিত, জুনাইদের সমকক্ষ হওয়াই কামেল হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি নহে। তাছাড়া জুনাইদের সমকক্ষ হওয়াকে অসম্ভব মনে করাও ঠিক নহে। খোদার অনুগ্রহ ধারা সর্বকালেই সমভাবে বিরাজমান। তাঁহার অনুগ্রহ আজও শত শত জুনাইদ ও শিব্‌লী (রঃ) পয়দা করিতে পারে।

هنـوز آں ابـر رحمت در فشاں است ــ خم و خم خانه با مهر و نشان است

হুনুয আঁ আবরে রহমত দুর ফেশা নাস্ত + খোম ও খোম খানা বা মেহের ও নিশানাস্ত

অর্থাৎ, খোদার রহমতের ধারা এখনও পূর্বের ন্যায় বলবৎ আছে। তবে আপনি যে জুনাইদের সমকক্ষ হইয়াছেন, তাহা জানা আপনার জন্য জরুরী নহে। কারণ, ইহাতে আপনি অহঙ্কারে লিপ্ত হইয়া ফাসেক অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া যাইতে পারেন। সুতরাং আপন মর্তবা জানিতে চেষ্টা করা

www.BANGLAKITAB.com

অবনতিকে ডাকিয়া আনার নামান্তর। এই পথে নিজকে সর্বনিকৃষ্ট মনে করাই উন্নতির লক্ষণ। যাহা লাভ হয়, উহাকে নিরেট খোদার অনুগ্রহ ভাবিতে হইবে। নিজের উন্নতি অনুভব করার কোন আবশ্যকই নাই।

উদাহরণতঃ, কেহ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি যদি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিয়া যায়, তবে প্রকৃতপক্ষে ছেলেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক এবং জমিদার। কিন্তু কি পরিমাণ সম্পত্তির মালিক সে নিজে তাহা জানিতে পারে না। মোটকথা, এই ধরনের বিষয়াদি জানিতে চাওয়া নিজকে উচ্চ মর্তবা হইতে নিম্ন মর্তবায় টানিয়া আনার শামিল। আপনাকে কাজ করিয়া যাইতে বলা হইয়াছে, আপনি কাজ করিয়া যান। كار خود كن كار بيگانه مكن 'নিজের কাজ করুন। অপরের কাজ লইয়া মাথা ঘামাইবেন না।' আদেশ অনুযায়ী কাজ করিয়া যাওয়াই আপনার কর্তব্য। ইহাতে রত থাকুন, তৎপর উদ্দেশ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী কামিয়াবী লাভ করিতে পারিবেন। পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নাই।

অনেক কর্মী কাজ করার পর কিছু লাভ হইল কিনা, তাহা জানিবার পিছনে পড়িয়া যায়। ইহা একটি ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে। এরূপ ধারণাকে অন্তরে স্থান দেওয়া সমীচীন নহে।

যাহা মানুষের ক্ষমতাধীন নহে এমন ফলাফল অন্বেষণের পিছনে লাগিয়া যাওয়াও আজকালকার মানুষের একটি দোষ। মনে রাখুন, যে ব্যক্তি ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়াদির পিছনে পড়িবে, সে শুধু পেরেশানীই ভোগ করিবে। কতক ফলাফল সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কোনরূপ ওয়াদা দেন নাই। এইগুলি লাভ হওয়া নিশ্চিত নহে। সুতরাং ইহাদের পিছনে পড়া পেরেশানী বৈ কিছুই নহে। কতক ফলাফল সম্বন্ধে অবশ্য ওয়াদা আছে। যেমন, ছওয়াব ও পুরস্কার। এইগুলি আখেরাতে দেওয়া হইবে। সুতরাং দুনিয়াতেই এইগুলি লাভ করিতে চাওয়া নিছক পেরেশানী। খোদা আমাদিগকে একটি কাজ করিতে বলিয়া একটি পুরস্কারের ওয়াদা করিয়াছেন। আমাদের কর্তব্য তাঁহার এবাদত করা। তিনি আপন ওয়াদা আখেরাতে পূর্ণ করিবেন। দুনিয়াতেই ফলাফল অন্বেষণ করা দাসত্ববিরোধী কাজ। আপন কর্মের সাফল্য জানিতে চাওয়াও এখলাছের পরিপন্থী। কেননা, ইহা ক্ষণস্থায়ী ফলাফল অন্বেষণ করার নামান্তর মাত্র। অথচ দুনিয়াতে সে যাহাকিছু পায় (অর্থাৎ, আত্মশুদ্ধির ক্রমবর্ধমান মর্তবা) সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

যেমন, কোন ছেলে লেখাপড়া করে; কিন্তু অদ্য ও কল্যের জ্ঞানের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বুঝিতে পারে না। যদি সর্বপ্রথম দিনের জ্ঞান ও সর্বশেষ দিনের জ্ঞান তুলনা করা যায়, তবে দুই-এর মধ্যে বিরাট ব্যবধান পরিদৃষ্ট হয়। বন্ধুগণ, মু'মিন ব্যক্তির মুজাহাদার শুরু ও শেষকে এইভাবে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, কি ছিল, আর কি হইয়া গিয়াছে? অতএব, পার্থক্য অবশ্যই হয়, কিন্তু কর্মীর পক্ষে তাহা জ্ঞাত হওয়া জরুরী নহে। প্রথমতঃ দুনিয়াতেই ফলাফল লাভ হওয়া নিশ্চিত নহে, হইলেও তাহা জানা জরুরী নহে। এই বিষয়টি ভালরূপে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহা না বুঝার ফলেই অন্তরে নানা প্রকার ওয়াসওয়াসা ও কু-মন্ত্রণা মাথা চাড়া দিয়া উঠে।

খোদা তা'আলা কাহাকেও মানসিক আনন্দ দান করেন, আবার কাহাকেও অনাগত আশঙ্কা চিন্তায় লিপ্ত রাখেন। প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ীই এইরূপ করা হয়। যে ব্যক্তি আনন্দ পাইবার যোগ্য তাহাকে চিন্তা দান করিলে সে এক দিনেই আমল ছাড়িয়া দিবে। আবার যে ব্যক্তি চিন্তার উপযুক্ত, তাহাকে আনন্দ দিলে সে অহঙ্কারী হইয়া যাইবে। সুতরাং যে যাহা পায়, বুঝিতে হইবে, সে ইহারই উপযুক্ত। তাই কবি বলেনঃ

www.BANGLAKITAB.com

بدرد و صاف ترا حکم نیست دم در کش ـ که آنچه ساقی ما ریخت عین الطاف ست

(বদরদ ও ছাফ তোরা হুকুম নীস্ত দম দরকাশ
কেহ্ আঁচে সাকীয়ে মা রীখত আইনে আল্তাফ আস্ত)

"সঙ্কোচন ও খোলাখুলিভাবে চাওয়া না চাওয়ার তুমি অধিকারী নও। খোদা তোমাকে যাহাই দেন, আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পক্ষে ইহাই মঙ্গলজনক ও প্রকৃত মেহেরবানী।"

সুনিয়তের আবশ্যকতা ঃ মুজাহাদার ইচ্ছা করার পর সাধারণতঃ উপরোক্তরূপ ভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়া থাকে। ফলে ইচ্ছা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অনেকে ইচ্ছাই করে না। আবার অনেকে আরম্ভ করিয়াও উপরোক্তরূপ ভ্রান্তিতে পড়িয়া মুজাহাদা ত্যাগ করিয়া বসে। তাই আমি বিষয়টি বিস্তারিত বুঝাইয়াছি যে, ইচ্ছা করুন এবং বাজে চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যাহা করিতে বলা হইয়াছে, উহার পিছনে লাগিয়া যান এল্ম ও আমল উভয়টিতেই নিয়ত খালেছ করুন। আপনাকে ইহাই করিতে বলা হইয়াছে। এখানে যেহেতু শ্রোতাগণ সকলেই শিক্ষিত, তাই আমি এল্ম শিক্ষার ব্যাপারে প্রচলিত দোষ-ত্রুটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করি। এল্ম শিক্ষা করার পিছনে খোদার আদেশ-নিষেধ প্রতিপালনে তৎপর হওয়া এবং জনগণকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়াই আপনাদের একমাত্র নিয়ত থাকা উচিত। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক উপদেশ—এই এল্ম শিক্ষা করিতে যাইয়া চাকুরী লাভের নিয়ত করিবেন না। ইন্‌শাআল্লাহ্ ইহা নিয়ত ছাড়াই লাভ হইবে। তখন স্বচ্ছন্দে চাকুরী করুন এবং বেতনও গ্রহণ করুন। শিক্ষাদান কার্যে বেতন লওয়া জায়েয নহে কথাটি নিরেট ভ্রান্তি প্রসূত। হানাফী মযহাবের নীতি অনুযায়ীও ইহা জায়েয। কারণ, যে অন্যের কোন কাজে আবদ্ধ থাকে, তাহার ভরণ-পোষণ ঐ ব্যক্তির জিম্মায় ওয়াজিব। কাযী (বিচারক) দিগকেও এই কারণেই বেতন দেওয়া হয়। কেননা, তাঁহারা জনগণের কাজে নিজকে নিয়োজিত রাখেন।

"বায়তুল মাল" (সরকারী ধনাগার) কি ? ইহা মুসলমান জনগণের ধনসম্পদের সমষ্টি। সুলতান প্রয়োজন অনুযায়ী ইহা বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন। পূর্ববর্তীকালে আলেম সমাজকেও ইহা হইতে ভাতা দেওয়া হইত। ইহা হারাম বলিয়া কেহ ফতওয়া দেয় নাই। আজকাল চাঁদারূপে আদায়কৃত অর্থও মুসলমান জনগণের ধনসম্পদের সমষ্টি। তবে বায়তুল মাল সুলতান বা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। তাই উহাকে মর্যাদাসম্পন্ন মনে করা হয়। অপর পক্ষে চাঁদার অর্থের কোন মর্যাদা নাই। উভয়ের মধ্যে এই তফাৎ। নতুবা প্রকৃতপক্ষে উভয়টি একই শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং চাঁদার অর্থ হইতে আলেমদিগকে ভাতা দেওয়া হারাম হইবে কেন ? নির্ধারিত পরিমাণে দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকে পারিশ্রমিক মনে করা ভুল হইবে। নির্ধারিত পরিমাণে না দিলে এবং প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করিলে পরে মতানৈক্য ও কলহের সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ, কেহ বলিবে, এই পরিমাণ অর্থ আমার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট নহে, অপর একজন বলিবে, না, ইহাই যথেষ্ট। সুতরাং এইরূপ মতানৈক্য দূর করার উদ্দেশ্যেই প্রথমে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। মোটকথা, বেতন লওয়া যে জায়েয, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে বেতনের ব্যবস্থা করা মুসলমান জনগণের দায়িত্ব। আপনি ইহার জন্য মাথা ঘামাইবেন কেন ? আপনার কর্তব্য দ্বীনের খেদমত করা। আপনি খেদমতের নিয়তে বেতন ছাড়াই কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। জনগণ তাহাদের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করিবে। বেতনের ব্যবস্থা করিয়া

www.BANGLAKITAB.com

কাজ আরম্ভ করা মোক্তাদীদের নিয়ত বাঁধার পর ইমামের নিয়ত বাঁধার অনুরূপ। আমি জোর গলায় দাবী করিতে পারি যে, যদি আপনারা নিজ কর্তব্যে লাগিয়া যান, তবে জনসাধারণ জবরদস্তি আপনাদের খেদমত করিবে। তাহাদিগকে ধাক্কা মারিলেও তাহারা করজোড়ে মিনতি করিবে। এই কারণে প্রায়ই আমি বন্ধুবর্গকে বলিয়া থাকি, আপনারা বেতন লইয়া কোন দিন দর কষাকষি করিবেন না।

বন্ধুগণ, ধর্মের খেদমত করা আমাদের কর্তব্য। ইহাতে দর কষাকষি কিসের? ব্রাহ্মণ সমাজ হিন্দুদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, আপনারা কি তদ্রূপ করিতে চান? হিন্দুরা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজের নিমন্ত্রণ করিলে তাহারা সামান্য খাইয়া হাত গুটাইয়া লয়। তখন আরও খাইবার জন্য হিন্দুরা খোশামোদ করে। তাহারা বলে, "আরও খাইলে কি দিবে বল?" হিন্দুরা বলে, "প্রতি লাড্ডুতে এক টাকা।" অতঃপর দুই এক লাড্ডু খাওয়ার পর তাহারা আবার বায়না ধরে। তখন প্রতি লাড্ডুতে দুই টাকা দর সাব্যস্ত হয়।

আমি বলি, বেতন লইয়া কখনও কথা কাটাকাটি করিবেন না। যা দেয়, সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই গ্রহণ করুন। আপনার অসুবিধা হইতেছে দেখিলে তাহারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনার সাহায্য করিবে। এল্‌মের ব্যাপারে এখলাছ সম্বন্ধে এই পর্যন্তই বলা হইল।

এখলাছ না থাকার অপকারিতাঃ আমলের ব্যাপারে এখলাছ না থাকিলে যে সকল অপকারিতা সাধিত হয়, তাহাতে সাধারণ লোকও সম অংশীদার। তবে এল্‌মের ব্যাপারে সাধারণ লোকের অবস্থা খুবই ভাল। তাহারা চাকুরী লাভের নিয়তে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করে না। অবশ্য মাঝে মাঝে তাহারা প্রয়োজন ছাড়াই অনর্থক মাসআলা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। আবার কোন কোন সময় অসদুদ্দেশ্যে অর্থাৎ, বিবাদ সৃষ্টির নিয়তে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে; তবে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। বেশীর ভাগ লোক আমল করার নিয়তেই মাসআলা জানিতে চায়।

হাঁ, আমলের দোষ-ত্রুটিতে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেই সমভাবে জড়িত। তবে বিশিষ্ট লোকের রিয়ার স্থান পৃথক ও সাধারণ লোকের পৃথক। কোন কোন বিশিষ্ট লোক শুধু সুখ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তি লাভের নিয়তে যিকর ও তেলাওয়াত করে, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান, টাকা-পয়সা রোযগার ও সুনাম অর্জনের নিয়তে সভা সমিতি করে এবং আমদানী বাড়াইবার উদ্দেশ্যে পীরী-মুরীদী করে। এক শ্রেণীর পীর টাকা-পয়সা লয় না—নযরানা কবূল করে না। ইহার পিছনেও তাহাদের নিয়ত ভাল নহে। না লওয়ার মধ্যেও সম্মান, যশ, অমুখাপেক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ ইত্যাদি জাগতিক স্বার্থ নিহিত থাকে। এখলাছ না থাকার ফলেই তাহাদের লওয়া না লওয়া উভয়টিই দূষণীয়। তাহাদের অবস্থা এইরূপঃ

چوں گرسنه می شوی سگ شوی ـ چونکه خوردی تند و بدرگ می شوی

(চুঁ গুরসানা মী শভী সগ শভী + চুঁকে খুরদী তুন্দ ও বদরগ মী শভী)

"যখন ক্ষুধার্ত থাক, তখন কুকুরের স্বভাব অবলম্বন কর এবং যখন আহার কর, তখন বদ মেযাজ ও দূরাচারী হইয়া যাও,—এই তোমার অবস্থা।"

সাধারণ লোকেরা যশ লাভের নিয়তে মসজিদ নির্মাণ করে, যাহাতে সকলে জানিতে পারে যে, মসজিদটি অমুকের নির্মিত। এই কারণেই আজকাল প্রয়োজন ব্যতিরেকেই প্রচুর সংখ্যক

www.BANGLAKITAB.com

মসজিদ নির্মিত হইতেছে। ভাইগণ, মসজিদ পরে বানাইবেন—আগে মসজিদ আবাদকারী তো বানাইয়া লউন। বর্তমানে বহু মসজিদ অনাবাদ পড়িয়া থাকে। ঐ গুলিতে আযান ও জমাআত বলিতে কিছুই হয় না।

আজকাল অনেকেই নাম যশের উদ্দেশ্যে ওয়াযের পর মিষ্টান্ন বণ্টন করে। অপরের সম্মুখে বড় লোক সাজিবার জন্য দামী পোশাক পরিধান করে। দামী পোশাক পরিতে আমি নিষেধ করি না। স্বচ্ছন্দে পরুন; কিন্তু আপন মনস্তুষ্টির নিয়ত করুন। ইহাতে খোদার নেয়ামতের শোক্‌র আদায় হইবে। সাবধান, অপরকে দেখাইবার নিয়ত করিবেন না, ইহা জায়েয নহে। যদি কেহ একাকী ও নির্জন অবস্থায়ও দামী পোশাকে সজ্জিত থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে ভাল নিয়তে পোশাক পরিধান করে। অনেকেই বাড়ীতে থাকার সময় নিকৃষ্টতম পোশাক পরে, কিন্তু কোথাও যাইতে হইলে সমস্ত সাজসজ্জা গায়ে জড়াইয়া লয়। তাহাদের বেলায় কিরূপে বলা যায় যে, তাহারা লোক দেখানো পোশাক পরে না?

কাহারও উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস থাকিলে সে নির্জনে ও জনসমক্ষে সর্বাবস্থায়ই উৎকৃষ্ট খাদ্য খায়; পোশাক-পরিচ্ছদের বেলায়ও যদি আপন মনস্তুষ্টিই উদ্দেশ্য থাকিত, তবে একাকী অবস্থায় তাহা খুলিয়া ফেলা হয় কেন? অনেকে এইরূপ লোকদেখানোর খাতিরে কষ্টদায়ক পোশাক পরিয়া থাকে। তাহারা গ্রীষ্মকালে গরম আচকান পরিয়া বাহিরে যায়, এ সমস্তই রিয়া। ইহাতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতি সাধিত হয়। অবশ্য অন্তরে রিয়ার ভাব না থাকিলে এবং আর্থিক সামর্থ্য থাকিলে উৎকৃষ্ট পোশাক পরা অন্যায় নহে। তবে ইহাও সত্য যে, সামর্থ্যবান লোকদের পোশাকের প্রতি তেমন মনোযোগ নাই।

ভূপালের একটি গল্প শুনিয়াছি। একদা কোন উন্মুক্ত স্থানে সকলেই ফরয শেষ করিয়া সুন্নত নামায পড়িতেছিল। এমন সময় ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। সকলেই দ্রুত গতিতে নামায শেষ করিয়া ঘরে চলিয়া গেল, কিন্তু জনৈক দামী পোশাক পরিহিত ধনী ব্যক্তি গেলেন না। তিনি বৃষ্টিতে ভিজিয়াই অত্যন্ত খুশু খুযূ সহকারে নামায সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর তিনি ঘরে পৌঁছিলে কেহ কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল: "আপনি দ্রুত গতিতে নামায শেষ করিলেন না কেন? বৃষ্টির পানিতে আপনার পোশাক সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" ধনী ব্যক্তি বলিলেন: "আমার কাছে আরও অনেক কাপড় আছে। এইগুলি খুলিয়া আমি অন্য কাপড় পরিতে পারিব। কিন্তু দ্রুততার কারণে নামাযে ত্রুটি হইলে তাহা পূরণের উপায় ছিল না।" সোবহানাল্লাহ্! এরূপ ব্যক্তি বাস্তবিকই দামী পোশাক পরিধান করার অধিকারী। তিনি পোশাককে নামায অপেক্ষা উত্তম মনে করেন নাই। যেমন, জনৈক পাগলমনা কবির একটি গল্প আছে—একদা নামায-রত অবস্থায় তাহার মস্তিষ্কে কবিতার একটি পংক্তি গজাইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া উহা কাগজে লিপিবদ্ধ করত আবার নামায পড়িতে লাগিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল: 'এরূপ করিলেন কেন? নামাযের পরও তো পংক্তি লিখিতে পারিতেন।' উত্তরে বলিল: "নামাযের কাযা আছে; কিন্তু কবিতার পংক্তি একবার ভুলিয়া গেলে উহার কোন কাযা নাই।"

যাহারা পুরা কবি নহে তাহারাই এই ধরনের পাগলসুলভ কাণ্ড কারখানা করিয়া থাকে। যথার্থ কবিরা এরূপ নহে। যওক বলিতেন, "যে ব্যক্তি কক্ষে আবদ্ধ হইয়া কবিতা লিখে, আমি তাহাকে কবি বলি না। আপনারা আমাকে এবং আমার সমসাময়িক কোন কবিকে এক সঙ্গে কোমরে রশি বাঁধিয়া কূপের ভিতরে লটকাইয়া দিন। এরপর উপর হইতে রশি কাটিয়া দিন। পানি পর্যন্ত

www.BANGLAKITAB.com

পৌঁছিতে যে বেশী কবিতা রচনা করিতে পারিবে সেই প্রকৃত কবি।" পূর্ণত্বের অধিকারী কবিদের বেলায় কবিতা লিখিতে সাত পাঁচ যোগাড় করিতে হয় না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি পর্যাপ্ত পোশাকের মালিক, সে কখনও পোশাকের পরওয়া করে না। যাহারা এরূপ নহে, তাহারা পোশাকের প্রতি মনোযোগ দিলে উহাতে একেবারে নিমগ্ন হইয়া যায়। তাহারা গাবরুনের (এক প্রকার মোটা কাপড়) পোশাক পরিলেও তাহা আকর্ষণীয়রূপে পরিধান করে।

জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেনঃ 'একদা রেলগাড়ীতে জনৈক তথাকথিত ভদ্রলোককে গাবরুনের কোট পরিহিত দেখিলাম। তাহার নিকট লেপ বা গরম কাপড় ছিল না। তখন শীতকাল ছিল। শীতকালে তূলার কাপড় পরিধান না করাও আজকালকার একটি ফ্যাশন। এক ষ্টেশনে কয়েকজন ইংরেজ হোটেলে যাইয়া বরফ পান করিলে তাহাদের দুর্দশা দেখে কে? কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে নাজেহাল হওয়ার দশা। যে কেহ সামর্থ্যের বাহিরে কাজ করিবে, সেই দুর্দশাগ্রস্ত হইবে। অনেকের সামর্থ্য নাই; কিন্তু মরিয়া হইয়া অন্যের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। বুযুর্গ ব্যক্তি ভদ্রলোককে বলিলেন, "আমার কাছে যথেষ্ট কাপড় আছে; কিন্তু সবগুলি তুলার তৈরী। বোধ হয় আপনি পছন্দ করিবেন না।" কিন্তু শীতের দাপটে ভদ্রলোক তখন বলিতে বাধ্য হইলেন, তূলার কাপড়ই দিন আপনার বড়ই অনুগ্রহ হইবে।

আরও একটি গল্প মনে পড়িল। জনৈক ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে পানির সোরাহী লইয়া রেলে সওয়ার হইলেন। একজন ভদ্রলোক তাহাকে দেখিয়া নাক সিটকাইয়া বলিলেন, "মেথরদের ন্যায় এ কি পাত্র লইয়া চলাফিরা করেন?" লোকটি ইহার উত্তরে কিছুই বলিল না। ঘটনাক্রমে একবার ভদ্রলোকের দারুণ পিপাসা হইল। ষ্টেশনে বহু খোঁজাখুঁজির পরও পানি পাইলেন না। অতঃপর আপন সিটে বসিয়া বারবার সোরাহীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। লোকটি তখন ইচ্ছাপূর্বক ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর ভদ্রলোক তাহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া সোরাহী উঠাইয়া পানি পান করিতে লাগিলেন। পানি পান সমাপ্ত হইলে লোকটি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "আপনি মেথরের পাত্র হইতে পানি পান করিলেন কেন?" তথাকথিত ভদ্রলোক আর কি করিবেন? অগত্যা তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন।

লোক দেখানো পোশাক সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা হইল। ইহাতে জনসাধারণই বেশীর ভাগ লিপ্ত। মাঝে মাঝে তাহারা সমাজের লোকদিগকে দাওয়াত করিয়া বিস্তর অপব্যয় করে। অথচ উদ্দেশ্য নাম যশঃ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আলেমগণ এইসব ব্যাপারে নিষেধ করিলে তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলে, "আলেমগণ জায়েয কাজেও বাধা দান করেন।" অথচ আলেমগণ লোকদেখান কাজ হইতে বাধা দান করেন। বিবাহে পাত্রীকে যৌতুক দেওয়ার বেলায়ও তাহাদের অপব্যয় সীমা ছাড়াইয়া যায়। তাহারা ইহাকে আত্মীয়-তোষণ নাম দিয়া থাকে। অথচ আত্মীয়-তোষণ হইলে গোপনে দেওয়াই অধিক সঙ্গত ছিল। আত্মীয়-তোষণে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা করা জরুরী হইলে তাহারা প্রত্যহ আপন সন্তানদিগকে বিরাট জনসমাবেশ করিয়া খাওয়ায় না কেন? আসলে ইহা একটি বাহানা বৈ কিছুই নহে। লোকে বলুক—অমুক ব্যক্তি আপন কন্যাকে ক্ষমতার বাহিরে যৌতুক দিয়াছে, ইহাই তাহাদের কাম্য। অথচ ইহা নির্বুদ্ধিতা এবং সূক্ষ্ম নিন্দা। কিন্তু আজকালকার মানুষের এমনি রুচি বিকৃতি যে, তাহারা নিন্দাকেও প্রশংসা মনে করিয়া আনন্দিত হয়।

www.BANGLAKITAB.com

আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতেও যে দাওয়াত করা হয়, ইহাতেও ছওয়াবের নিয়ত থাকে বলিয়া মুখে দাবী করা হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, তাহাদের এই দাবী সর্বৈব মিথ্যা। পরীক্ষা এই যে, এরূপ ব্যক্তিকে নির্জনে বলিবে, "সাহেব, যেখানে প্রয়োজন বেশী সেখানে টাকা দিলেই বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। দাওয়াতে যাহারা খায়, তাহারা সকলেই অবস্থাপন্ন লোক। সুতরাং দাওয়াতে যে টাকা খরচ হইবে, তাহা গোপনে অমুক মাদ্রাসা, মসজিদ কিংবা অমুক আত্মসচেতন দরিদ্রকে দান করিয়া দিন। এরপর ইহার ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে বখশিয়া দিন।" এইরূপ পরামর্শ দেওয়ার পর দেখিতে পাইবেন, সে ইহাতে মোটেই রাযী হইবে না; বরং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিবে, "সোবহানাল্লাহ্! এত এত টাকা খরচ করিব অথচ কেহ জানিতেও পারিবে না! না, তা হয় না।" এবার বলুন, ইহা স্পষ্ট রিয়া নয় কি? এমতাবস্থায় দাওয়াতে কি ছওয়াব হইবে এবং মৃতব্যক্তিকেই বা কি বখশিয়া দিবে? ছওয়াব বখশিয়া দেওয়া অর্থ এই যে, আপনি কোন নেক কাজ করিয়া যে ছওয়াবটুকু পাইবেন, তাহা অন্যের নামে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এখানে দাওয়াতকারীর ছওয়াবের কোঠাই যখন শূন্য, তখন সে মৃতব্যক্তিকে কোথা হইতে দিবে?

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িল। রামপুরের জনৈক ব্যক্তি কোন ভণ্ড পীরের মুরীদ হইল। কিছুদিন পর তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলঃ "বলুন তো পীর সাহেবের নিকট হইতে কি 'ফয়েয' পাইলেন?" লোকটি ছিল স্পষ্টভাষী। বলিল, "হাউযেই পানি নাই, বদনায় কোথা হইতে আসিবে?"

ছওয়াব পাওয়ার অবস্থাও তদ্রূপ। যে নেক কাজ করে, সেই যদি ছওয়াব না পায়, তবে অন্যকে কি দিবে? দাওয়াতের সমস্ত টাকা-পয়সাই বিফলে যায়। ছওয়াবের নিয়ত করার কথাটি শুধু দাবীই দাবী। প্রকৃতপক্ষে লোকলজ্জার খাতিরে এসব করা হয়। কেহ কেহ ইহা স্বীকারও করিয়া থাকে।

কেরানা শহরে জনৈক (گوجر) গোয়ালা পীড়িত ছিল। তাহার পুত্র জনৈক হাকীম সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "হাকীম সাহেব, বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হইলে আমার দুঃখ হইবে না; কিন্তু এবার চাউলের দাম ভয়ানক চড়া। সমাজের লোকদিগকে খাওয়ানো আমার পক্ষে খুবই মুশকিল হইবে। কাজেই দয়া করিয়া এবারকার মত পিতাকে আরোগ্য করিয়া দিন।"

বেচারা ছিল সরল, তাই অকপটে সত্য কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেও এইরূপ ধারণাই থাকে; কিন্তু সম্ভ্রম বজায় রাখার খাতিরে আমরা তাহা প্রকাশ করি না। ইহা হইল যাহারা দাওয়াত করিয়া খাওয়ায়, তাহাদের মনের অবস্থা। যাহারা খায়, তাহাদের অবস্থা কি বলিব! তাহারা পুরাপুরিই বেহায়া। নতুবা কাহারও মৃত্যুতে কোথায় সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত, তাহা না করিয়া তাহারা উল্টা খরচের বোঝা চাপাইয়া দেয়।

এ প্রসঙ্গে এক ব্যক্তির একটি গল্প মনে পড়িল। বুলন্দশহর জেলার জনৈক ধনী ব্যক্তির এন্তেকাল হয়। চল্লিশতম দিনে অনুষ্ঠান পালনের জন্য তাহার বহু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব হাতী ঘোড়া লইয়া উপস্থিত হইল। মৃতব্যক্তির পুত্র সকলকে আপ্যায়ন করার জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য প্রস্তুত করাইল। খাওয়ার সময় সকলেই দস্তরখানে একত্রিত হইলে মৃত ব্যক্তির পুত্র দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিল। "বন্ধুগণ! খাওয়া আরম্ভ করার পূর্বে দয়া করিয়া আমার কয়েকটি কথা শুনিয়া লউন। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, অদ্য কি উপলক্ষে এই বিরাট জনসমাবেশ। বর্তমানে আমি ভয়ানক বিপদে পতিত আছি। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বার ছায়া চিরদিনের জন্য

www.BANGLAKITAB.com

আমার মাথার উপর হইতে সরিয়া গিয়াছে, তাই আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশার্থে আপনারা সমবেত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, যখন আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়ার দরুন নিজেই খাইতে পরিতে পারি না, এমতাবস্থায় আপনারা আস্তিন গুটাইয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য খাইতে বসিয়াছেন। ইহাই কি সমবেদনা? লজ্জা-শরম বলিতে কি আপনাদের কিছুই নাই। বস্, আমার কথা শেষ হইয়াছে। এখন খাওয়া আরম্ভ করুন।"

কিন্তু এই বক্তৃতার পর কে খাইতে পারে? সকলেই লজ্জিত হইয়া মজলিস হইতে প্রস্থান করিল এবং সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, বাস্তবিকই চল্লিশার এই অনুষ্ঠানটি চিরতরে বর্জন করার যোগ্য। সকলেই নির্বিবাদে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং সমস্ত খাদ্য গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইল।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সমস্ত সামাজিক দাওয়াতের অবস্থাই এইরূপ। এইগুলিতে দাওয়াতকারীর কষ্ট ও যাহারা খায় তাহাদের নির্লজ্জতা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। তা সত্ত্বেও মৌলবী সাহেবদের প্রতিই দোষারোপ করা হয় যে, তাহারা ইছালে ছওয়াব করিতে নিষেধ করে। বন্ধুগণ, ইছালে ছওয়াব করিতে কেহ নিষেধ করে না। তবে উদ্ভট পন্থায় করিতে নিষেধ করা হয়। মনে করুন, কেহ কেবলার দিকে পিঠ দিয়া নামায পড়িলে তাহাকে নিষেধ করা হইবে নাকি? শরীঅতানুযায়ী আমল করিলে কাহারও নিষেধ করার অধিকার নাই। বলা বাহুল্য, এখলাছ অর্থাৎ, খাঁটি ছওয়াবের নিয়তে করিলেই তাহা শরীঅতানুযায়ী হইবে।

আধ্যাত্মবিদদের এখলাছঃ এ পর্যন্ত বাহ্যদর্শী লোকদের এখলাছ সম্বন্ধে বলা হইল। এখন আধ্যাত্মবিদদের এখলাছ সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা রাখি। যিকর ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার মনস্তুষ্টি কামনাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইহা ছাড়া অন্য কোন নিয়তে যিকর করা উচিত নহে। পার্থিব স্বার্থ-সিদ্ধি উদ্দেশ্য না হইলেও, আধ্যাত্মিক ফল প্রকাশের নিয়তে যিকর করিলে তাহাও এখলাছ বিরোধী হইবে।

হযরত হাফেয যামেন সাহেব শহীদ (রঃ) বলিতেন, আল্লাহ্ বলেনঃ فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব।" সুতরাং আমরা এই নিয়তেই যিকর করি যে, আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের যিকর হইবে। যিকরের এই লক্ষ্য থাকিলে শয়তান আমাদিগকে ধোঁকা দিতে পারিবে না যে, সম্ভবতঃ খোদা তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন না। কারণ, পবিত্র কোরআনে খোদা ইহার পরিষ্কার ওয়াদা করিয়াছেন। "আমি এই বক্তব্যটিই প্রকারান্তরে বর্ণনা করিতেছি যে, যিকরের ফলাফল দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম প্রকার, ওয়াদাকৃত ফলাফল। যেমন, আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ "তোমরা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব।" ইহা কামনা করা দূষণীয় নহে; বরং ইহাই কাম্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয় প্রকার ফলাফল ওয়াদাকৃত নহে। যেমন, "হাল ও বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা।" এই প্রকার ফলাফল কামনা করা বাস্তবিকই দোষের কথা। কেননা, খোদা যে বিষয়ের ওয়াদা দেন নাই, উহাকে উদ্দেশ্য হিসাবে কামনা করা মোটেই সঙ্গত নহে। মোটকথা, খোদার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য মিশ্রিত হওয়া এখলাছ বিরোধী। প্রকৃত আধ্যাত্ম-পন্থীর ধর্ম এইরূপ হওয়া উচিতঃ

زنـده كنى عطائے تو ور بكشى فدائے تو ۔ دل شده مبتلائے تو هرچه كنى رضائے تو

(যিন্দা কুনী আতায়ে তু ওর বকুশী ফেদায়ে তু
দিল শোদাহ্ মোব্‌তালায়ে তু হারচে কুনী রেযায়ে তু)

www.BANGLAKITAB.com

"জীবিত রাখিলে আপনার অনুগ্রহ হইবে; হত্যা করিলে আপনার প্রতি উৎসর্গীত হইব। আমার অন্তর আপনার এশ্‌কে নিমজ্জিত, সুতরাং যাহাই করিবেন, তাহাতেই আমি রাযী।" হযরত সারমাদের ভাষায় তাহার অবস্থা এরূপ হওয়া উচিতঃ

سرمـــد ! گله اختصـــار می بایـــد کرد ـ یك کار ازیـــن دو کار می بایـــد کرد

یا تن برضـــائے دوست می بایـــد داد ـ یا قطع نظر ز یارے می بایـــد کرد

(সারমাদ, গেলা এখতেছার মীবায়াদ কারদ্ + এক কার আযহঁ দো কার মীবায়াদ কার্দ ইয়া তন বরেযায়ে দোস্ত মীবায়াদ দাদ + ইয়া কাতয়ে নযর যে ইয়ারে মীবায়াদ কারদ্)

"সারমাদ! কুৎসা ও অভিযোগ ত্যাগ করা উচিত। দুইটি হইতে যে কোন একটি কাজ করা বাঞ্ছনীয়। তাঁহার মনস্তুষ্টিতে প্রাণ সঁপিয়া দাও, নতুবা প্রেমাস্পদকেই ত্যাগ কর।"
বলা বাহুল্য, আধ্যাত্ম পথের পথিককে এমনই হওয়া উচিতঃ

توبنـــدگی چو گدایـــان بشـــرط مزد مکن ـ که خواجـــه خود روش بنـــده پروری داند

(তু বন্দেগী চুগাদায়াঁ বশর্তে মুযদ মকুন + কেহ খাজা খোদ রাভেশে বান্দা পরওয়ারী দানাদ)
"তুমি মজুরের ন্যায় পারিশ্রমিকের শর্তে খোদার বন্দেগী করিও না। কেননা, প্রভু দাস পালনের রীতিনীতি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন।" অর্থাৎ, 'হাল' লাভ করিবার নিয়তে এবাদত করিও না; বরং খোদার সন্তুষ্টির জন্য কর।

মোটকথা, 'হাল' ইত্যাদি খোদার আয়ত্তে। আপনি আপন কাজ করিয়া যান। ক্ষমতা বর্হির্ভূত বিষয়ের পিছনে পড়িবেন না।

এই মাহফিলে আমি এখলাছ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমুদয় তথ্য উপস্থাপিত করিতে চাই না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় বিষয়ে বর্ণনা করিয়া দিলাম এবং ইহার তদবীরও বলিয়া দিলাম। যাহা হউক, উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এখলাছের স্বরূপ তো বুঝিতে পারিলেন। স্বীয় স্বার্থ উদ্দেশ্য না হইয়া শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা উচিত।

এখলাছ লাভ করার উপায়ঃ এক্ষণে এখলাছ লাভ করার তদবীর ও উপায় শুনুন। কোন কাজ করিবার পূর্বে কাজটি কেন করা হইতেছে, তাহা মনে মনে অনুধাবন করুন। যদি কোন খারাপ নিয়ত দেখেন, তাহা মন হইতে মুছিয়া ফেলুন। এর পর খালেছ খোদার জন্য নিয়ত করুন। এখলাছের সহজ উপায় লাভ করার উত্তম পন্থা এই যে, খ্যাতনামা এখলাছবিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাহিনী পাঠ করুন, ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। মাওলানা রূমী (রঃ) এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেনঃ

او خدو انـــداخـــت بر روئے علی ـ افـــتـــخـــار هر نبـــی و هر ولی

(উ খাদু আন্দাখ্‌ত বর রুয়ে আলী + এফতেখারে হার নবী ও হার ওলী)

"সে হযরত আলী (রাঃ)-এর মোবারক মুখমণ্ডলে থুথু নিক্ষেপ করিল, যিনি নবী ও ওলীদের গৌরব।" 'নবীদের গৌরব' কথাতে কেহ মনে করিবেন না যে, হযরত আলী নবী হইতেও উত্তম। সর্বদা বড়কে লইয়া গর্ব করা হয় না; বরং কোন সময় বড়গণ ছোটদিগকে লইয়াও গর্ব করিয়া থাকেন। যেমন, উস্তাদ আপন উপযুক্ত শিষ্য লইয়া গর্ব করেন।

www.BANGLAKITAB.com

ঘটনা এইরূপঃ কোন এক যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) জনৈক ইহুদীকে নীচে ফেলিয়া বুকের উপর চাপিয়া বসেন। তিনি তাহাকে খঞ্জর দ্বারা যবাহ্ করিবেন, এমন সময় ইহুদী তাঁহার মুখে থুথু নিক্ষেপ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। এই অভাবিত ব্যাপার দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিলঃ "মুখে থুথু দেওয়ার কারণে আমি আরও অধিক হত্যার যোগ্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন কেন?" হযরত আলী (রাঃ) বলিলেনঃ "থুথুর পূর্বে হত্যা করিলে তাহা খালেছ আল্লাহ্‌র জন্য হইত; কিন্তু থুথু নিক্ষেপের পর হত্যা করিলে তাহাতে আমার ব্যক্তিগত ক্রোধও শামিল হইয়া যাইত। এই কারণে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছি।" হযরত আলীর এই মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া ইহুদী তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, প্রকৃত এখলাছ ইহাই। এই ঘটনাটি স্মরণ রাখাই যথেষ্ট।

তাছাড়া, যাঁহারা এখলাছের গুণে গুণান্বিত, অন্তরে তাঁহাদের প্রতি মহব্বত রাখুন। তাঁহাদের বাণী ও কার্যাবলী লক্ষ্য করুন। ইহাতে আপনার চক্ষু খুলিয়া যাইবে। এক্ষণে আমার দুইটি গল্প মনে পড়িয়া গেল। তন্মধ্যে একটি বেলগ্রামের। সেখানে জনৈক বুযুর্গের নিকট এক ব্যক্তি কিছু পড়াশুনা করিত। এক দিন পড়িতে আসিয়া সে উস্তাদকে কিছু দুর্বল দেখিতে পাইল। আসলে ঐদিন তাঁহার বাড়ীতে আহার্য বস্তু কিছুই ছিল না। তিনি উপবাস করিতেছিলেন। শাগরেদ ছিল অত্যন্ত শিষ্টাচারী। সে পড়িতে ওযর পেশ করিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আপন বাড়ী হইতে সামান্য খাদ্যদ্রব্য লইয়া আবার উস্তাদের খেদমতে হাযির হইল। উস্তাদ বলিলেন, "প্রয়োজনের মুহূর্তেই এই খাদ্যদ্রব্য আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আমি ইহা গ্রহণ করিতে অক্ষম। কারণ, ইহা গ্রহণ করিলে হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ হইবে। হাদীসে বলা হইয়াছেঃ
مَااَتَاكَ مِنْ غَيْرِ اِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ "যে বস্তু মনের প্রতীক্ষা ব্যতিরেকে তোমার নিকট পৌঁছে, তাহা গ্রহণ কর।" তুমি যখন এখান হইতে বিদায় হইয়াছিলে, তখনই আমার মনে খট্‌কা হইয়াছিল যে, হয়তো তুমি কিছু লইয়া আসিবে। শাগরেদ ছিল জ্ঞানী। সে মোটেই পীড়াপীড়ি না করিয়া খাদ্যদ্রব্য লইয়া চলিয়া গেল। উস্তাদের দৃষ্টির আড়ালে পৌঁছিয়া আবার ফিরিয়া আসিল এবং বলিল, "এবার খানা গ্রহণ করিলে হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ হইবে না। কেননা, আমি যখন চলিয়া যাইতেছিলাম, তখন আপনি নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন।" শাগরেদের এই কথা শুনিয়া বুযুর্গ ব্যক্তি নিরতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাহার জন্য দো'আ করিলেন।

এক্ষেত্রে আমরা হইলে পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতামঃ না হুযূর, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ইহা গ্রহণ করুন। আজকাল বুযুর্গদিগকে হাদিয়া কবূল করিতে জোরজবরে বাধ্য করাও একটি উত্তম গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আমার মতে ইহা একেবারে অসমীচীন। এই অভ্যাস প্রশংসনীয় নহে। খেদমত করার শত শত পথ খোলা আছে। শুধু হাদিয়া দেওয়ার মধ্যে খেদমত সীমাবদ্ধ নহে।

উপরোক্ত বুযুর্গ ব্যক্তির খালেছ নিয়ত লক্ষণীয়। তিনি নিয়তে অন্য জিনিসের সামান্য মিশ্রণ হইতে দেন নাই। এই ঘটনা হইতে জানা গেল যে, এরূপ কারণেও বুযুর্গগণ মাঝে মাঝে হাদিয়া গ্রহণে অসম্মত হন। ইহাতে হাদিয়াকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হইয়াছে ভাবিয়া হাদিয়াদাতার মনক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নহে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হযরত হাতেম আছাম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। একদা এক ব্যক্তি তাঁহাকে একটি টাকা দিতে চাহিলে তিনি প্রথমে উহা লইতে অসম্মত হন। পরে অনেক পীড়াপীড়ি করার পর তিনি টাকাটি গ্রহণ করিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলঃ "যদি টাকাটি লওয়া হারাম ছিল, তবে কেন

www.BANGLAKITAB.com

লইলেন ? আর হালাল হইলে প্রথমে লইলেন না কেন ?” তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ “টাকাটি লওয়া যদিও ফতওয়ার অনুকূলে ছিল কিন্তু তাকওয়ার পরিপন্থী। তাই আমি প্রথমে অস্বীকার করিয়াছি। পরে যখন দেখিলাম, গ্রহণ না করিলে তাহার অপমান ও আমার ইজ্জত বহাল থাকিবে এবং গ্রহণ করিলে আমার অপমান ও তাহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, তখন আমি নিজের ইজ্জত অপেক্ষা মুসলমান ভাইয়ের সম্মান বৃদ্ধিকেই উত্তম মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছি।”

বন্ধুগণ! বুযুর্গগণ যদি কখনও হাদিয়া গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের নিয়ত এইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের গ্রহণ করা বা না করা কোনটির উপরই প্রতিবাদ করিতে নাই। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রকৃত বুযুর্গ হওয়া চাই। “বুযরুগ” (ভণ্ড) না হওয়া চাই। কেননা ঃ

اینکـه مى بینى خلاف آدم انـد ـ نیسـتـنـد آدم غلاف آدم انـد

(ইঁ কেহ মী বীনী খেলাফে আদম আন্দ + নীস্তান্দ আদম গেলাফে আদম আন্দ)

“যাহাদিগকে মনুষ্যত্ববিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত দেখ, তাহারা প্রকৃতপক্ষে মানুষ নহে; বরং তাহারা মানুষের আবরণে আবৃত মাত্র।”

অনেক মানুষ আকারে আকৃতিতে মানুষ হইলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষ নহে, শয়তান। যিনি পুরাপুরী শরীঅতের অনুসারী, শাগরেদদের প্রতি দয়াশীল, নিষিদ্ধ কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকেন এবং যাঁহার সংসর্গে বসিলে দুনিয়ার আসক্তি হ্রাস পায়, তিনিই প্রকৃত বুযুর্গ, তাঁহার যাবতীয় কাজকর্মই এখলাছে পরিপূর্ণ।

আমি যে কয়টি কাহিনী বলিলাম, সবগুলি স্মরণ রাখুন। এরূপ ব্যক্তিদের সংসর্গ ভাগ্যে জুটিলে সুবর্ণ-সুযোগ ভাবিয়া তাহা দ্বারা উপকৃত হউন। তখন আপনিও এসব বিষয় পুরাপুরি উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এই ওয়াযে আমি এখলাছের স্বরূপ, তরীকা ও উহা লাভ করিবার উপায় বর্ণনা করিলাম। এখন এইগুলি পালন করা আপনাদের কর্তব্য। খোদার নিকট দো'আ করুন, তিনি যেন আমল করার তওফীক দান করেন। আমীন!

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○

— ■ —

www.BANGLAKITAB.com

ধর্মের ব্যাখ্যা

■

(এই ওয়াযের মূল আলোচ্য বিষয় ঈমান ও আমল। ২৩ শে মোহররম ১৩৩১ হিজরীতে গাজীপুর জামে মসজিদে শহরবাসীদের অনুরোধে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা তিন ঘন্টা ৪৩ মিনিটে শেষ হয়। মাওলানা ছায়ীদ আহ্‌মদ থানভী ইহা লিপিবদ্ধ করেন, হযরত মাওলানা যফর আহমদ ওসমানী সাহেব পাণ্ডুলিপি ব্যাখ্যাসহ ইহাকে সাজাইয়া লেখেন।)

প্রত্যেক শক্তিই সীমাবদ্ধ, তেমনি মানুষের বিবেকও সীমাবদ্ধ। যে পর্যন্ত বিবেক কাজ দিতে পারে, সে পর্যন্ত উহা দ্বারা কাজ নিন। যেখানে উহা কার্যক্ষম নহে, সেখানে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া শরীঅতের হুকুমের অনুসরণ করুন। শরীঅতের ব্যাপারে বিবেক শুধু মূলনীতি বুঝার কাজে সহায়ক হয়। শাখা মাসআলাসমূহে বিবেক একা কার্যক্ষম নহে। সেখানে ওহীর সাহায্য গ্রহণ করুন। নতুবা স্মরণ রাখিবেন, আপনি সারা জীবনেও সঠিক পথের সন্ধান পাইবেন না। কেননা, 'সামইয়্যাহ্' অর্থাৎ, বিবেক-বহির্ভূত বিষয়সমূহে রাসূল (দঃ)-এর অনুসরণ করা অত্যাবশ্যকীয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ○

আয়াতের অনুবাদ—"নিশ্চয়ই, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে, অচিরে দয়াময় আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করিবেন।"

ভূমিকা

বন্ধুগণ! গতকল্য এই আয়াত সম্বন্ধেই বর্ণনা করা হইয়াছিল। আয়াতের বিষয়বস্তু দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম ভাগ সম্বন্ধে গতকল্য বিস্তারিত বর্ণনা হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের বর্ণনা

www.BANGLAKITAB.com

বিস্তারিত না হইলেও মোটামুটি যে হয় নাই তাহা নহে। ঐ বর্ণনা যদিও পুরাপুরি তৃপ্তিদায়ক নহে, তবুও উহাকে যথেষ্ট মনে করা চলে। এমন কি এই সম্বন্ধে অদ্য বর্ণনা না করিলে চলিত। কেননা, এই বিষয়ে একটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতি বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তা সত্ত্বেও এখন সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় আমি বিষয়টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতে মনস্থ করিয়াছি।

"কিঞ্চিৎ" বলার কারণ এই যে, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য এই রকম একটি সভা যথেষ্ট নহে। হুযূর (দঃ) দীর্ঘ তেইশ বৎসর কাল ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ইহার ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই কাজের জন্য হুযূর (দঃ)-এর এন্তেকালের পরও আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে ধর্মের বাহক পয়দা করিয়াছেন। তাঁহারা সর্বদাই ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। "খায়রুল কুরূন" অর্থাৎ, তৃতীয় যুগে—যাহা তাবে' তাবেঈনের যুগ—মুজতাহিদ ইমামগণ এই যুগেই পয়দা হইয়াছিলেন। এই যুগ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাখ্যাও চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। (সুতরাং যে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করিতে এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে, উহাকে একটি মাত্র সভায় কিরূপে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায়?)

"তাফরী" (বিকেন্দ্রীকরণ) ও "তাজদীদ" (সংস্কার)-এর স্তর ঃ মুজতাহিদগণের পর দুইটি স্তর বাকী রহিয়াছে। একটি মাসআলাসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ। অর্থাৎ, তাঁহাদের নির্ধারিত নিয়ম-কানূন অনুসরণ করিয়া নিত্যনূতন খুঁটিনাটি মাসআলাসমূহের সমাধান বাহির করা। এই কাজটি এল্‌ম ও জ্ঞান বৃদ্ধি সাপেক্ষ। যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ এজতেহাদের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহার কারণ এই নয় যে, তাঁহার অনুগ্রহ ধারা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে (মা'আযাল্লাহ্); বরং কোন জিনিসের প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়াই তাঁহার চিরন্তন রীতি। এজতেহাদকারী মনীষীবৃন্দের এন্তেকালের পর এজতেহাদের প্রয়োজনও শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি উহা আর বাকী রাখেন নাই। তবে বিকেন্দ্রীকরণের আবশ্যকতা কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকিবে। তাই মুজতাহেদীনের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী খুঁটিনাটি মাসআলাসমূহ বাহির করার উপযোগী জ্ঞানও কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকিবে। এই কারণে প্রত্যেক যুগেই এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন জ্ঞানী লোকের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা নূতন নূতন মাসআলাসমূহের সমাধান বাহির করেন। তাঁহারা এ ব্যাপারে মুজতাহেদীনের নির্ধারিত নিয়ম-কানূন অবলম্বন করিয়াই এই প্রকার এজতেহাদ করিয়া থাকেন।

তাছাড়া প্রত্যেক যুগে সত্যকে অসত্য হইতে পৃথককরণের প্রয়োজনও বাকী রহিয়াছে। কারণ, নবুওতের যমানা ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়া পড়ার ফলে মানুষের মন হইতে প্রায়ই সত্য ও অসত্যের পরিচয় লোপ পায়। ইহা জনসাধারণের অজ্ঞতা কিংবা স্বার্থপর আলেমদের কারণে হইয়া থাকে। এমনি মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা একজন সর্বজনমান্য মনীষী আবির্ভূত করেন। তিনি সত্যকে অসত্য হইতে পৃথক করত 'ছেরাতুল মোস্তাকীম' (সোজা পথ) দেখাইয়া দেন। ইহাই সংস্কারের স্তর। এ সম্বন্ধে হাদীসে নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে ঃ

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ فِىْ أُمَّتِىْ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِاَةِ سَنَةٍ مَّنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا ❋

"আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে প্রতি শতাব্দীর পর একজন মনীষী প্রেরণ করেন। তিনি ধর্মের সংস্কার সাধন করেন।" অর্থাৎ, হককে বাতেল হইতে পৃথক করিয়া দেন।

হযরত (দঃ)-এর পর প্রতি শতাব্দীতেই কোন না কোন মুজাদ্দেদ (সংস্কারক) আগমন করিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

উপরোক্ত দুইটি স্তর (তাফরী ও তাজদীদ) এখনও কার্যক্ষম আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে। এই দুইটি পৃথক পৃথক কাজ। হাঁ, যদি কেহ উভয় গুণেই গুণান্বিত হন, তবে ইহা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ বৈ কিছুই নহে।

ব্যাখ্যার স্তর ঃ বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যার স্তর এমনভাবে বর্ণনা করা যায়, যাহা বোধগম্য নহে। তবে ইহাতে বিশেষ কোন লাভ নাই। কারণ, যাহা সকলে বুঝিতে না পারে, তাহা নিরর্থক বৈ কিছুই নহে। অপর দিকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাহা একটি মাত্র সভায় সম্ভব হইতে পারে না। তাই আমি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার কথা বলিয়াছি। অদ্য আমি যে ব্যাখ্যা দিতে মনস্থ করিয়াছি, উহাকে পূর্ণ ব্যাখ্যার সহিত তুলনা করিলে মোটামুটি ব্যাখ্যা বলা চলে। আবার আমার পূর্বেকার বর্ণনার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে ইহাকে ব্যাখ্যা আখ্যা দেওয়া যাইবে। এই কারণেই আমি গতকল্যকার বর্ণিত আয়াতখানিকেই আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। গতকল্যকার মোটামুটি বর্ণনা হয়তো অদ্য কাহারও মনে না-ও থাকিতে পারে। তাই উহা আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি। গতকল্য দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন বন্ধুত্বের বুনিয়াদ ঈমান ও নেক আমলের উপর রাখিয়াছেন। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনকেই আমি উহা লাভ করার উপায় বলিয়াছিলাম। ধর্মীয় জ্ঞান দুই প্রকারে অর্জন করা যায়। (১) শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ দ্বারা; কিংবা (২) আলেমদের সহিত মেলামেশা করত তাহাদের উপদেশাবলী শ্রবণ দ্বারা। সুতরাং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে গতকল্য বিস্তারিত বর্ণনা না হইলেও এমন পন্থা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদ্দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা লাভ করা যাইতে পারে। এই দিক দিয়া আমার গতকল্যকার বর্ণনা পূর্ণাঙ্গই ছিল। কারণ, অবোধ্য বর্ণনা উহাকে বলে—যাহাতে বক্তব্য পরিস্ফুট হয় না। আমার বর্ণনা এরূপ ছিল না। উহাতে আসল বক্তব্য ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অদ্য বর্ণনা না করিলেও আলোচ্য বিষয়ের কোন অংশ অবোধ্য থাকিত না। হাঁ, আয়াতের প্রথম অংশটির ন্যায় দ্বিতীয় অংশটির ব্যাখ্যা হয় নাই। খোদা তা'আলা যখন সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন, তখন ইহারও ব্যাখ্যা করিয়া দিতে চাই। আজিকার বক্তব্যের ইহাই সারাংশ। ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক কাম্য বস্তুর মধ্যেই দুইটি বিষয় নিহিত থাকে। একটি স্বয়ং কাম্য বস্তু ও অপরটি উহা লাভ করার উপায়। উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বন্ধুত্বের বুনিয়াদ ঈমান ও নেক আমলের উপর রাখিয়াছেন। এখানেও দুইটি বিষয় আছে। একটি কাম্যবস্তু। আয়াতের سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا অংশে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অপরটি উপায়। অর্থাৎ, ঈমান ও নেক আমল। ইহার বর্ণনা اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ অংশে নিহিত আছে। গতকল্যকার আলোচনায় কাম্য বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। অদ্য উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা হইবে। কাম্যবস্তু স্বয়ং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিষয় অর্থাৎ বন্ধুত্ব। ইহার সমুদয় প্রকারভেদ বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। আমরা খোদার বন্ধু হইয়া যাইব—এতটুকু মনে করিয়া লইলেই যথেষ্ট। যে খোদার বন্ধু হইয়া যায়, সে সৃষ্ট জগতের বন্ধু হইয়া যায়। যাক, এই আলোচ্য বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ছিল না। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ পারলৌকিক ফলাফলের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই কারণে আমি বিষয়টি বিস্তারিত-ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি।

ধর্মের অমর্যাদা ঃ টাকা-পয়সা লাভ হওয়াই সাধারণ লোকের মতে বড় লাভ। জনৈক কর্মচারী তাহার নামাযী স্ত্রীকে বলিত, "তুমি নামায পড়িয়া কি পাইলে?"

www.BANGLAKITAB.com

কথিত আছে, কবি সওদা একদিন তাহার স্ত্রীকে বলিতে লাগিল, "তুমি নামায কি উদ্দেশ্যে পড় ?" স্ত্রী বলিল, "জান্নাত লাভের জন্য।" ইহা শুনিয়া সওদা বলিল, দূর বাউলী, তুই সেখানেও গরীব, মোল্লা, তালেবে এল্ম ও জোলাদের সাথে থাকিবে। দেখ, আমি জাহান্নামে যাইব। সেখানে বড় বড় বাদশাহ, উযীর, নাযীর ও আমীরগণ থাকিবেন। যেমন, ফেরআউন, হামান, নমরূদ, শাদ্দাদ, কারূণ প্রভৃতি।

ইহা শুধু সওদারই কথা নহে, আজকাল গভীরভাবে যাচাই করিলে দেখা যায় যে, মানুষের অন্তরে এক হাজার টাকার যে পরিমাণ মর্যাদা উহার অর্ধেকও ধর্মের মর্যাদা নাই। পারলৌকিক ফলাফলের মোটেই গুরুত্ব নাই। অথচ ইহার মূল্য অপরিসীম। কবি বলেন ঃ

قیمت خود ہر دو عالم گفتۂ — نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

(কীমতে খোদ হারদু আলম গুফতায়ী + নরখ বালা কুন কেহ্ আরযানী হনূয)

অর্থাৎ, উহার মূল্য হিসাবে উভয় জাহানও খুব কম। ইহাতে বুঝা যায় যে, পারিশ্রমিক লইয়া তারাবীহ্র নামাযে যাহারা কোরআন শুনায় ইহাতে শাস্ত্রগত গোনাহ্ ব্যতীত অবমাননাও কতটুকু যে, তাহারা খোদার অমূল্য কালাম সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শুনাইয়া ফিরে। বলিতে কি, সস্তায় পাওয়া যায় বলিয়াই আমরা কোরআনকে তেমন মর্যাদা দেই না। এই অমূল্য ধন লাভ করিতে আমাদের বেশী কিছু খরচ করিতে হয় না। মাওলানা রূমী বলেন ঃ

اے گراں جاں خوار دیدستی مرا — زانکہ بس ارزاں خریدستی مرا

(আয় গেরাঁ জাঁ খার দীদাস্তী মরা + যাঁকেহ্ বস্ আরযাঁ খরিদাস্তী মরা)

"কোরআন নিজেই বলে—আমাকে লাভ করিতে তোমাদের কিছুই মূল্য দিতে হয় নাই, এই কারণেই তোমরা আমাকে অমর্যাদার চোখে দেখিয়া থাক।"

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদ্হাম (রঃ) কোন ফকিরকে দারিদ্র্যের অভিযোগ করিতে শুনিলে বলিতেন, মিয়া ! তুমি দারিদ্র্যের মূল্য কি বুঝিবে ? ঘরে বসিয়া বিনা কায়ক্লেশে ইহা লাভ করিয়াছ কিনা ? ইহার মূল্য আমাকে জিজ্ঞাসা কর, বিরাট সাম্রাজ্যের বিনিময়ে আমি ইহা ক্রয় করিয়াছি।

আমরাও পিতা-মাতার নিকট হইতে ঈমানরূপ ধন লাভ করিয়াছি। ইহাতে আমাদের মোটেই পরিশ্রম করিতে হয় নাই। ফলে আমরা ইহাকে তেমন মর্যাদা দেই না। নতুবা খোদার নামের সম্মুখে সারা জাহানও অতি নিকৃষ্ট। কেননা, ইহার বদৌলতেই জান্নাতের রাজত্ব লাভ হইবে। জান্নাতের রাজত্বের মোকাবেলায় দুনিয়ার হাজার রাজত্বও মূল্যহীন ধুলিকণার ন্যায়। দুঃখের বিষয়, আজকাল দুই পয়সার বরাবরও খোদার নামকে মূল্য দেওয়া হয় না। উপরোক্ত অফিসার ব্যক্তি কর্তৃক আপন স্ত্রীকে 'নামাযে কি লাভ হইল' জিজ্ঞাসা করার কারণ ইহাই। তাহার মতে টাকা-পয়সা লাভ হওয়াই একমাত্র লাভ হওয়া।

জনৈক অফিসার ব্যক্তি দেদার ঘুষ খাইতেন। আবার নামাযের প্রতিও তাহার নিষ্ঠার অন্ত ছিল না। ফজরের নামাযের পর এশরাক পর্যন্ত তিনি ওযীফা পাঠ করিতেন। মকদ্দমায় জড়িত লোকদের সহিত ঘুষের পরিমাণ সাব্যস্ত করার সময়ও ছিল ইহাই। সংশ্লিষ্ট লোকগণ তাহার নিকট আসিলে ইশারা ইঙ্গিতে ঘুষের কথাবার্তা চলিত। কেননা, তাহার পীর তাহাকে ওযীফা পাঠকালে কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আগন্তুক ব্যক্তি ইশারায় একশত টাকা বলিলে তিনি দুই অঙ্গুলি দেখাইয়া দিতেন। অর্থাৎ, দুই শত টাকা লইব। শেষ পর্যন্ত ইশারাতেই কোন একটি

www.BANGLAKITAB.com

অঙ্ক সাব্যস্ত হইয়া গেলে তিনি জায়নামাযের কোণ উঠাইয়া দিতেন। অর্থাৎ, টাকা এখানে রাখিয়া দাও। এই ব্যক্তি চলিয়া গেলে অন্য ব্যক্তি আসিত এবং এইরূপে ইশারায় কথাবার্তা চলিত। এরূপে এশরাকের নামায পর্যন্ত তিনি কয়েক শত টাকা লইয়া জায়নামায ত্যাগ করিতেন।

সত্য বলিতে কি, আজকাল পাওয়া বলিতে ইহাই বুঝায়। ওযীফাও এই কারণেই পড়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কেহ কেহ কোরআন পাঠকালে কথা বলিয়া ফেলে, কিন্তু ওযীফা পাঠ করার সময় কথা বলাকে খুবই পাপ কাজ মনে করে। তাহাদের মতে কোরআনের গুরুত্ব (নাঊযুবিল্লাহ্) ওযীফারও সমান নহে। কোরআনের একি অমর্যাদা!

এই অজ্ঞানতার আরও একটি লক্ষণ এই যে, তাহাদের ধারণায় হাদীস ও কোরআনে বর্ণিত দো'আসমূহের ঐ মর্যাদা নাই, যাহা পীর-তনয়দের তৈরী দো'আর রহিয়াছে। আমি যখন হজ্জে গিয়াছিলাম, তখন কানপুর মাদ্রাসায় আমার স্থলে পড়াইবার জন্য আমারই জনৈক বাল্যকালীন উস্তাদ তশরীফ আনিয়াছিলেন। তথায় এক দিন এক ব্যক্তি তাহাকে ঋণমুক্তির জন্য ওযীফা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একটি দো'আ বলিয়া দিলেন। লোকটি খুব আগ্রহ সহকারে উহা মুখস্থ করিল। আগ্রহ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে উস্তাদ সাহেব আরও বলিয়া দিলেন যে, এই দো'আটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার এই এই ফযীলত। ইহা শুনা মাত্রই লোকটির মুখ অরুচিতে ভরিয়া গেল। সে বলিতে লাগিল, "জনাব, আমি এমন ওযীফা চাই, যাহা আপনি অন্তর পরম্পরায় (সিনা ব-সিনা) প্রাপ্ত হইয়াছেন। হাদীসের দো'আ তো সকলেই জানে এবং পাঠ করিয়া থাকে।" এইরূপেই আজকাল মানুষ অবহেলা করিয়া থাকে।

এক ব্যক্তি স্বয়ং আমাকে জানাইয়াছে যে, তাহার নামায মাঝে মাঝে কাযা হইয়া যায়; কিন্তু পীরের দেওয়া ওযীফা কখনও কাযা হয় না। চরম আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। একে তো ধর্মের প্রতি মনোযোগই নাই, যা আছে, তাহাও আবার এমনি রূপধারী।

পূর্ব বর্ণিত অফিসার ব্যক্তিকে তাহার পীর ওযীফার সময় কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই কারণে ওযীফার সময় কথা বলা তাহার মতে খুবই অন্যায় কার্য ছিল; কিন্তু ঘুষ গ্রহণ একেবারেই অন্যায় ছিল না। সম্ভবতঃ বেশী পরিমাণে ঘুষ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি ওযীফা পাঠ করিতেন। ঘুষের জন্য না হইলেও আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়া লাভের নিমিত্ত ওযীফা পাঠ করা হয়। মালে বরকত, চাকুরী লাভ, ঋণমুক্তি ইত্যাদি কারণে ব্যাপকভাবে ওযীফা পাঠ করা হয়। খুব কম লোকই খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ওযীফা পড়ে। দুনিয়া লাভের জন্য ওযীফা পাঠ করা না-জায়েয—আমি একথা বলি না। তবে আমি একথা নিশ্চয়ই বলিব যে, দুনিয়া লাভের জন্য যদি ৪০ বার ওযীফা পাঠ কর, তবে আখেরাতের জন্য অন্ততঃ ৪ বারই কোন ওযীফা পড়িয়া লও। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আখেরাতের মোটেই চিন্তা নাই।

দো'আ ও ওযীফার পার্থক্যঃ আপনারা যখন ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিবেন, তখন আমি বলিবঃ

از خدا غیر خدا را خواستن ـ ظن افزونی ست کلی کاستن

(আয খোদা গায়র খোদা রা খাস্তান + যন্নে আফযূনীস্ত কুল্লী কাস্তান)

অর্থাৎ, খোদার নিকট খোদা ব্যতীত অন্য বস্তু যাচ্ঞা করা প্রকৃতপক্ষে নীচতা। সুতরাং খোদার নিকট দুনিয়া চাওয়া নিঃসন্দেহে নীচ মনোবৃত্তির পরিচায়ক। তবে দুই উপায়ে দুনিয়া

www.BANGLAKITAB.com

চাওয়া যাইতে পারে। (১) দো'আর মাধ্যমে দুনিয়া চাওয়া ইহা নিন্দনীয় নহে; বরং ইহাতে দাসত্বের শান প্রকাশ পায়। (২) ওযীফার মাধ্যমে দুনিয়া তলব করা। ইহা নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ। এতদুভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। দো'আর মাধ্যমে চাওয়ায় দীনতা ও হীনতার ভাব ফুটিয়া উঠে। এই ভাবটি বন্দা সৃষ্টির উদ্দেশ্যের অনুকূলে। বন্দা সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ "একমাত্র এবাদতের জন্যই আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি" আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণেই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ "দো'আ এবাদতের মূল বস্তু।" এবাদতকে 'আসল উদ্দেশ্য' বলিতে যাইয়া আমি 'আসল' শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়াইয়াছি। নতুবা দুনিয়ার অন্যান্য কাজ কারবার না-জায়েয বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারিত। অথচ উহা শুধু জায়েযই নহে; বরং প্রকারান্তে উদ্দেশ্যও বটে। তবে আসল উদ্দেশ্য নহে; বরং উহার অধীন।

বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝুন। মনে করুন, কোন খাদ্য পাকাইতে পাঁচ টাকা খরচ লাগে। এক টাকার ঘি, এক টাকার আটা, এক টাকার মাংস, আট আনার মসলা, চারি আনার খড়ি, চারি আনা বাবুর্চির মজুরী ইত্যাদি। এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, খড়ি খাদ্যবস্তু নহে। সুতরাং ইহাকে খাদ্যের তালিকায় উল্লেখ করা হইল কেন? এমতাবস্থায় আপনি কি উত্তর দিবেন? নিশ্চয়ই ইহাই বলিবেন যে, খড়ি যদিও উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু উদ্দেশ্যের অধীন। এই কারণে ইহাকেও উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য করা হইবে। আখেরাতের সহিত দুনিয়ার সম্বন্ধও এই প্রকার। সুতরাং দুনিয়ার কাজ কারবার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও আসল হিসাবে নহে; বরং অধীন হইয়া।

সুতরাং কেহ শুধু দুনিয়া উপার্জনের মধ্যেই লাগিয়া থাকিলে তাহাকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় মনে করা হইবে—যে খড়ি আনিয়া ঘর বোঝাই করিতেছে, কিন্তু খাদ্য পাকায় না এবং খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ও করে না। এরূপ ব্যক্তিকে কেহ বুদ্ধিমান বলিবে কি? কখনই নহে। অতএব, শুধু দুনিয়া উপার্জনেই মগ্ন থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। আবার সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার পর খড়ি যোগাড় না করিলে যেমন খাওয়া যায় না, তদ্রূপ শুধু ধর্মকর্মে মশ্‌গুল থাকা এবং প্রয়োজন মুহূর্তে দুনিয়ার চিন্তা না করাও কাম্য নহে। ধর্মকে যথাযথ বুঝিয়া উহাতে বেশী মনোযোগ দেওয়া এবং দুনিয়ারও সামান্য খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়। যেমন, বৎসরে যে পরিমাণ জিনিস-পত্রের প্রয়োজন, তাহা যোগাড় করিয়া লওয়া উচিত। কেননা, কথায় বলে, اَلضَّرُوْرَةُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَتِ "প্রয়োজন, প্রয়োজন মাফিক মিটাইতে হয়।" এক বৎসরের জিনিস-পত্র দ্বারা প্রয়োজন মিটিয়া যায়। অতএব, এর বেশী চিন্তা করা উচিত নহে।

লোকে বলে, মৌলবী সাহেবান দুনিয়া ত্যাগ করিতে বলেন। ইহা নিছক ভুল। তাঁহারা দুনিয়া ত্যাগ করিতে বলেন কোথায়; বরং তাঁহারা তো দুনিয়াকে ধর্ম লাভের উপায় বলিয়া থাকেন। ব্যবধান এতটুকু যে, আপনারা দুনিয়াকেই আসল উদ্দেশ্য মনে করিয়া লইয়াছেন। আমি ইহাকে প্রয়োজনের বেশী জরুরী মনে করি না। সুতরাং বুঝা গেল, আসল উদ্দেশ্য আখেরাত এবং দুনিয়া ইহার অধীন। এই কারণেই আমি "আমি" শব্দটি বাড়াইয়া সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য এবাদত বলিয়াছিলাম।

এখন বুঝুন, দীনতা ও হীনতা প্রকাশ দো'আর বৈশিষ্ট্য। এই কারণে দুনিয়া লাভের জন্য ইহা জায়েয। পক্ষান্তরে ওযীফার মধ্যে এই বিষয়টি নাই। ফলে ইহা নিন্দনীয়।

দো'আর স্বরূপ অর্থাৎ, হীনতা ও দীনতা প্রকাশ এবাদতের প্রাণ। কোন সরল প্রাণ ব্যক্তি কোন বাদশাহ্ বা আমীরকে দো'আ করিতে দেখিলে এবং তাহার মুখনিঃসৃত বিনয় ও দীনতাসূচক

www.BANGLAKITAB.com

বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে তাহার বিস্ময়ের সীমা থাকে না যে, এত বড় বাদশাহ্ হইয়াও সে কত অভাবগ্রস্ত !

কথিত আছে, বাদশাহ্ আকবর একদা শিকারে রাস্তা ভুলিয়া ভিন্ন পথে চলিয়া যান। তথায় জনৈক গ্রাম্য জমিদার বসবাস করিত। সে বাদশাহ্‌কে চিনিতে না পারিলেও স্বীয় ভদ্রতার খাতিরে তাঁহার যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিল। ইহাতে আকবর খুবই প্রীত হইলেন। কিছুক্ষণ পর লস্করও বাদশাহ্‌কে তালাশ করিতে করিতে তথায় পৌঁছিয়া গেল। লস্কর দেখিয়া গ্রাম্য জমিদারের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আগন্তুক ব্যক্তি স্বয়ং বাদশাহ্ আকবর। বিদায়-কালে আকবর তাহাকে কিছু পুরস্কার দিয়া বলিলেন, "ইহা শেষ হইয়া গেলে দিল্লীতে আমার নিকট চলিয়া যাইও।" এদিকে বাদশাহ্ দারোয়ানদিগকেও এই ব্যক্তিকে বাধা দিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

একবার এই ব্যক্তি দিল্লী পৌঁছিলে তাঁহাকে বাদশাহ্‌র মহলে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। ঘটনাক্রমে বাদশাহ্ তখন নামাযে রত ছিলেন। বাদশাহ্‌কে নামায পড়িতে দেখিয়া গ্রাম্য ব্যক্তির বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এত বড় বাদশাহ্ হইয়াও তিনি কাহার সম্মুখে মাথা নত করেন। নামাযান্তে বাদশাহ্ যখন হাত উঠাইয়া দো'আ করিতে লাগিলেন, তখন গ্রাম্য ব্যক্তি আরও আশ্চর্যান্বিত হইল। তিনি কাহার নিকট ভিক্ষা চাহেন। দো'আ সমাপ্ত হইলে বাদশাহ্ তাহার দিকে মুখ ফিরাইলেন। গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "হুযূর, আপনি কাহার সম্মুখে নত হইয়াছিলেন এবং জোড়হাতে ভিক্ষা মাগিতেছিলেন?" আকবর বলিলেন, "আমি খোদার এবাদত করিতেছিলাম এবং তাঁহাকে আপন অভাব অভিযোগ জানাইতেছিলাম।" ইহা শুনামাত্রই গ্রাম্য ব্যক্তি ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া বলিতে লাগিল, "খোদা আপনার অভাব পূর্ণ করিতে পারিলে কি আমার অভাব পূর্ণ করিতে পারিবেন না? কাজেই আমি আপনার নিকট কিছুই চাহিব না। যাহা চাহিবার খোদার নিকটই চাহিব।"

বন্ধুগণ, এই হইল দো'আর স্বরূপ। ইহাতে পরিষ্কার দীনতা ও হীনতা ফুটিয়া উঠে; ওযীফায় ইহা নাই। (বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওযীফা পাঠকারী মনে করে যে, ওযীফার জোরেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় দীনতা ও নম্রতা কোথায়? সুতরাং দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ওযীফা পাঠ করা ও দো'আ করা উভয়টি সমান নহে।)

দো'আর নিয়ম ঃ "আমাকে একশত টাকা দাও" এই বলিয়া কেহ খোদার নিকট দো'আ করিলে তাহাও জায়েয হইবে এবং ইহাতেও আখেরাতের জন্য দো'আ করার সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাইবে। কারণ, এক্ষেত্রেও দীনতা ও হীনতার ভাব বিদ্যমান আছে। তবে না-জায়েয কাজের জন্য দো'আ না করা চাই। দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন দো'আই জায়েয হইবে এরূপ নহে। যেমন, না-জায়েয চাকুরীর জন্য দো'আ করা জায়েয নহে। যে দো'আ শরীঅতসম্মত, শুধু তাহাই জায়েয।

উদাহরণতঃ, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তহ্‌শীলদারী চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করা এবং ডাকাতির অনুমতি চাহিয়া দরখাস্ত করা উভয় দরখাস্তই কি সমান? ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং যে কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, উহার জন্য তাঁহার নিকট দরখাস্ত এবং তাঁহাকে ইহা লাভের মাধ্যম বানানও নিষিদ্ধ হইবে। তেমনি যেসব দো'আ শরীঅতের গণ্ডীর বাহিরে, উহা তো পছন্দনীয়ই নহে, আবার উহা খোদার দরবারে পেশ করা কিরূপে জায়েয হইতে পারে? দুঃখের বিষয়, দো'আ শরীঅতসম্মত কিনা, আজকাল সেদিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করা হয় না।

www.BANGLAKITAB.com

বাস্তবিকই আমরা খুব উদাসীনতার মধ্যে পড়িয়া আছি। ইহার প্রধান কারণ অশিক্ষা। মাঝে মাঝে আমরা খোদার অপছন্দনীয় বিষয় খোদার নিকট যাচ্ঞা করি। বর্তমানে অনেক না-জায়েয চাকুরী প্রচলিত আছে। এইগুলি লাভ করার জন্যও দো'আ করানো হয়। লাভ হওয়ার পর মোবারকবাদ দেওয়া হয়। আফসোস, কত বিষয়ের সংশোধন করা যায়।

تن همه داغ داغ شد پنبه کجا کجا نهم ❋

সারা শরীরই ক্ষত-বিক্ষত, পট্টি কোথায় দিব?

বিপদ এই যে, না-জায়েয চাকুরীর জন্য বুযুর্গদের নিকট যাইয়া দো'আ করানো হয়। আরও সর্বনাশা ব্যাপার এই যে, মৃতব্যক্তিদের কবরে যাইয়া বলা হয়, "আপনি আমার অমুক কাজটি করিয়া দিন।" কোনকিছু করার সমস্ত ক্ষমতা যেন তাহাদের হাতেই।

হযরত মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহমান সাহেবকে একদা এক ব্যক্তি বলিল, " হুযূর, আমার এই কাজটি করিয়া দিন।" শাহ্ সাহেব রাগান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলেন, এই মোশ্রেককে এখান হইতে তাড়াইয়া দাও। সে আমাকে কাজ করিয়া দিতে বলে। আরে মিয়া, তোমার কাজ করিয়া দেওয়ার কি অধিকার আমার আছে? আজকাল মানুষের ধারণা যে, যাহারা তাস্‌বীহ্‌র মালা জপ করে, তাহারা খোদার আত্মীয়, তাহারা কোনকিছু বলিয়া দিলে তাহা অখণ্ডনীয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَآ اَهْلَ الْكِتَابِ لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ ❋

"হে গ্রন্থধারিগণ! ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না।" ইহাতে ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং খোদার ওলীদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা যদিও জরুরী এবং ইহা ধর্মীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি ইহাতে এমন বাড়াবাড়ি করা যাহাতে খোদার মানহানি ও শির্ক হইতে পারে কিছুতেই উচিত নহে।

মনে করুন, ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে পৌঁছিয়া সেরেস্তাদারকেও সালাম করিলে তেমন দোষের কথা হইবে না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত যাহা বলা উচিত, তাহা সেরেস্তাদারের সহিত বলিলে গুরুতর অন্যায় হইবে। যেমন, কেহ বলিল, "সেরেস্তাদার সাহেব, বস্, আপনার হাতেই সবকিছু, আপনি যাহা চাহেন, করিতে পারেন।" এরপর ম্যাজিস্ট্রেটকে যেরূপ সম্মান করা উচিত সেরেস্তাদারকেও সেইরূপ সম্মান করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করি, ম্যাজিস্ট্রেট এই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন কি? নিশ্চয়ই, তাহাকে দরবার হইতে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিবেন। সেরেস্তাদার সাহেবও তাহার এই সম্মান প্রদর্শন পছন্দ করিবেন না। (কোন সেরেস্তাদার ইহা পছন্দ করিলে, সে-ও দরবার হইতে বহিষ্কৃত হইবে।)

এখন বলুন, খোদার সহিত যে ব্যবহার করা উচিত, তাহা অন্যের সাথে করা কিরূপে শোভনীয় হইতে পারে? খোদা অবশ্যই ইহাতে অসন্তুষ্ট হন। যে বুযুর্গের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা হয়, তিনিও অসন্তুষ্ট না হইয়া পারেন না। আশ্চর্যের বিষয়, তা সত্ত্বেও মানুষ বুযুর্গদের মাযারে পৌঁছিয়া অনর্থক আবদার জানাইয়া তাঁহাদিগকে দুঃখিত করে। না-জায়েয চাকুরীর জন্য জীবিত ও মৃত উভয় প্রকার বুযুর্গদিগকে বিরক্ত করে। জীবিতদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। তিনি মুখের উপর বলিয়া দেন যে, তিনি না-জায়েয চাকুরীর জন্য দো'আ করিবেন না। এরূপ বুযুর্গকে 'বদমিযাজ' 'কঠোর প্রকৃতি' ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। অধিকাংশ বুযুর্গ চরিত্র

www.BANGLAKITAB.com

প্রদর্শন হেতু দো'আর ওয়াদা করেন। তাঁহাদিগকে খুবই চরিত্রবান গণ্য করা হয়। আজকালকার বিবেকপূজারীদের মতে আলেমদের আচরণ এরূপই হওয়া উচিত। ইহার অর্থ তো তাহাই হইল যে, আলেমগণ সত্য প্রকাশ হইতে বিরত থাকেন।

এই শ্রেণীর বুযুর্গ স্বীয় চরিত্র গুণে অস্পষ্ট ওয়াদা করেন। তাঁহারা আসলে কি দো'আ করেন, তাহা অন্যেরা জানে না। নির্জনে তাঁহাদের দো'আ শুনিলেই ইহা বুঝা যাইবে; কেহ কেহ নির্জনে খোদার সম্মুখেও সদাচার প্রদর্শন পূর্বক অস্পষ্ট দো'আ করেন। কিন্তু ইহারা মুহাক্কেক নহেন। অধিকাংশ বুযুর্গই নির্জনে এইরূপ দো'আ করেন—"হে খোদা! এই চাকুরী যদি শরীঅতসম্মত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়, তবে উহা তাহাকে মিলাইয়া দাও। অন্যথায় কখনও দিও না।"

একবার মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহমান সাহেবের খেদমতে এক ব্যক্তি আরয করিল ঃ "হুযূর আমার মোকদ্দমার জন্য দো'আ করুন।" ঠিক সেই মুহূর্তে প্রতিপক্ষও উপস্থিত হইয়া দো'আর দরখাস্ত পেশ করিল। এখন এই উভয় সংকটের সমাধান যে কেহ করিতে পারে না। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়াই এক পক্ষকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও অপর পক্ষকে ওয়াদা দান অসঙ্গত ছিল, আর উভয় পক্ষের জন্য ওয়াদা করার উপায় বাকী ছিল? হাঁ, খোদা যাহাকে আধ্যাত্মিক নূর দান করেন, তিনিই এ সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। শাহ্ সাহেব তৎক্ষণাৎ এইরূপ দো'আ করিলেন ঃ হে খোদা! "হকদারকে তাহার হক পৌঁছাইয়া দাও।" এইভাবে উভয় পক্ষের বাসনা পূর্ণ হইয়া গেল।

শাহ্ সাহেব প্রকাশ্য মজলিসে দো'আ করিলেন। অন্যান্য বুযুর্গগণও প্রকাশ্যে যে ওয়াদাই করুন না কেন, নির্জনে তাঁহারা উপরোক্তরূপ দো'আই করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তির মনোবাঞ্ছা শরীঅত-বিরুদ্ধ না হইলে তাহা পূর্ণ করিয়া দাও, নতুবা পূর্ণ করিও না। কারণ, তাঁহারা খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি। কাজেই খোদার পছন্দের খেলাফ কোন দো'আ তাঁহারা কিরূপে করিতে পারেন? সাধারণ লোক খোদার সম্মুখে অনেকটা খোলাখুলিভাবে আরয করিতে পারে। (যেমন, অনেক গ্রাম্য ব্যক্তি পদস্থ অফিসারদের সহিত অকপট হইয়া কথাবার্তা বলিয়া ফেলে।) কিন্তু বুযুর্গগণ সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। না-জায়েয কাজের জন্য দো'আ করা দূরের কথা—জায়েয কাজের দো'আ করার বেলায়ও তাঁহাদের অবস্থা দাঁড়ায় এইরূপ ঃ

أُحِبُّ مُنَاجَاةَ الْحَبِيْبِ بِأَوْجُهٍ ـ وَلٰكِنَّ لِسَانَ الْمُذْنِبِيْنَ كَلِيْلُ

"প্রেমাস্পদের সহিত বহু প্রকারে কানাকানি করিতে চাই; কিন্তু পাপের কারণে রসনা বিকল হইয়া পড়ে।"

বুযুর্গগণ খোদার নিকট বহু কিছু আরয করিতে চান; কিন্তু আপন পাপরাশির কল্পনা মানস-পটে উদয় হওয়ার কারণে মুখ হইতে কিছুই বাহির হয় না। মাগ্‌ফেরাতের দো'আ পছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু এই দো'আর বেলায়ও পাপের কল্পনায় তাহাদের জিহ্বা অচল হইয়া পড়ে। শরীঅতে দো'আ করার নির্দেশ আছে বলিয়াই তাঁহারা দো'আ করেন। তাঁহারা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন ঃ "খোদার সহিত লজ্জা কিসের? আমরা নাপাক এ কারণে তাঁহার দরবারে কোনকিছু আরয করিবার উপযুক্ত নহি—ইহাই হইতেছে লজ্জার কারণ। কিন্তু দূরে দূরে থাকিলে পাক হইবে কিরূপে? তাঁহার দরবারে হাযির না হইলে পাক হওয়া অসম্ভব। আগে

www.BANGLAKITAB.com

পাক হইয়া পরে দরবারে হাযির হওয়া অবান্তর ধারণা বৈ কিছুই নহে। এই কারণে বুযুর্গগণ লজ্জাশরম ত্যাগ করিয়া মনের উপর জোর দিয়া দো'আ করিয়া থাকেন।

মাওলানা রূমী (রঃ) একটি গল্প লিখিয়াছেনঃ জনৈক ব্যক্তি শরীরে নাজাছাত লাগা অবস্থায় নদীর পাড় দিয়া যাইতেছিল। নদী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আস, আমার ভিতরে চলিয়া আস।" সে উত্তর দিল, "আমি নাপাক আর তুমি পাক ছাফ। আমি তোমার নিকট কিরূপে আসিতে পারি? পাক হইয়া পরে আসিব।" নদী হাসিয়া বলিল, "ওহে বোকা, এই অবস্থায়ই আমার নিকট চলিয়া আসিলে তুমি পাক হইতে পারিবে। আমা হইতে দূরে থাকিয়া তুমি কিছুতেই পাক হইতে পারিবে না। একবার নাপাক অবস্থায়ই চলিয়া আস পরে পাক হইয়াও আসিতে পারিবে।" যে ব্যক্তি প্রথমে পাক হইয়া পরে পানির নিকট যাইবার অপেক্ষায় থাকে—সারা জীবনও পানির কাছে যাওয়া ভাগ্যে জুটে না।

শয়তানী ধোঁকাঃ বন্ধুগণ! খোদার দরবারে আসার ব্যাপারটিও তদ্রূপ। সাংসারিক ঝামেলা হইতে মুক্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে খোদার দরবারে আসার অপেক্ষায় থাকিলে সারা জীবন অতিবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইবে না। ইহা শয়তানের ধোঁকা বৈ কিছুই নহে। সে জ্ঞানের আবরণ দ্বারা অজ্ঞানতায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। শয়তান সাধারণ লোকদিগকে এই নীতিকথা শিখাইয়া রাখিয়াছে যে, ছেলেমেয়ের বিবাহ-শাদী করাইয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণে টাকা-পয়সা উপার্জন করিয়া আল্লাহ্‌র স্মরণে মনোনিবেশ করিও। এখন অন্তর দুনিয়ার আবর্জনায় কলুষিত। ইহা হইতে পবিত্র হওয়ার পর এই পথে পা বাড়ানো উচিত। এই শ্রেণীর লোকের ভাগ্যে আজীবন খোদার স্মরণ জুটে না। কারণ, খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপন না করা পর্যন্ত সাংসারিক মোহ ছিন্ন হইতে পারে না। দুনিয়ার কাজকর্মের অবস্থা হইল لَايَنْتَهِىْ اِرْبٌ اِلَّا اِلٰى اِرْبٍ অর্থাৎ, কোথাও ইহার শেষ নাই। এক কাজ শেষ হইলে অন্য কাজের সূচনা হইয়া যায়। এই শ্রেণীর লোকদের অবস্থা হইলঃ

هرشبے گویم که فردا ترک ایں سودا کنم ـ باز چوں فردا شود امـروز را فردا کـنم

(হর শবে গোইয়াম কেহ্ ফরদা তরকে ঈঁ সওদা কুনাম
বায চুঁ ফরদা শাওয়াদ ইমরূয রা ফরদা কুনাম)

"প্রতিদিন বলি যে, আগামী কল্য এই কাজ আর করিব না। কিন্তু আগামী কল্য আসিলে আবার ঐ কাজে লিপ্ত হইয়া যাই।" বন্ধুগণ! আপনারা বর্তমানে যে অবস্থায় আছেন, ঐ অবস্থায়ই চলিয়া আসুন। নাপাক চলিয়া আসাই পাক হওয়ার নিয়ম। তাই কবি বলেনঃ

باز آ باز آ هر آنچـه هستی باز آ ــ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
ایں درگـه ما درگه نومیدی نیست ــ صد بار اگـر توبه شکستی باز آ

(বায আ, বায আ, হার আঁচে হাস্তী বায আ + গর কাফের ও গব্রুও বুতপরস্তী বায আ
ঈঁ দরগাহে মা দরগাহে নাউম্মেদী নীস্ত + ছদ বার আগর তওবা শেকাস্তি বায আ)

"ফিরিয়া আস, ফিরিয়া আস। তুমি যাহাকিছুই হও ফিরিয়া আস। যদি কাফের, অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজারীও হও তবুও ফিরিয়া আস। আমার এই দরবার নৈরাশ্যের দরবার নয়। যদি একশত বারও তওবা লঙ্ঘন করিয়া থাক, তবুও ফিরিয়া আস।" ইনশাআল্লাহ্ খোদার দরবারে হাযির

www.BANGLAKITAB.com

হইলে এই আবর্জনার স্তূপ ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে এবং একদিন নৌকা কূলে পৌঁছিয়া যাইবে। অনেকে এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া বুযুর্গদের নিকট যায় না যে, দুনিয়ার এই পায়খানা লইয়া গেলে তাঁহারা কি মনে করিবেন?

বন্ধুগণ! এইরূপ কুমন্ত্রণাকে অন্তরে স্থান দিবেন না। বুযুর্গগণ খোদার চরিত্রে চরিত্রবান। তাঁহারা কোন আগন্তুককে নিকৃষ্ট মনে করেন না। তাঁহারা দোষ গোপনকারী ও উদার প্রাণ। নিজদিগকেই তাঁহারা সবচেয়ে বেশী নিকৃষ্ট মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা অন্যকে কিরূপে হেয় জ্ঞান করিতে পারেন। আপনি সমস্ত নাপাকী লইয়া তাঁহাদের নিকট চলিয়া আসুন।

জনৈক ব্যক্তির অবস্থা যদিও আমি পছন্দ করিতে পারি নাই; কিন্তু উহার ভিত্তি অত্যন্ত চমকপ্রদ মনে হইয়াছে। লোকটি জৌনপুর হইতে আমার কাছে মুরীদ হইতে আসিয়াছিল। গোড়ালির নীচ পর্যন্ত পাজামা পরিহিত, দাড়ি মুণ্ডানো ও দীর্ঘগোঁপ অবস্থায় সে আমার নিকট পৌঁছিয়া নিজের সমুদয় অবস্থা আমাকে খুলিয়া বলিল। এর পর মুরীদ হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইল। আমি তাহাকে মাগরেবের পর সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিলাম। সে দিন ছিল শুক্রবার। ভদ্রলোক সেদিনও উস্‌কো খুস্‌কো ক্ষৌরকার্য করিল। কিছু যে দাড়ি গজাইয়াছিল তাহাও মুণ্ডাইতে কসুর করিল না। আমার কাছে পৌঁছিয়াও সে পাপ কাজ ত্যাগ করিল না দেখিয়া আমি মনে খুব বিরক্তি অনুভব করিলাম। কিন্তু জুমার নামাযের পর সে এই কার্যের যে ভিত্তি বর্ণনা করিল, তাহাতে আমি উল্লসিত না হইয়া পারিলাম না। সে বলিতে লাগিল, "বোধ হয়, আমার দাড়ি মুণ্ডানো আপনার মনে বিরক্তির উদ্রেক করিয়াছে।" আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই।" সে আবার বলিল, আমারও এই ধারণাই ছিল। কিন্তু আমি চিকিৎসকের সম্মুখে স্বীয় রোগের আসল অবস্থা খুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলাম। এই কারণে আমি এই আকৃতিতে নিজেকে পেশ করিয়াছিলাম। এখন আপনি আমার ব্যাপারে যাহা ইচ্ছা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। আমি সর্বান্তঃকরণে হাযির আছি।

দৃঢ়তার আবশ্যকতাঃ আগন্তুকের কাজ বিরক্তিজনক হইলেও উহার ভিত্তি পছন্দনীয় ছিল। ইহাতে আমি বুঝিলাম যে, তাহার উপর সততার প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তবে অজ্ঞানতার কারণে অবাঞ্ছিত পন্থায় উহার বিকাশ ঘটিয়াছে। তা সত্ত্বেও আমি তাহার সততার সম্মান করিলাম। হযরত জুনাইদ বাগ্‌দাদী (রঃ) ও একদা জনৈক চোরের প্রতি এমনি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

হযরত জুনাইদ (রঃ) জনৈক ব্যক্তিকে শূলীতে ঝুলন্ত দেখিয়া নিকটের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যক্তিকে শূলীতে চড়ানো হইল কেন?" উত্তরে বলা হইল, "হুযুর, লোকটি অতিশয় পাকা চোর ছিল। প্রথমবার চুরি করিলে তাহার ডান হাতটি কাটিয়া ফেলা হয়। ইহাতেও সে চুরি হইতে নিরস্ত্র হয় নাই। দ্বিতীয়বার চুরি করিলে তাহার বাম পাটি কর্তন করা হয়, সে তবুও বিরত হয় নাই। ফলে তাহাকে জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু সে জেলখানায়ও চুরি করে। এক্ষণে বিচারক তাহাকে শূলীর নির্দেশ দিয়াছেন।" ইহা শুনামাত্রই হযরত জুনাইদ দৌড়িয়া লোকটির পদচুম্বন করিলেন। বাহ্যদর্শী লোকগণ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিল, "আপনি বুযুর্গ ব্যক্তি হইয়া একজন পাকা চোরের পদচুম্বন করিলেন কেন?" জুনাইদ বলিলেন, "আমি চোরের পদচুম্বন করি নাই; বরং তাহার দৃঢ়তার পদচুম্বন করিয়াছি। সে যাহাই হউক—আপন সঙ্কল্পে অটল ছিল। তাহার প্রেমাস্পদ যদিও কতই নিকৃষ্ট ছিল, তবুও সে তাহার পিছনে প্রাণ দিয়া দিয়াছে।" তাহার অবস্থা হইলঃ

www.BANGLAKITAB.com

دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن برآید

(দস্ত আয তলব নাদারম তা কামে মান বর আয়াদ
ইয়া তন রসদ বজানাঁ ইয়া জাঁ যেতন বর আয়াদ)

"যে পর্যন্ত উদ্দেশ্য হাছিল না হয়, সেই পর্যন্ত অন্বেষণে বিরত হইব না। আমার দেহ প্রেমাস্পদের নিকট চলিয়া যাইবে, না হয় আমার প্রাণ দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিবে।"

ভাইগণ, সত্যের উপর কায়েম থাকার বেলায়ও যদি আমরা এরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে পারি, তবে নিঃসন্দেহে আমরা উদ্দেশ্যে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিব। এখানে প্রকাশ স্থল যদিও মন্দ ছিল, তবুও হযরত জুনাইদ চোরের এই দৃঢ়তার সম্মান করিলেন। তেমনি আগন্তুক ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডাইয়া যদিও একটি অবাঞ্ছিত কাজ করিয়াছিল, তথাপি উহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া আমি উহার সম্মান করিয়াছি। (কেননা, সত্যবাদী লোকের বেলায় পুরাপুরি আশা করা যায় যে, তাহারা মুরীদ হওয়ার সময় যে অঙ্গীকার করিবে, পরে উহার বিরোধিতা করিবে না।)
এই ব্যক্তি আমার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া আজীবন দাড়ি মুণ্ডায় নাই। ফলে তাহার দাড়ি এত লম্বা হইয়াছিল যে, তাহাকে পূর্বেকার দুশ্চরিত্র ব্যক্তি বলিয়া চিনা যাইত না। (আসলে উত্তম গুণাবলী সর্বাবস্থায়ই উত্তম। কেহ উত্তম গুণে গুণান্বিত থাকিলে যদিও এক সময় সে নিকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার সংশোধন হইলে পুরাপুরি সংশোধন হইয়া যায়।)

যাক, আমার কথা হইল উপরোক্ত ব্যক্তির ন্যায় আপনিও যাবতীয় ময়লাসহ দুরবস্থায় নিজকে কোন বুযুর্গের হাতে সোপর্দ করিয়া দিন। এ ধারণা করিবেন না যে, এই অবস্থায় আমি কিরূপে বুযুর্গদের নিকট যাইব।

দো'আর স্থানঃ আমি বলিতেছিলাম বুযুর্গগণ মাগ্‌ফেরাতের দো'আ করিতেও লজ্জাবোধ করেন, তাসত্ত্বেও মনকে বুঝাইয়া শুনাইয়া মনের ময়লা ধৌত করার নিয়তে তাঁহারা দো'আ হইতে বিরত থাকেন না। সুতরাং জায়েয বিষয়ের দো'আ করিতেও যখন তাঁহারা লজ্জা করেন, (যদিও শেষ পর্যন্ত দো'আ হইতে বিরত না থাকেন) তখন আপনার না-জায়েয কাজের জন্য দো'আ করিতে তাঁহারা কিরূপে সাহস করিতে পারেন? অতএব, জীবিত কিংবা মৃত বুযুর্গদের দ্বারা এই ধরনের দো'আ চাওয়া নিরর্থক। ইহাতে তাঁহাদিগকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া কিছুই লাভ নাই।

না-জায়েয দো'আ ব্যতীত সমস্ত জায়েয দো'আ সাক্ষাৎ এবাদত, যদিও তাহা দুনিয়া লাভের নিমিত্ত হয়। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ الدعاء مخ العبادة 'দো'আ এবাদতের সারবস্তু।' দো'আর মধ্যে দীনতা ও হীনতা প্রকাশ পায়। দো'আকারী ব্যক্তি নিজেকে হীন ও মুখাপেক্ষী মনে করিয়াই দো'আ করে।
পক্ষান্তরে ওযীফা পাঠকারী ব্যক্তি নিজেকে হীন মনে করে না। তাহার বাহ্যিক অবস্থা হইতে দাবীর ভাব ফুটিয়া উঠে। সে মনে করে, ওযীফা পাঠ করিলে সাফল্য অনিবার্য। তাহাদের কথাবার্তা শুনিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়। তাহারা এই ধরনের কথাবার্তা বলেঃ "হুযূর, কোন অব্যর্থ ওযীফা বলিয়া দিন।" কোন ওযীফা সম্বন্ধে "ইহা পরীক্ষিত"—এই কথা লিখিয়া দিলে ইহার উপর এত ভরসা করে, যেন ইহার অন্যথা হওয়া অসম্ভব। ইহাতে ভাব নিহিত থাকায় এইসব ওযীফা পছন্দনীয় নহে। দুঃখের বিষয়, আজকাল অধিকাংশ লোক দো'আর পরিবর্তে ওযীফা পাঠ করে। ইহা যদিও জায়েয (শরীঅত-বিরুদ্ধ কোন কিছু না থাকিলে) কিন্তু ইহাতে ছওয়াব মোটেই

www.BANGLAKITAB.com

হইবে না। কেননা, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'নিয়ত গুণেই ছওয়াব পাওয়া যায়।' ওযীফায় ছওয়াবের নিয়ত থাকে না; বরং দুনিয়া লাভের নিয়তে পাঠ করা হয়। কাজেই বিন্দুমাত্রও ছওয়াব হইবে না। দো'আ আসলেই একটি এবাদত। ইহাতে দুনিয়া চাহিলেও শরীঅত ইহাকে এবাদত আখ্যা দিয়াছে। দুনিয়ার নিয়ত করা দো'আর পরিপন্থী নহে। কেননা, হাদীসে দুনিয়ার নিয়তেও দো'আর নির্দেশ রহিয়াছে।

উদাহরণতঃ এক হাদীসে উক্ত হইয়াছেঃ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ "খোদার নিকট স্বাস্থ্যের জন্য দো'আ কর।" তদ্রূপ অন্ন, ধনাঢ্যতা, ঋণ পরিশোধ ইত্যাদির জন্যও হুযূর (দঃ) দো'আ শিক্ষা দিয়াছেন। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, দুনিয়ার প্রত্যেক সুখের জন্য এবং প্রত্যেক বিপদাপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হাদীসে দো'আ মওজুদ রহিয়াছে। সুখ ও বিপদাপদ ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপারের জন্যও হুযূর (দঃ) একটি না একটি দো'আর নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন, ঘরে প্রবেশ করা ও ঘর হইতে বাহিরে যাওয়া, নিদ্রা, জাগরণ, উঠা, বসা, রোগী দেখা, মসজিদে যাওয়া ও বাহির হওয়া, বাজারে যাওয়া, সফর শুরু করা, সফরে কোথাও অবস্থান করা, দেশে প্রত্যাবর্তন করা, পায়খানায় যাওয়া, তথা হইতে বাহির হওয়া, আনন্দদায়ক কিংবা কষ্টদায়ক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা, চাঁদ দেখা ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য হাদীসে পৃথক পৃথক দো'আ বর্ণিত আছে। সুতরাং দুনিয়ার নিয়তে দো'আ করাও এবাদতের শামিল। পক্ষান্তরে ওযীফা আখেরাতের নিয়তে হইলে এবাদত, নতুবা নহে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, ওযীফা অপেক্ষা দো'আ বেশী করা দরকার। কিন্তু বর্তমানে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত করা হইতেছে। এখন ওযীফাকে দো'আ হইতে এমন কি কোরআন হইতেও বেশী মূল্যবান মনে করা হয়। কোরআন পাঠ অবস্থায় বিনা দ্বিধায় কথাবার্তা বলা হয়। কিন্তু ওযীফার সময় কথা বলা হারাম বলিয়া গণ্য করা হয়। যেমন, পূর্ব বর্ণিত অফিসার সাহেব ওযীফা পাঠ করার সময় শুধু হুঁ হুঁ করিতেন এবং ইঙ্গিতে ঘুষের পরিমাণ নির্ধারিত করিতেন। এশরাকের নামায পর্যন্ত তাঁহার জায়নামাযের নীচে কয়েক শত টাকা আসিয়া যাইত। ইহাই ছিল তাঁহার নামাযের মূল্য। আজকাল ইহাকেই বলে পাওয়া, এই অর্থেই উক্ত দ্বিতীয় অফিসার সাহেব তাঁহার বিবিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "নামায পড়িয়া তুমি কি পাইলে?"

আজকাল পারলৌকিক ফলাফলকে ফলাফলই মনে করা হয় না। এই কারণে ইহার ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই গতকল্য আমি ইহার একটু বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছিলাম। নতুবা আসল বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ছিল না। কারণ, ধর্মপথ অবলম্বন করিয়া খোদার প্রিয়পাত্র হওয়াই ইহার সারমর্ম। ইহা আয়াতের একাংশ। গতকল্য ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতের অপর অংশ অর্থাৎ, উপায়ের বিশদ ব্যাখ্যা আজ বর্ণিত হইবে। সম্ভবতঃ অদ্যকার বর্ণনা গত কল্যকার বর্ণনার ন্যায় বিস্তারিত ও দীর্ঘ হইবে না। কারণ, এখন শরীরে ক্লান্তি বোধ হইতেছে। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অংশ ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই বর্ণিত হইবে। এই বর্ণনা কিছুটা বিস্তারিত হইবে, যাহাতে বিষয়টি সম্বন্ধে অজ্ঞতা কিছুটা দূরীভূত হইয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—উদ্ধৃত আয়াতের আলোচ্য বিষয় দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগ কাম্যবস্তু ও অপর ভাগ উহা লাভ করিবার উপায়। কাম্যবস্তু সম্বন্ধে গতকল্য বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এখন উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। উপায়ও দুই ভাগে বিভক্ত। (১) ঈমান ও (২) নেক আমল। খোদার প্রিয়পাত্র হওয়ার উপায় হিসাবে আয়াতে শুধু এই দুইটি বিষয়

www.BANGLAKITAB.com

উল্লিখিত হওয়ায় বুঝা যায় যে, এইগুলি ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কাদি বন্দাকে মুক্তি দিতে পারিবে না। উদাহরণতঃ শুধু কোন বুযুর্গের সন্তান হওয়া বা কোন বুযুর্গের 'তাবার্‌রুক' (পবিত্র বস্তু প্রসাদ) নিজের কাছে থাকা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নহে।

তাবার্‌রুক সংক্রান্ত আলোচনা ঃ বন্ধুগণ! আমি বুযুর্গদের তাবার্‌রুক অস্বীকার করি না; ইহার স্বরূপ কি তাহা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চাই। ধর্মীয় ব্যাপারে দুনিয়ার উদাহরণ দিতে লজ্জা হয়; কিন্তু কি করি, আজকাল সাধারণ লোকের রুচিই বিগড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা দুনিয়ার ব্যাপারাদিকে যতটুকু মূল্য দেয়, খোদার ব্যাপারাদিকে ততটুকু দেয় না। ফলে কোন ধর্মীয় ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের সহিত তুলনা দিয়া বুঝাইলে তাহারা সহজে বুঝিতে পারে। এই কারণে আমি লজ্জাভারাক্রান্ত অবস্থায় তাবার্‌রুকের কার্যকারিতার একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি।

মনে করুন, দুই ব্যক্তি বি এ পাশ করিয়া চাকুরীর দরখাস্ত করিল, তন্মধ্যে এক ব্যক্তির পরিবার সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় ব্যক্তির এরূপ কোন বৈশিষ্ট্য নাই। এক্ষেত্রে যাহার পরিবার সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী সে-ই সর্বাগ্রে চাকুরী পাইবে। যদি উভয় ব্যক্তিই চাকুরী পায়, তবে প্রথম ব্যক্তি উচ্চপদ লাভ করিবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নিম্নপদ পাইবে। মোটকথা, অগ্রে চাকুরী দেওয়ার বেলায়ই হউক কিংবা উচ্চপদ দেওয়ার বেলায়ই হউক, সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকের প্রতি বিশেষ নযর দেওয়া হয়। কেননা, সে সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী পরিবারের সহিত সম্পর্ক রাখে। কিন্তু এই ব্যক্তি যদি শুধু হিতাকাঙ্ক্ষী পরিবারের লোক হয় এবং বি, এ পাশ না করে—উপরন্তু কোন মূর্খ ও বদমায়েশ হয়, তবে চাকুরীর বেলায় پدر من سلطان بود "আমার পিতা বাদশাহ্ ছিলেন" বলা কোন কাজে আসিবে না; বরং সে অপরাধ করিলে অন্যের তুলনায় তাহাকে বেশী শাস্তি দেওয়া হইবে। কারণ হিসাবে বলা হইবে, তুমি সরকারী আইন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিলে, তোমার পরিবারের প্রত্যেকের মুখে সরকারের অনুগ্রহের কথা আলোচিত হইত, তা সত্ত্বেও তুমি সরকারী আইনের বিরোধিতা করিতে উদ্যত হইলে কেন? এই হিসাবে তাহার উপর এমন শক্ত মামলা কায়েম হওয়া বিচিত্র নহে, যাহা একজন ধূপী কিংবা জোলার অপরাধের বেলায়ও হইতে পারে না। সে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে বেশী ঘৃণার্হ হইয়া যাইতে পারে। অনেক ঘটনা এই বিষয়ের সাক্ষ্য দান করে।

অনুরূপভাবে বুযুর্গদের সহিত কাহারও বংশগত সম্পর্ক থাকিলে এতটুকু উপকার নিশ্চয়ই হয় যে, ঈমান ও নেক আমল করিলে সে অন্যের তুলনায় দ্রুত সাফল্য অর্জন করিতে পারে; কিংবা উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই ব্যক্তি নাফরমানীতে লিপ্ত থাকিলে শুধু বংশগত মর্যাদা তাহার কোন উপকারে আসিবে না।

এক্ষণে একটি হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমার উস্তাদ মরহুমের একটি উক্তি মনে পড়িল। প্রথমে হাদীসটি শুনাইয়া দেই—হুযূর (দঃ)-এর যমানায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই নামক জনৈক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল মুনাফিকদের সর্দার; কিন্তু তাহার ছেলে খাঁটি ঈমানদার ছিল। মুনাফিক সর্দারের এন্তেকাল হইলে তাহার পুত্র হুযূর (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা এন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার কাফনের জন্য আপনি স্বীয় কোর্তা প্রদান করুন।" (ইহার বরকতে হয় তো খোদা তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন।) হুযূর (দঃ) আপন কোর্তা দিয়া দিলেন এবং তাহার জানাযায় শামিল হইলেন; এমন কি জানাযার নামাযও তিনিই পড়াইবেন মনস্থ করিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

ইহা দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। তিনি হুযূর (দঃ)-এর চাদর ধরিয়া বলিলেন, আপনি কাহার নামায পড়াইতে চাহিতেছেন? যে মুনাফিক সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেনঃ

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ❋

"আপনি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন (উভয়ই সমান)। আপনি তাহাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।" "আপনি কি সেই মুনাফিকের নামায পড়িতে অগ্রসর হইতেছেন?" হুযূর (দঃ) বলিলেনঃ "আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে নিষেধ করেন নাই। যদি আমি জানিতে পারি সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন, তবে আমি নিশ্চয়ই সত্তর বারেরও বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করিব।" এই দৃঢ়তা ব্যঞ্জক উত্তর শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) চুপ হইয়া গেলেন এবং হুযূর (দঃ) মুনাফিক সর্দারের জানাযার নামায পড়াইয়া দিলেন।

বাস্তবিক হযরত (দঃ)-এর দয়ারও পারাপার নাই। শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। বন্ধুগণ, এমন দয়াল নবীর উম্মত হইতে পারায় আমরা বাস্তবিকই ভাগ্যবান। আমরা তাঁহার নিকট হইতে বহু কিছু আশা করিতে পারি।

نماند بعصیاں کسے در گرو — که دارد چنیں سید پیشرو

(নামানাদ বএছইয়াঁ কাসে দর গেরু + কেহ দারদ চুনিঁ সাইয়্যেদ পেশরু)

"যাহাদের এমন এক সর্দার আছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ গোনাহ্‌র কারণে বন্দী হইয়া থাকিবে না।" শত্রুর প্রতি যিনি এত মেহেরবান, তিনি আপন গোলামদের প্রতি কতটুকু মেহেরবান হইতে পারেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মোটকথা, হুযূর (দঃ) জানাযার নামায পড়াইলেন, দাফনেও শরীক হইলেন। লাশ কবরে রাখা হইলে তিনি আপন পবিত্র থুথু তাহার মুখে দিলেন। এই ঘটনার পর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইলঃ

وَلَاتُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَاتَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ ❋

হে মোহাম্মদ! "মুনাফিকদের কেহ মারা গেলে কখনও তাহার জানাযার নামায পড়িবেন না এবং তাহার কবরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবেন না। তাহারা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলকে অবিশ্বাস করে এবং ফাসেক পাপী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।" এই আয়াতে মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়িতে এবং দাফন ইত্যাদিতে শরীক হইতে পরিষ্কার নিষেধ করা হইয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেনঃ "আমি হযরত (দঃ)-কে তাঁহার কাজে বাধাদান করিয়া যে দুঃসাহসিক ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা ভাবিয়া পরবর্তীকালে খুবই অনুতপ্ত হইয়াছিলাম।" (আমার কি-ই বা মর্যাদা ছিল। তিনি তো প্রত্যেক বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।)

যাক, এই হইল ঘটনা। ইহাতে প্রশ্ন হয় যে, لَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَهُمْ "আল্লাহ্ কস্মিনকালেও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না" নাযিল হওয়া সত্ত্বেও হযরত (দঃ) এই মুনাফিকের নামায কেন পড়াইলেন? ইহা ছাত্রসুলভ প্রশ্ন। ছাত্রগণ নিজেরাই ইহার সমাধান বাহির করিতে পারিবে। এই ঘটনার মধ্যে আমি যাহা বলিতে চাই, তাহা এই যে, হুযূর (দঃ) এই মুনাফিককে আপন কোর্তা কেন পরাইলেন এবং থুথু মোবারক তাহার মুখে কেন দিলেন?

www.BANGLAKITAB.com

হাদীসের টীকাকারগণ লিখিয়াছেন যে, হযরত (দঃ) মুনাফিক সর্দারের খাঁটি ঈমানদার পুত্রের মন রক্ষার্থে এসব করিয়াছেন। [যাহাতে সে মনে করিতে পারে যে, হযরত (দঃ) তাহার মুক্তির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি দো'আ করিয়াছেন, নামায পড়াইয়াছেন, তাবার্‌রুকও (কোর্তা ও থুথু) দান করিয়াছেন। এর পরও মুক্তি না পাইলে উহা তাহার নিজস্ব কৃতকর্মের জন্যই।] কেহ বলিয়াছেন, এই মুনাফিক সর্দার বদর যুদ্ধের সময় হযরতের পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে একটি কোর্তা পরাইয়াছিল। উহার প্রতিদানে হযরত (দঃ) তাহাকে মৃত্যুর পর আপন কোর্তা পরাইয়া দিলেন।

টীকাকারদের এই সমস্ত ব্যাখ্যা আমার নিকট তত মনঃপূত নহে। এক্ষেত্রে উস্তাদ (রঃ)-এর উক্তিই আমার কাছে পছন্দনীয় মনে হয়। তিনি বলেন, মৃত মুনাফিকের সহিত হযরত (দঃ)-এর উপরোক্তরূপ ব্যবহারের কারণ এই যে, তিনি উম্মতকে একটি জরুরী বিষয় জানাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা হইল—কাহারও ঈমান না থাকিলে যদিও তাহার সহিত লক্ষ লক্ষ তাবার্‌রুক থাকে, রাসূলের ন্যায় মর্যাদাবান ব্যক্তি তাহার জানাযার নামায পড়ায়, রাসূলের কোর্তা তাহার কাফন হইয়া যায় এবং রাসূলের পবিত্র থুথু তাহার মুখে দেওয়া হয়, তথাপি তাহার মুক্তি হইতে পারে না। অতএব, শুধু তাবার্‌রুকের ভরসায় থাকা উচিত নহে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাছে তাবার্‌রুক থাকিলেও আসল সম্পদ ঈমান ছিল না। কাজেই তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ "নিশ্চয়ই, মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করিবে।" সেখানকার আযাব সবচেয়ে বেশী কঠিন।

বংশগত সম্পর্কের ফলঃ কেহ কেহ বলে, "আমরা অমুক বুযুর্গের বংশধর। তিনি খোদার সহিত চুক্তি করিয়াছেন যে, তাহার বংশের কেহ দোযখে যাইবে না।" বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ঈমানের পুঁজি না থাকিলে তাহাদের এই দাবী কোন কাজে আসিবে না।

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

"আপনি আপনার নিকট-আত্মীয়দিগকে দোযখের ভয় প্রদর্শন করুন।" এই আয়াত নাযিল হইলে হুযূর (দঃ) আপন আত্মীয়বর্গকে একত্রিত করিলেন এবং অন্যান্য সকলের সহিত আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ

يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ لَاُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا

"হে মোহাম্মদ তনয়া ফাতেমা! দোযখের অগ্নি হইতে নিজেই আত্মরক্ষা কর। খোদা পাকড়াও করিলে আমি তোমার কোন উপকারে আসিব না।"

অতঃপর আপন ফুফীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ

يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللهِ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ لَاُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا

"হে রাসূলের ফুফী ছাফিয়্যা! দোযখের অগ্নি হইতে নিজেই আত্মরক্ষা করুন। খোদা পাকড়াও করিলে আমি আপনার কোন উপকারে আসিব না।"

এইরূপে সকল আত্মীয়কেই আহ্বান জানাইয়া তিনি বলিলেন, "নিজেরাই জাহান্নাম হইতে নিজদিগকে রক্ষা করুন। কারণ, আমি আপনাদের কোন কাজে আসিব না।" অর্থাৎ, শুধু আমার